রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের
অনুমতি অনুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা।
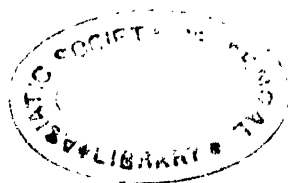
রামায়ণযন্ত্রে
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৫।

রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

মহাবীর রাম, মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মী শ্রী সতত বিরাজমান বলিয়া, ঐ সমস্ত আশ্রম গগনতলে প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তথায় চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী অনলসঙ্কাশ বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গন সকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চরণ করিতেছে। প্রশস্ত অগ্নিহোত্র গৃহ সমুদায় প্রস্তুত; স্রুগ্ভাণ্ড, মৃগচর্ম্ম, সমিধ, ও জলকলশ শোভিত হইতেছে, ফলমূল সঞ্চিত আছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পুষ্পোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে,

স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত সরোবর, কোথায়ও বা স্বাদু-ফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ; নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। রাম সেই সর্ব্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম সকল দর্শন করিয়া, শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম, এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। উহাঁরা রামের স্বরূপ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও সুবেশ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং অনিমিষনয়নে উহাঁদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, ফল মূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্ম-রক্ষক শরণ্য পূজনীয় মান্য দণ্ডদাতা ও গুরু। সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশভূত নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয়, এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা; আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি। আমাদিগকে রক্ষা

করা তোমার কর্ত্তব্য। আমরা জিতেন্দ্রিয়, কখন কাহাকে নিগ্রহ করি না, ক্রোধও সম্যক্ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি; সুতরাং জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় আমরা সর্ব্বাংশে তোমারই রক্ষণীয় হইতেছি।

এই বলিয়া সেই সকল তপোধন উঁহাদিগকে ফল মূল প্রভৃতি বন্য আহার দ্রব্য ও নানা প্রকার পুষ্প উপহার দিলেন। পরে সিদ্ধসংকল্প অগ্নিকল্প অন্যান্য তাপসেরাও বিবিধ প্রীতিকর কার্য্যে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

পর দিন রাম, সূর্য্যোদয় কালে মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে নানাপ্রকার মৃগ আছে, ব্যাঘ্র ভল্লুক সকল সঞ্চরণ করিতেছে, তরুলতাগুল্ম ছিন্নভিন্ন, জলাশয় সমস্ত আবিল, বিহঙ্গেরা কলরব করিতেছে, এবং নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে। উঁহারা সেই ভীষণ ঘোরদর্শন স্থানে উপস্থিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ বিকট ও বীভৎসবেশ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। উহার আস্যদেশ অতি বিস্তৃত, নেত্র কোটরান্তর্গত, সর্বাঙ্গ নিম্নোন্নত এবং উদর স্ফীত। সে শোণিতলিপ্ত বসাদিগ্ধ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে। তিনটি সিংহ, দুই বৃক, চারিটি ব্যাঘ্র, ও দশ হরিণ, এবং করালদশন বসাবাহী প্রকাণ্ড এক গজমুণ্ড লৌহময় শূলে বিদ্ধ করিয়া, কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে। ঐ মনুষ্যাশী রাক্ষস উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধভরে যুগান্তকালীন অন্তকের ন্যায় ধাবমান হইল, এবং ঘোরতর পৃথিবীকে কম্পিত করত সীতাকে

হরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপসৃত হইল: কহিল, রে অল্পপ্রাণ! তোরা কে? কি কারণে পত্নীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিস্? তোদের মস্তকে জটাজূট, পরিধান চীরবাস এবং করে কার্ম্মুক; তোরা তপস্বী হইয়া কি কারণে উভয়ে এক ভার্য্যা লইয়া আছিস্? এবং কি কারণেই বা মুনিবিরুদ্ধ বেশ ধারণ ও পাপাচরণ করিতেছিস্? এই নারী পরম সুন্দরী, এক্ষণে এ আমারই ভার্য্যা হইবে। আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ; আমি প্রতিনিয়ত ঋষিমাংস ভক্ষণ করিয়া, সশস্ত্রে এই গহন কাননে পর্য্যটন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সংগ্রামে নিশ্চয়ই তোদের রুধির পান করিব।

সীতা দুষ্ট নিশাচরের গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং বায়ুবেগে কদলী তরুর ন্যায় উদ্বেগে অনবরত কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন রাম যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া শুষ্কমুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, রাজা জনকের দুহিতা, আমার বনিতা, সীতা রাক্ষসের অঙ্কস্থা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী আমাদিগের জন্য যেরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং যে প্রকার প্রীতিকর বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন, অদ্যই তাহা পূর্ণ হইল। যে দূরদর্শিনী পুত্রের রাজ্যাভিষেকমাত্রে পরিতুষ্ট হন নাই, সকলের প্রিয় আমাকেও বনবাসী করিলেন! অদ্যই [illegible] বৎস! বলিতে কি, আজ আমি

পিতৃবিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও জানকীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল হইতেছি।

তখন লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে সজলনয়ানে ক্রুদ্ধ, হইয়া, রুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই চিরকিঙ্কর আপনার সহচর, স্বয়ং সকলের নাথ, এক্ষণে অনাথের ন্যায় কেন শোক করিতেছেন? আজ আমি রোষভরে একমাত্র শরে এই দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিব। আজ বসুমতী ইহার শোণিত পান করিবেন। রাজ্যলোলুপ ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, সুররাজ ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আজ এই বিরাধের প্রতি সেই ক্রোধ নিক্ষেপ করিব। শরদণ্ড আমার বাহুবলে বেগবান হইয়া রাক্ষসের বিশাল বক্ষে পড়ুক, দেহ হইতে প্রাণ হরণ করুক, এবং ইহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করুক।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর জ্বালাকরালমুখ রাক্ষস কণ্ঠস্বরে অরণ্যের আভোগ পরিপূর্ণ করিয়া কহিল, বল, তোরা কে, কোথায় গমন করিবি? রাম কহিলেন, আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, সচ্চরিত্র, কোন কারণে বনে আসিয়াছি। এক্ষণে এই দণ্ডকারণ্যে তুই কে সঞ্চরণ করিতেছিস্? বল্, তোর পরিচয় জানিতে আমাদেরও ইচ্ছা হইতেছে।

বিরাধ কহিল, শোন্, আমি যবের পুত্র, আমার জননী শতহ্রদা, নাম বিরাধ। আমি তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তোরা এই প্রমদার আশা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোদিগকে বিনাশ করিব।

তখন রাম রোষারুণলোচনে পাপাত্মা বিরাধকে কহিলেন, রে ক্ষুদ্র! তুই অতি দুরাচার, তোরে ধিক্, তুই নিশ্চয় আপনার মৃত্যু অনুসন্ধান করিতেছিস্; এক্ষণে থাক, জীবিত থাকিতে

আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবি না। এই বলিয়া তিনি শরাসনে জ্যা আরোপণ ও সাতটি সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া, বিরাধের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র বায়ুবেগে উহার দেহ ভেদ পূর্ব্বক শোণিতাক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। তখন বিরাধ তথায় জানকীকে রাখিয়া, ক্রোধভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শক্রধ্বজসদৃশ এক শূল উদ্যত করত উহাঁদের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময় বিরাধকে ব্যাদিতবদন অতিভীষণ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ উহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি বিরাধ এক স্থলে দাঁড়াইল, এবং হাস্য করিয়া গাত্রভঙ্গ করিল। সে গাত্রভঙ্গ করিবামাত্র তাহার দেহ হইতে শরজাল স্খলিত হইয়া গেল। পরে সে ব্রহ্মার বরে প্রাণ রোধ করিয়া শূল উত্তো[illegible] পূর্ব্বক পুনরায় ধাবমান হইল। মহাবীর রাম সেই বজ্রসঙ্কাশ জ্বলনসদৃশ শূল দুই শরে ছেদন করিলেন। শূল ছিন্ন হইবামাত্র সুমেরু হইতে বজ্রবিদীর্ণ শিলাখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভীষণ খড়্গ উদ্যত করিয়া উহার সন্নিহিত হইলেন, এবং বল প্রয়োগ পূর্ব্বক উহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বিরাধ উহাঁদিগকে বাহুমধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক

প্রস্থানের উপক্রম করিল। তখন রাম উহার অভিপ্রায় অনু-ধাবন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই রাক্ষস স্বেচ্ছা-ক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাক, এ যে স্থান দিয়া যাইতেছে, ইহাই আমাদের গমনপথ।

তখন বলদৃপ্ত বিরাধ, রাম ও লক্ষ্মণকে বালকবৎ বাহু-বলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্কন্ধে লইল, এবং ঘোর গর্জ্জন সহকারে অরণ্যাভিমুখে চলিল। ঐ অরণ্য ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ও বিবিধ পাদপে পরিপূর্ণ, তথায় বিহঙ্গেরা নিরন্তর কলরব করি-তেছে, শৃগাল ধাবমান হইতেছে, এবং বহুসংখ্য হিংস্র জন্তু বিচরণ করিতেছে। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ সর্গ।

তদ্দর্শনে জানকী বাহুযুগল উদ্যত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভীষণ নিশাচর এই সুশীল সত্যপরায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্যাঘ্র ভল্লুক আমায় ভক্ষণ করিবে। রাক্ষসরাজ! তোমাকে নমস্কার, তুমি উহাঁদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর বিরাধের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ উহার বাম বাহু, এবং রাম দক্ষিণ বাহু বল পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জলদকায় বিরাধ ভগ্নবাহু হইয়া, তৎক্ষণাৎ বজ্রবিদলিত পর্ব্বতের ন্যায় যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উহাঁরা তাহার উপর মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিরাধ শরবিদ্ধ, খড়্গাহত ও ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও কিছুতে প্রাণত্যাগ করিল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য রাম উহাকে শস্ত্রের অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই নিশাচর

তপোবল সম্পন্ন, শস্ত্রাঘাতে কোন মতে ইহার প্রাণ নাশ করিতে পারিব না, এক্ষণে ইহাকে ভূগর্ভে পোথিত করিয়া বধ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহার দেহ কুঞ্জরবৎ বৃহৎ, সুতরাং তুমি ইহার জন্য একটি প্রশস্ত গর্ত্ত অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দেও। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া, চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া রহিলেন।

তখন বিরাধ রামের কথা কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল, পুরুষসিংহ! বুঝি নিহত হইলাম! আমি মোহ বশত অগ্রে তোমায় জানিতে পারি নাই, তুমি কৌশল্যাতনয় রাম; লক্ষ্মণ ও দেবী জানকীকেও জানিলাম। আমি শাপপ্রভাবে এই ঘোরা রাক্ষসী মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছি। আমার নাম তুম্বুরু, জাতিতে গন্ধর্ব্ব; আমি রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য যক্ষেশ্বর কুবের ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমায় অভি-শাপ দেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া শাপশান্তির উদ্দেশে আমায় কহিলেন, যখন রাজা দশরথের পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় সংহার করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি অধিকার করিয়া পুনরায় স্বর্গে আগমন করিও। রাজন্! এক্ষণে তোমার কৃপায় এই দারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম, অতঃপর স্বর্লোকে অধিরোহণ করিব। এই স্থান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ সূর্য্যসঙ্কাশ

মহর্ষি বাস করিতেছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। রাম! অন্তিমকাল উপস্থিত, এক্ষণে তুমি আমায় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর। মৃত নিশাচরগণের বিবরপ্রবেশই চির-ব্যবহার, ইহাতে আমাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন রাম বিরাধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এই স্থানে একটি সুপ্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণ তাঁহার আদেশমাত্র খনিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ মহাকায় রাক্ষসের পার্শ্বে এক গর্ত্ত খনন করিলেন। বিরাধ কণ্ঠাক্রমণ হইতে মুক্ত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গর্ত্তে প্রবেশকালে বিরাধ ঘোর স্বরে বনবিভাগ নিনাদিত করিয়া তুলিল। রাম ও লক্ষ্মণও উহার বধসাধন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

তখন মহাবীর রাম নিশাচর বিরাধকে বধ করিয়া, জানকীকে
আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই
বন নিতান্ত গহন ও দুর্গম, আমরা কখন এইরূপ বনে প্রবেশ
করি নাই, এক্ষণে চল, অবিলম্বে মহর্ষি শরভঙ্গের নিকট প্রস্থান
করি।

অনন্তর তিনি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং
সেই অমরপ্রভাব শুদ্ধস্বভাব তাপসের সন্নিধানে এক আশ্চর্য্য
দেখিতে পাইলেন। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান, তাঁহার
দেহ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে, পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র;
তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন এবং মহীতল স্পর্শ
করিতেছেন না। বহুসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করি-
তেছেন, এবং অনেক মহাত্মা সুবেশে তাঁহার পূজা করিতে-
ছেন। তিনি অন্তরীক্ষে, হরিদ্বর্ণঅশ্ব সংযুক্ত তরুণসূর্য্যপ্রকাশ
রথে; অদূরে বিচিত্র-মাল্য-খচিত ধবল-জলদ-কান্তি শশাঙ্ক-
ছবি নির্ম্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনক-দণ্ড-মণ্ডিত মহামূল্য চামর

মস্তকে বীজন করিতেছে, এবং দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।

তৎকালে তিনি শরভঙ্গের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাম উহাঁকে অনুভবে ইন্দ্র বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, কি আশ্চর্য্য রথ, কেমন উজ্জ্বল! কি সুন্দর! উহা গগনতলে প্রভাবান্ ভাস্করের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা দেবরাজের যেরূপ অশ্বের কথা শুনিয়াছিলাম, নভোমণ্ডলে নিশ্চয় সেই সকল দিব্য অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত কুণ্ডলশোভিত যুবা কৃপাণহস্তে চতুর্দ্দিকে আছেন, উহাঁদের বক্ষঃস্থল বিশাল, এবং বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত। উহাঁদিগকে দেখিয়া যেন ব্যাঘ্রপ্রভাব বোধ হইতেছে। উহাঁরা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন, এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপ ধারণ করিতেছেন। বৎস! ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। এক্ষণে ঐ রথোপরি দিবাকর ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর পুরুষটি স্পষ্ট কে, যাবৎ না জানিয়া আসিতেছি, তাবৎ তুমি জানকীর সহিত এই স্থানে থাক। এই বলিয়া রাম তপোধন শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তখন দেবরাজ, রামকে আসিতে দেখিয়া, দেবগণকে কহি-

লেন, দেখ, রাম এই দিকে আগমন করিতেছেন ; এক্ষণে আমাকে সম্ভাষণ না করিতে, চল আমরা স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে, ইনি আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। রাম যখন বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়ী হইবেন, তখন আমি ইহাঁকে দর্শন দিব। যাহা অন্যের দুষ্কর, ইহাঁকে সেই কার্য্যই সাধন করিতে হইবে। শচীপতি সুরগণকে এই বলিয়া শরভঙ্গকে সম্মান ও আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, উহাঁরা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া আসনে উপাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি উহাঁ-দিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং উহাঁদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত হইলে রাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! সুর-রাজ কি কারণে তপোবনে আসিয়াছিলেন? শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! আমি কঠোর তপঃসাধন পূর্ব্বক সকলের অসুলভ ব্রহ্ম-লোক অধিকার করিয়াছি। এক্ষণে এই বরদাতা ইন্দ্রদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্ত্তী জানিয়া, এবং তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া, তথায় গমন করিলাম না। তুমি অতি

ধর্ম্মশীল, তোমার সমাগম লাভে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিব। বৎস! বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুায় প্রতিগ্রহ কর।

শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস! এই স্থানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। অদূরে কুসুমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহাঁকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। রাম! আমি ত তোমার গমনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, এক্ষণে তুমি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এই দেহ বিসর্জ্জন করিব।

এই বলিয়া শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া, মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেশ, জীর্ণ ত্বক, অস্থি, মাংস, ও শোণিত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ অনলের ন্যায়

ভাস্বরদেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন, এবং তথায় অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার পাইলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, বৈখানস, বালখিল্য সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, অশয্যা, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ও আর্দ্রপটবাস এই সমস্ত ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা জপপর ও তপঃপরায়ণ এবং ব্রাহ্মী শ্রীসম্পন্ন। ইঁহারা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম! যেমন দেবগণের ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যশ ও বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ, পিতৃব্রত ও সত্য তোমাতেই রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ধর্ম্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবৎসল, এক্ষণে আমরা অর্থিত্বনিবন্ধন কঠোরভাবে তোমায় যা কিছু কহিব, ক্ষমা করিও। নাথ! যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আর

যিনি উহাদিগকে প্রাণের তুল্য, প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য অনুমান করিয়া, সবিশেষ যত্নে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহকালে তাঁহার শাশ্বতী কীর্ত্তি এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গতি লাভ হইয়া থাকে। মুনিগণ ফল মূল আহার করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্ম্মত প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে। রাম! তুমি এই বিপ্রবহুল বানপ্রস্থগণের নাথ, এক্ষণে ইহাঁরা নিশাচরের হস্তে অনাথের ন্যায় নিহত হইতেছেন। ঐ চল, ঘোররূপ রাক্ষসেরা যে সকল তপস্বিকে নানা প্রকারে বিনাশ করিয়াছে, বনমধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ দেখিয়া আসিবে। যে সকল মুনি পম্পার উপকূলে, মন্দাকিনী-তটে, ও চিত্রকূটে বাস করিয়া আছেন, রাক্ষসেরা তাহাঁদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। ঐ সমস্ত দুরাচার অরণ্যে তাপসগণের উপর যেরূপ ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, আমরা কোন মতে তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি সকলের শরণ্য, তোমার শরণ লইবার জন্য আমরা আসিয়াছি। রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করে, এক্ষণে রক্ষা কর। রাম! এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর আমাদের নাই।

তখন ধর্ম্মশীল রাম উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ! আপনারা আমাকে ঐরূপ করিয়া আর বলিবেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাধীন হইয়া আছি।

এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতীকার করিয়া যাইব। বলিতে কি, ইহাতে আমারও এই বনবাসে বিশেষ ফল দর্শিবে সন্দেহ নাই। অতঃপর আপনারা আমার ও লক্ষ্মণের বিক্রম প্রত্যক্ষ করুন, আমরা নিশ্চয়ই ঋষিকুলকণ্টক রাক্ষসগণকে নিহত করিব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর তিনি বহু দূর অতিক্রম করিলেন, এবং অগাধ-সলিলা অনেক নদী লঙ্ঘন করিয়া, গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিতে পাইলেন। অদূরে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন বিস্তৃত রহিয়াছে। তথায় নানা প্রকার বৃক্ষ কুসুমিত ও ফলভরে অবনত হইয়া আছে। রাম তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং উহার একান্তে কুশচীরচিহ্নিত এক তপোবন অবলোকন করিলেন। ঐ তপোবনে মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ আসীন ছিলেন। রাম তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি রাম, আপনার দর্শন-কামনায় আগমন করিলাম। এক্ষণে আপনি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করুন।

তখন তপোধন সুতীক্ষ্ণ রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল

তোমারই প্রতীক্ষায়, ধরাতলে দেহ বিসর্জন পূর্ব্বক, এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে কালযাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং আমি পুণ্যবলে যে উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষিসেবিত মদীয়তপো-বললব্ধ লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর।

তখন রাম, ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মাকে, তদ্রূপ সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্যমধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। গৌতমগোত্রজাত মহাত্মা শরভঙ্গ কহিয়াছেন, আপনি সকলের হিতকারী ও সর্ব্বত্র কুশলী।

অনন্তর সর্ব্বলোকপ্রথিত সুতীক্ষ্ণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর। এস্থানে বহুসংখ্য ঋষি আছেন, এবং সকল সময়ে ফলমূলও বিলক্ষণ সুলভ। কেবল এই তপোবনে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি মৃগ আইসে; উহারা অত্যন্ত নির্ভয়, কিন্তু কখন কাহার কোনরূপ অনিষ্ট করে না। উহারা আসিয়া নানাপ্রকারে লোভপ্রদর্শন

পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! তুমি নিশ্চয় জানিও, এতদ্ব্যতীত এস্থানে অন্য কোনরূপ ভয় নাই।

সুধীর রাম সুতীক্ষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি শরাসনে বজ্রপ্রভ সুশাণিত শর সন্ধান করিয়া, যদি ঐ সমস্ত মৃগকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আপনি মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবেন। আপনাকে ক্লেশ প্রদান অপেক্ষা আমারও যন্ত্রণার আর কিছু হইবে না। সুতরাং এই আশ্রমে বহুকাল বাস কোনমতেই অভিলাষ করি না।

রাম সুতীক্ষ্ণকে এইরূপ কহিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সন্ধ্যা সমাপনান্তে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাসের ব্যবস্থা করিলেন*। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে মহর্ষি উহাঁদিগকে সমাদর পূর্ব্বক তাপসভোগ্য ভোজ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পদ্মগন্ধী সুশীতল সলিলে স্নান ও যথাকালে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয় হইল। তদ্দর্শনে তিনি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সন্নিধানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমন্ত্রণ করি, প্রস্থান করিব। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্য-শীল ঋষিগণের আশ্রম সকল দেখিতে আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। এই তাপসেরাও বারংবার আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতেছেন। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক ও বিধূম পাবকের ন্যায় তেজস্বী; এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি ইহাঁদের সহিত আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। নীচ লোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে যে প্রকার হয়, সূর্য্যদেব তদ্রূপ উগ্রভাব ধারণ না করিতেই আমরা নিক্রান্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বলিয়া

জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম, সুতীক্ষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উহাঁদিগকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার ন্যায় অনুগতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। পথে ফলমূলপূর্ণ কুসুমিত কানন, ময়ূররব-মুখরিত সুরম্য অরণ্য, শান্তস্বভাব পক্ষী, পবিত্র মৃগযূথ, প্রফুল্লকমলশোভিত প্রসন্নসলিল হংসসঙ্কুল সরোবর, ও সুদর্শন প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। রাম! তুমি এক্ষণে যাত্রা কর, লক্ষ্মণ! তুমিও যাও; কিন্তু তোমরা সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় এই আশ্রমে আগমন করিও।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণের বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আয়তলোচনা জানকী উহাঁদের হস্তে শরাসন তূণীর ও নির্ম্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। উহাঁরাও তূণীর বন্ধন ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম সর্গ।

তখন সীতা, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সম্মতিক্রমে রামকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, স্নেহপ্রবৃত্ত মনোজ্ঞ বাক্যে কহিলেন, নাথ! যে মহৎ ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য, কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার,— মিথ্যাকথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈরব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি, প্রথম অপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নাথ! তুমি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কর নাই, এবং কোন কারণে করিবেও না। ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রী-অভিলাষ তোমার কখন ছিল না, এবং এখনও নাই। তুমি সতত স্বদারে অনুরক্ত আছ। ধর্ম্ম ও সত্য তোমাতে বিদ্যমান, তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, পিতৃআজ্ঞাবহ ও জিতেন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ বলিয়া, ঐ দুইটি দোষ তোমাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু নাথ! অন্যে মোহ বশত অকারণ জীবের

প্রাণহিংসারূপ যে কঠোর ব্যসনে আসক্ত হয়, এক্ষণে তোমার তাহাই ঘটিতেছে। তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষস-বধ স্বীকার করিয়াছ, এবং এই নিমিত্তই ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। কিন্তু তোমায় যাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে। আমি তোমার কার্য্য আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও সুখ-সাধনই বা কি, চিন্তা করিতেছি; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নয়। তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে, ক্ষত্রিয়দিগের তেজ সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নাথ! পূর্ব্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্তমৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে তপঃসাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া, অসিহস্তে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার নিকট ন্যাসস্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাস-রক্ষায় তৎপর ছিলেন, এবং বিশ্বাস-ভঙ্গ-ভয়ে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ

রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণিহত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, এবং অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

এই আমি অস্ত্রবিষয়ক এই একটি পুরাবৃত্তের উল্লেখ করিলাম। ফলত অগ্নিসংযোগ যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, অস্ত্রসংশ্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে। নাথ! এক্ষণে আমি তোমায় শিক্ষা দান করিতেছি না, কেবল স্নেহ ও বহুমান বশত ইহা স্মরণ করাইয়া দিলাম। অতঃপর তুমি অকারণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে। বনবাসী আর্ত্তদিগের পরিত্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়-বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, বনই বা কোথায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কোথায়, তপস্যাই বা কোথায়; এই সমস্ত পরস্পরবিরোধি, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহারই সম্মান কর। অস্ত্রসম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ, এবং ধর্ম্ম হইতেই

সমস্ত উৎপন্ন হয়, ফলত জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। নিপুণ লোক বিশেষ যত্নে বিবিধ নিয়মে শরীর শোষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সুখ হইতে কখন সুখসাধন ধর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে না। নাথ! তুমি সকলই জান, ত্রিলোকে তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। তোমায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং যাহা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান কর।

দশম সর্গ।

ধর্ম্মপরায়ণ রাম, পতিপ্রণয়িনী জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি ক্ষত্রিয়কুল উল্লেখ করিয়া, সস্নেহে হিত ও সমুচিতই কহিলে। আমি ইহার আর কি প্রত্যুত্তর করিব; আর্ত্ত এই শব্দ মাত্রও না থাকে, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ, এ কথা তুমিই ত ব্যক্ত করিলে। এক্ষণে আর্ত্ত হইয়াই দণ্ডকারণ্যের মুনিগণ আগমন পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সর্ব্বকাল ফল মূলে প্রাণ ধারণ করিয়া, বনে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রূর নিশাচরগণ ইহাঁদিগকে অত্যন্ত অসুখী করিয়াছে। ঐ সকল নরমাংসলোলুপ ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। ইহাঁরা বিশেষ বিপন্ন হইয়াই আমাকে সমস্ত জানাইলেন। আমি ইহাঁদের মুখে তৎসমুদায় শুনিয়া বিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে কহিলাম, তাপসগণ! প্রসন্ন হউন, ইহা আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, যে, ঈদৃশ উপাস্য ব্রাহ্মণেরা

আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব।

তখন মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রাম! কামরূপী বহু-সংখ্য রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, রক্ষা কর। ঐ সমস্ত মাংসাশী দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা, হোমবেলায় ও পর্ব্বকালে আমাদিগকে পরাভব করিয়া থাকে। আমরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া শরণার্থী হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা কর। আমরা তপোবলে রাক্ষসগণকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু বহু বিঘ্নবিপত্তি ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া বহুকাল হইতে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার ব্যয় হইয়া যায়, আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না। রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে সত্য, কেবল এই কারণেই আমরা উহাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি না। আমরা তোমার ভরসায় বনে বাস করিয়া আছি, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া আমা-দিগকে রক্ষা কর। জানকি! আমি ঋষিগণের এই কথা শুনিয়া ইহাঁদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বরং অকাতরে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমা-কেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতি-শ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না

করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব। জানকি! তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অনুরূপ সন্দেহ নাই, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সংকল্পে অনুমোদন কর।

মহাত্মা রাম জানকীকে এইরূপ কহিয়া, লক্ষ্মণের সহিত শরাসনহস্তে রমণীয় তপোবনে গমন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

তিনি সর্ব্বাগ্রে, শোভনা জানকী মধ্যে, এবং লক্ষ্মণ পশ্চাতে। গমনপথে উহাঁরা বিচিত্র শৈলশিখর, অরণ্য, সুরম্য নদী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক, জলবিহারি-পক্ষিপূর্ণ প্রফুল্লকমল সরসী, যূথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ, বৃক্ষ-বৈরী করী ও বরাহ সকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিলেন, দিবাও অবসান হইয়া আসিল।

অনন্তর উহাঁরা যোজনপ্রমাণ এক দীর্ঘিকার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ দীর্ঘিকার জল অতিশয় স্বচ্ছ, উহাতে রক্ত ও শ্বেত শতদল অবিরল শোভা পাইতেছে, জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে, এবং হস্তী সকল উহার তীরে ও নীরে। ঐ রমণীয় সরোবরে গীত বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু তথায় জন-প্রাণীর সম্পর্ক নাই। তদ্দর্শনে রাম ও লক্ষ্মণ কৌতুকাবেশে ধর্ম্মভৃৎ নামে এক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, দেখিয়া আমাদের একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এক্ষণে সবিস্তরে বলুন, ব্যাপারটি কি?

ধর্ম্মভৃৎ কহিলেন, রাম! ইহা পঞ্চাপ্সর নামে সরোবর, পূর্ব্বে মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন, ইহার জল কখন শুষ্ক হয় না। কোন সময়ে মাণ্ডকর্ণী বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক এই সরোবরের মধ্যে দশসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিলেন, এই তাপস হয়ত আমাদিগের এক জনের পদ প্রার্থনা করিতেছেন। এই চিন্তা করিয়া উহাঁরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত চপলার ন্যায় চঞ্চলকান্তি প্রধান পাঁচ অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। উহারাও সুরকার্য্যোদ্দেশে মুনিকে কামের বশীভূত করিল, এবং তাঁহার পত্নী হইল।

তখন মুনি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে যুবা হইলেন, এবং ঐ সকল অপ্সরার নিমিত্ত এই সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্ত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। উহারা তথায় সুখে বাস করিয়া মহর্ষির সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। এক্ষণে তাহাদিগেরই ভূষণ-রব-মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি ও মনোহর সঙ্গীত শুনা যাইতেছে।

শুনিবামাত্র রাম কহিলেন, আশ্চর্য্য! অনন্তর তিনি অদূরে চীরশোভিত তেজঃপ্রদীপ্ত এক আশ্রম দর্শন করিলেন, এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তন্মধ্যে গমন করিয়া সুখসমাদরে

বাস করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য তপোবন পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার আশ্রমে পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, তথায়ও গমন করিলেন। কোথায় দশ মাস, কোথায় সংবৎসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহু মাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের তপোবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুদিন যাপন করিলেন, এবং একদা সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কিন্তু এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে? আমি অগস্ত্যকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

তখন সুতীক্ষ্ণ প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগ-

স্ত্যের আশ্রম, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ স্থলপ্রায় সুরম্য ও পিপ্পল বনে শোভিত। তথায় ফলপুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানা প্রকার পক্ষী কলরব করিতেছে, এবং হংস-সারসসংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে এক রাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত; তোমরা তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবে। বৎস! যদি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করিয়া থাক, তবে না হয় অদ্যই গমন কর।

তখন রাম সুতীক্ষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রমণীয় কানন, মেঘাকার শৈল, দীর্ঘিকা ও নদী সকল দর্শন করিলেন, এবং সুতীক্ষ্ণ প্রদর্শিত পথে সুখে বহুদূর অতিক্রম করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অদূরে বোধ হয়, পুণ্যশীল মহাত্মা ইধ্মবাহের আশ্রম। আমরা ইহার যে সমস্ত চিহ্নের কথা শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে অবিকল তাহাই দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পথপার্শ্বে বহুসংখ্য বন্য বৃক্ষ ফল-

পুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কানন হইতে সুপক্ক পিপ্পলের কটু গন্ধ বায়ুভরে নির্গত হইতেছে, ইতস্ততঃ কাষ্ঠের স্তূপ, বৈদুর্য্য মণির ন্যায় উজ্জ্বল কুশ সকল ছিন্ন দেখা যাইতেছে, আশ্রমস্থ অগ্নির ঘননীল শৈলশিখরাকার ধূমশিখা উঠিয়াছে, এবং মুনিগণ পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া স্বহস্তসমাহৃত কুসুমে উপহার দিতেছেন। লক্ষ্মণ! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, ইহাই ইধ্মবাহের আশ্রম হইবে। ইহাঁর ভ্রাতা অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করিয়াছিল, ঐ দুই ভ্রাতা ব্রহ্মহত্যা করিত। নির্দ্দয় ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত, এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া যথানিয়মে উহাঁদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল উচ্চৈঃস্বরে কহিত, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। বাতাপিও উহাঁদের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। বৎস! এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

একদা অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ বাতাপিকে ভক্ষণ করেন,। ইল্বল শ্রাদ্ধান্তে সম্পন্ন এই

কথা বলিয়া হস্তোদক দান পূর্ব্বক কহিল, বাতাপে! নিষ্ক্রান্ত হও। তখন ধীমান অগস্ত্য হাস্য করিয়া কহিলেন, ইল্বল! তোমার মেষরূপী ভ্রাতা আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যমালয়ে প্রস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তাহার নিষ্ক্রান্ত হইবার শক্তি নাই। তখন ইল্বল ভ্রাতার নিধনসংক্রান্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যের বিনাশকামনায় ক্রোধভরে ধাবমান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ তেজস্বী ঋষির অনলকল্প কটাক্ষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। বৎস! যিনি বিপ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই অগস্ত্যেরই ভ্রাতা মহর্ষি ইধ্মবাহের এই তপোবন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভিবাদন করিলেন, এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক এক রাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইলে, তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব, আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকন

পূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে জলকদম্ব, পনস, অশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধূক, বিল্ব, ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে, বানরগণে শোভিত, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি, বৃক্ষের পল্লব সকল সুচিক্কণ এবং মৃগ পক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্ম্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযূথ নির্ব্বিরোধী, এবং নানা প্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ত তুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের

নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উহাঁরই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু সকলের পূজনীয়, এবং সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহার সংযম পূর্ব্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী ক্রূর শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা যক্ষ পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্ম্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহ বিসর্জ্জন ও নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভ বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমনসংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

দ্বাদশ সর্গ।

তখন লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, অগস্ত্যের এক শিষ্যকে কহিলেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল রাম, পত্নী জানকীরে লইয়া, মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। শুনিয়াও থাকিবেন, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত। আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এই ভীষণ বনে আসিয়াছি। বাসনা, ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন।

তখন ঋষিশিষ্য লক্ষ্মণের এই কথায় সম্মত হইয়া অগ্নিগৃহে গমন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! রাজা দশরথের পুত্র রাম, ভ্রাতা ও ভার্য্যাকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে দর্শন ও আপনার শুশ্রূষা করিবেন। এক্ষণে যাহা উচিত হয় আজ্ঞা করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যগুণে রাম বহুদিনের পর আজ আমার দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উনি আগমন করিবেন, আমি এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছিলাম। বৎস! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। তুমি স্বয়ংই কেন তাঁহাকে আনিলে না?

তখন শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সত্বরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাম কোথায়? আসুন, তিনি স্বয়ংই মুনিকে দর্শন করিতে প্রবেশ করুন। তখন লক্ষ্মণ উহাঁর সহিত আশ্রমপ্রান্তে গমন করিলেন, এবং রাম ও জানকীকে দেখাইয়া দিলেন। অনন্তর মুনিশিষ্য রামকে বিনীতভাবে মহর্ষির কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সাদরে তপোবনে লইয়া চলিলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রশান্তহরিণপূর্ণ আশ্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। তিনি তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রস্থান, ইন্দ্রস্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমস্থান, ভগস্থান, কুবের স্থান, ধাতা ও বিধাতার স্থান, বায়ুস্থান, পাশধারী মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রীস্থান, বসুর স্থান, বাসুকীস্থান, গরুড়স্থান, কার্ত্তিকেয়স্থান, ও ধর্ম্মস্থান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া রামের প্রত্যুদ্গমন করিতেছিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর মহর্ষিকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব বহির্গত হইতেছেন। আমি এই তপোরাশি ঋষির গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই ইহাঁকে অগস্ত্য বোধ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই সূর্য্যসঙ্কাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশল প্রশ্নসহকারে কহিলেন, আইস। পরে অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বানপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞ রামও কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি কহিলেন, বৎস! অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে, তাপস কূটসাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। তুমি রাজা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারথ পূজ্য ও মান্য, তুমি প্রিয় অতিথিরূপে আমার তপোবনে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি রামকে সুপ্রচুর ফল মূল ও পুষ্প দিয়া কহিলেন, বৎস! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরকখচিত বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, এবং ব্রহ্মদত্ত

নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর এই জ্বলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর এবং স্বর্ণকোশে কনক-মুষ্টি অসিও আছে। পূর্ব্বে বিষ্ণু এই শরাসন দ্বারা সমরে অসুরগণকে সংহার করিয়া প্রদীপ্ত জয়শ্রী অধিকার করেন। এক্ষণে ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদায় রামকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

কহিলেন, তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, রাম! ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ! আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই সুকুমারী কখন ক্লেশ সহ্য করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিযাছেন। রাম! এস্থানে যেরূপে ইনি আরাম পান, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব, যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিণী হয়, এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গপরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায় আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পত্নী সীতা এই সকল দোষশূন্য, এবং সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতার

অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস! তুমি ইহাঁকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম তেজঃপ্রদীপ্ত অগস্ত্যের এইরূপ কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনীত বাক্যে কহিলেন, তপোধন! আপনি গুরু, যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে যে স্থানে বন আছে, জলও সুলভ, আপনি আমায় এইরূপ একটি প্রদেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিয়তকাল সুখে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। তথায় ফলমূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই, এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুখে বাস কর। বৎস! আমি স্নেহনিবন্ধন তপোবলে তোমার এই বৃত্তান্ত, ও দশরথের মৃত্যু সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি অগ্রে এই স্থানে আমার সহিত বাস-সংকল্প করিয়া, পরে অন্যমত করিতেছ, আমি ইহাতেই তোমার মনের ভাব সম্যক বুঝিতে পারিয়াছি, এবং এই কারণেই কহিতেছি, তুমি পঞ্চবটীতে গমন কর। ঐ স্থান নিতান্ত দূরে নহে, উহা অত্যন্ত রমণীয়, ও

সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়, জানকী তথায় গিয়া নিশ্চয় সুখী হইবেন। তুমি ঐ পবিত্র নির্জ্জন বনে বাস করিয়া অনায়াসে তাপসগণকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সদাচার ও সুসমর্থ। বৎস! অগ্রে ঐ মধূক বন দেখা যায়। তুমি ন্যগ্রোধাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের উত্তর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে এক স্থল-প্রায় ভূভাগে একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অদূরেই পঞ্চবটী।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসন ও তূণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

যাইতে যাইতে রাম পথমধ্যে এক মহাকায় ভীমবল পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ উহাকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসজ্ঞানে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে?

পক্ষী মধুর ও কোমল বাক্যে যেন প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিয়া কহিল, বৎস! আমি তোমাদের পিতার বয়স্য। রাম উহাকে পিতৃবয়স্য জানিয়া পূজা করিলেন, এবং নিরাকুলমনে উহার নাম ও কুল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন পক্ষী আপনার নাম ও কুলের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জীবোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহিল, বৎস! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি আমূলত তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দ্দমই প্রথম, এই কর্দ্দমের পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ, দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি, ও কশ্যপ। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি যশস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হন। ঐ কশ্যপই উহার মধ্যে

আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, পত্নীগণ! তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র সকল প্রসব কর। তখন অদিতি দিতি, দনু, ও কালকা ইহাঁরা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমোদন করিলেন না। অনন্তর অদিতির গর্ভে অষ্টবসু, দ্বাদশ রুদ্র, ও যুগল অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতা উৎপন্ন হইলেন। আর দিতির গর্ভে দৈত্য সকল জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্ব্বে সকাননা সাগরবসনা বসুমতী এই দৈত্যদিগেরই অধিকারে ছিল। পরে দনু হইতে অশ্বগ্রীব, কালকা হইতে নরক ও কালক, এবং তাম্রা হইতে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ এই পাঁচ কন্যা উৎপন্ন হয়। আবার এই ক্রৌঞ্চী হইতে উলূক, ভাসী হইতে ভাস, শ্যেনী হইতে শ্যেন ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রী হইতে হংস, কলহংস ও চক্রবাক, এবং শুকী হইতে নতা জন্মে। নতারও বিনতা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর ক্রোধবশার গর্ভে মৃগী, মৃগমদা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুলক্ষণা সুরসা, ও কদ্রু এই দশটি কন্যা জন্মে। মৃগ সকল মৃগীর পুত্র। ভল্লুক সৃমর ও চমর সকল মৃগমদার পুত্র। ভদ্রমদার ইরাবতী নামে এক কন্যা হয়।

ইহারই পুত্র ঐরাবত। হরির গর্ভে সিংহ ও বানর জন্মে। শার্দূলী হইতে গোলাঙ্গূল ও ব্যাঘ্র, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ, ও শ্বেতা হইতে দিগ্‌গজ উৎপন্ন হয়। সুরভির দুই কন্যা, রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্বী। রোহিণী হইতে গো, ও গন্ধর্বী হইতে অশ্ব জন্মে। সুরসা বহুশীর্ষ সর্প ও কদ্রু অন্যান্য সর্প প্রসব করেন।

অনন্তর মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। পবিত্রফল বৃক্ষ সকল অনলার সন্তান। শুকীপৌত্রী বিনতা হইতে গরুড় ও অরুণ জন্মে। আমি সেই অরুণের পুত্র, নাম জটায়ু; শ্যেনী আমার জননী এবং সম্পাতি অগ্রজ। রাম! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার এই বনবাসে সহায় হইয়া থাকি। তুমি লক্ষ্মণের সহিত ফলান্বেষণে গমন করিলে আমিই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তখন রাম প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার মুখে পিতার মিত্রতার কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহার হস্তে জানকীর রক্ষাভার অর্পণ পূর্ব্বক বিপক্ষের বিনাশ সাধন ও বনের বিঘ্ন নিবারণ করিবার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাম সেই হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিত-কানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্ব্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ ও পুষ্পও সুলভ, তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্ব্বাচন কর। বৎস! এবিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতি-কর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবে-চনা করিয়া সর্ব্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন।

পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে, এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক সুরম্য আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সুগন্ধী পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দরবহুল পর্ব্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্ব্বতে পর্য্যাপ্ত সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া, উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট-

স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ-বাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিকস্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্ব শরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর, এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য দ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হই-

তেছে। দিবসের মধ্যাহ্ণে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ নম্রত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকেন। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণ-

শ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিসুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকা রাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তিনিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন।

তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জা-ক্রমে কখন নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এইরূপ কার্য্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, ফলত তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাহাঁর স্বামী, সুশীল ভরত যাহাঁর পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন!

ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেব-গণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেই-রূপ শোভা হইল।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর তাঁহারা গোদাবরী হইতে আশ্রমে গমন করিলেন, এবং পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তন্মধ্যে জানকীর সহিত পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া চিত্রাসঙ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি পুণ্ডরীকলোচন মাতঙ্গগামী রাজশ্রীসম্পন্ন সুকুমার মহাবল জটাধারী ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র কামে মোহিত হইল। রাম সুমুখ, সে দুর্ম্মুখী, রামের কটিদেশ সূক্ষ্ম, উহার স্থূল, রাম বিশাল-লোচন, সে বিরূপাক্ষী, রাম সুকেশ, তাহার কেশজাল তাম্র-বৎ পিঙ্গল, রাম সুরূপ, সে বিরূপা, রাম সুস্বর, তাহার কণ্ঠস্বর

অতি ভীষণ, রাম যুবা, সে বৃদ্ধা, রাম সুশীল, সে দুর্বৃত্তা, রাম প্রিয়বাদী, সে প্রতিকূলভাষিণী। ঐ নিশাচরী অনঙ্গশরে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, রাম! তোমার হস্তে শর ও শরাসন, মস্তকে জটাযুট, এক্ষণে বল, তুমি কি কারণে তাপসবেশে ভার্য্যার সহিত এই রাক্ষসাধিকৃত দেশে আসিয়াছ?

তখন রাম, সরলস্বভাব নিবন্ধন অকপটে কহিলেন, দেববিক্রম দশরথ নামে কোন এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম রাম। লক্ষ্মণ নামে ঐ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, উনি অত্যন্তই অনুগত। এই আমার ভার্য্যা, ইহাঁর নাম জানকী। আমি পিতা মাতার আদেশের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মোদ্দেশে বনে বাস করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার কন্যা? কাহার বংশেই বা তোমার জন্ম? তুমি চারুরূপিণী নও, বোধ হয় কোন রাক্ষসী হইবে। যাহাই হউক, তুমি এই স্থানে কি কারণে আইলে?

কামার্ত্তা শূর্পণখা কহিল, শুন, সমস্তই কহিতেছি। আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনমধ্যে সকলের মনে ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক একাকী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং নিদ্রা যাহাঁর প্রবল, সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসদ্বেষী ধার্ম্মিক বিভীষণ, ও প্রখ্যাতবিক্রম খর ও দূষণ, ইহাঁরাও

আমার ভ্রাতা। আমি স্বশক্তিতে ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়াছি। রাম! তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার প্রভাব অতি আশ্চর্য্য, আমি স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রতিহতবলে সকল লোকে গমনাগমন করিয়া থাকি। এক্ষণে তুমি চির দিনের নিমিত্ত আমার ভর্ত্তা হও। অতঃপর সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? সীতা বিকৃতা ও বিরূপা, বলিতে কি, এ কোন অংশে তোমার যোগ্য হইতেছে না। আমিই তোমার অনুরূপ, তুমি আমাকেই ভার্য্যারূপে দর্শন কর। এই মানুষী সীতা করালদর্শনা কৃশোদরী ও অসতী, আমি এখনই লক্ষ্মণের সহিত ইহাকে ভক্ষণ করিব। তাহা হইলে তুমি কামী হইয়া, আমার সহিত গিরিশৃঙ্গ ও বন অবলোকন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ সর্গ।

তখন রাম সেই অনঙ্গবশবর্ত্তিনী শূর্পণখাকে পরিহাস পূর্ব্বক হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দার-গ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন; তোমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সপত্নীর সহিত অবস্থান অত্যন্ত অসুখের হইবে। এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ সুশীল ও প্রিয়দর্শন, আজও ইনি অনূঢ়াবস্থায় রহিয়াছেন; দাম্পত্য সুখ যে কিরূপ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন; এক্ষণে ইহাঁর ভার্য্যালাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তোমার যেরূপ রূপ, এই যুবা সম্পূর্ণই তাহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। বিশাললোচনে! এক্ষণে সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি ইহাঁকে ভর্ত্তৃত্বে গ্রহণ কর, ইহাঁর ভার্য্যা হইলে তোমার সপত্নী-ভয় আর কিছুমাত্র থাকিতেছে না।

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ

উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে।

তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে সুসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে? অয়ি রক্তোৎপলবর্ণে! আমি আর্য্য রামেরই অধীন। রাম সুসম্পন্ন, এক্ষণে তুমি ইহাঁর কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইনি এই বিরূপা অসতী করালদর্শনা কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই গ্রহণ করিবেন। কোন্ বিচক্ষণ লোক এই প্রকার শ্রেষ্ঠ রূপ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে?

দারুণদর্শনা শূর্পণখা পরিহাস বুঝিত না, সে লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক উহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল, এবং কামমোহে রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বিরূপা অসতী ঘোরাকৃতি কৃশোদরী বৃদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় সমাদর করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব, এবং সপত্নীশূন্য হইয়া পরমসুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ করিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গারলোহিতবর্ণা রাক্ষসী রোষভরে মৃগনয়না জানকীর প্রতি ধাবমান হইল। বোধ হইল যেন মহা উল্কা রোহিণীর দিকে আসিতেছে। তখন মহাবল রাম

সেই মৃত্যুপাশসদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণ পূর্ব্বক কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি আর কখন ইতর স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাস করিও না; দেখ, জানকী যেন কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিরূতা উন্মত্তা অসতীকে বিরূপ করিয়া দেও।

মহাবল লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের সমক্ষেই খড়্গ উদ্যত করিয়া শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। তখন সেই ঘোরা নিশাচরী রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া বিস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিল, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বন-মধ্যে প্রবেশ করিল।

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা জনস্থানে রাক্ষসগণবেষ্টিত ভ্রাতা খরের সন্নিহিত হইয়া গগনতল হইতে অশনির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর তাহাকে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে কহিল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে, মোহ ও ভয় পরিত্যাগ কর। তুমি এমন সুরূপা ছিলে, যথার্থত বল, তোমার কে এইরূপ বিরূপ করিয়া দিল? কেই বা অপহেলা করিয়া সম্মুখে শয়ান কৃষ্ণসর্পকে নিরপরাধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ব্যথিত করিল? যে আজ তোমাকে পাইয়া তীক্ষ্ণ বিষ পান করিয়াছে, তাহার কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন, কিন্তু সে মোহপ্রভাবে তাহা বুঝিতেছে না। তুমি বলবীর্য্যসম্পন্না ও কৃতান্তের ন্যায় ভীমদর্শনা, তুমি কামরূপিণী ও কামগামিনী; এক্ষণে বল, আজ তুমি কোথায় গমন করিয়াছিলে? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে? দেব গন্ধর্ব্ব ভূত ও ঋষিগণের মধ্যে এমন বলবান কে আছে, যে তোমায়

এই রূপে বিরূপ করিল। ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহাকেই দেখি না, যে আমার অপকার করিতে পারে। যাহাই হউক, তৃষ্ণার্ত্ত সারস যেমন নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ আজ আমি প্রাণসংহারক শরে সুরগণমধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্রেরও প্রাণ হরণ করিব। দেবী বসুমতী শরচ্ছিন্নমর্ম্ম নিহত কোন্ লোকের সফেন উষ্ণ শোণিত পান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। দলবদ্ধ বিহঙ্গেরা হৃষ্টমনে কাহার দেহ হইতে মাংস ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। আমি যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই দীনহীনকে দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ ও রাক্ষসেরাও রণে রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভগিনি! এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বল, বনমধ্যে কোন্ দুর্ব্বিনীত, বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমায় পরাভব করিল?

তখন শূর্পণখা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে কহিতে লাগিল, দণ্ডকারণ্যে দশরথের দুই পুত্র আছে। উহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। উহারা তরুণ সুরূপ সুকুমার ও মহাবল; উহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং পরিধান চীর ও কৃষ্ণচর্ম্ম; উহারা ফলমূলাহারী ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়, ও গন্ধর্ব্বরাজ সদৃশ, উহাদের অঙ্গে সুস্পষ্ট রাজচিহ্ন সকল রহিয়াছে। ঐ দুই ভ্রাতা দেবতা কি দানব, আমি তাহা কিছুই বলিতে পারি না। আমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বালঙ্কারসম্পন্না

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তরুণী এক রমণীকে দেখিয়াছি। উহার নিমিত্তই তাহারা অনাথা ও অসতীর তুল্য আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে সেই কুটিলার এবং ঐ দুই ভ্রাতার উষ্ণ শোণিত পান করিব, এই আমার প্রথম সংকল্প, ইহা তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শূর্পণখা এইরূপ কহিলে, খর ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্ততুল্য চতুর্দ্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, দেখ, চীরচর্ম্মধারী সশস্ত্র দুইটি মনুষ্য এক প্রমদার সহিত এই ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই দুর্বৃত্তা নারীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ তাহাদের রুধির পান করিবেন, ইহাই ইহাঁর বাসনা। এক্ষণে তোমরা গিয়া স্বতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমাদের হস্তে ঐ দুই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া, পুলকিত মনে উহাদের শোণিতে পিপাসা শান্তি করিবেন।

তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া শূর্পণখার সহিত পবনপ্রেরিত মেঘের ন্যায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

বিংশতিতম সর্গ।

ঘোরা শূর্পণখা আশ্রমে গিয়া, রাক্ষসগণকে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিল। উহারা দেখিল, মহাবল রাম সীতার সহিত পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া আছেন, এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন।

এদিকে রাম নিশাচরগণকে অবলোকন করিয়া, তেজস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ক্ষণকাল সীতার সন্নিহিত থাক, যে সমস্ত রাক্ষস শূর্পণখার রক্ষার্থ আগমন করিল, আমি উহাদিগকে বিনাশ করিতেছি। লক্ষ্মণও যথাজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর রাম স্বর্ণখচিত শরাসনে জ্যাগুণ যোজনা করিয়া রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, আমরা দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত এই গহন দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ফলমুল আমাদের আহার, আমরা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও তাপস; এক্ষণে বল, তোমরা কি কারণে আমাদের হিংসা

করিতেছ? তোমরা পাষণ্ড, ঋষিগণের উপর নিরন্তর উৎপাত করিয়া থাক, আমরা তাঁদেরই নিয়োগে তোমাদের বিনাশার্থ শরাসনহস্তে আসিয়াছি। অতঃপর তোমরা ঐ স্থানেই সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আর অগ্রসর হইও না; অথবা যদি একান্তই প্রাণের মমতা থাকে, এখনই প্রতিনিবৃত্ত হও।

তখন সেই বিপ্রঘাতক আরক্তলোচন ঘোররূপ রাক্ষসেরা হৃষ্টমনে অদৃষ্টপরাক্রম রামকে কহিল, তুমি আমাদের অধিনায়ক মহাত্মা খরের ক্রোধোদ্রেক করিয়াছ, আজিকার যুদ্ধে তোমাকেই আমাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী, আমরা বহুসংখ্য, সংগ্রামের কথা দূরে থাক, তোমার এমন কি শক্তি, যে, আমাদের সম্মুখেও তিষ্ঠিতে পার। আজ নিশ্চয়ই তোমায় আমাদের শূল পরিঘ ও পট্টিশাস্ত্রে প্রাণ বল ও হস্তের ধনু ত্যাগ করিতে হইবে। এই বলিয়া রাক্ষসেরা রোষাবিষ্ট হইয়া, অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং তাঁহার উপর চৌদ্দটি শূল নিক্ষেপ করিল। দুর্জ্জয় রাম স্বর্ণমণ্ডিত তাবৎসংখ্য শরে ঐ সকল শূল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, তূণীর হইতে শিলাশাণিত ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নারাচাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ

তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঐ সকল অস্ত্র মহাবেগে নিশাচরগণের বক্ষ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া বল্মীকমধ্যে উরগের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরাও প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত ও শোণিতলিপ্ত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ান হইল।

তদ্দর্শনে ঈষৎ শুষ্কশোণিতা শূর্পণখা ক্রোধে অধীর হইয়া, খরের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নির্য্যাসযুক্ত লতার ন্যায় সকাতরে পুনরায় পতিত হইল, এবং শোকার্ত্ত হইয়া বিবর্ণমুখে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ।

তখন খর অনর্থসম্পাদনার্থ আগতা ভগিনী শূর্পণখাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধে কহিতে লাগিল, আমি সেই সকল মাংসাশী মহাবীর রাক্ষসগণকে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি আবার কেন রোদন করিতেছ? ঐ সমস্ত নিশাচর আমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত; উহারা প্রতিনিয়ত আমার শুভ কামনা করিয়া থাকে, এবং প্রবল আঘাতেও উহাদিগকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। তাহারা যে আমার আদেশানুরূপ কার্য্য করে নাই, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতেছে না; তবে তুমি কেন শোকে "হা নাথ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছ? এবং কেনই বা ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোমার রক্ষক, আমি বিদ্যমানে তুমি কি কারণে অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছ? এক্ষণে উত্থিত হও, আর শোক করিও না।

তখন দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা খরের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে সজল-নয়ন মার্জনা করিয়া কহিল, আমি ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ও শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণা হইয়া আইলাম, তুমিও আমাকে সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয়সাধন উদ্দেশে, ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত শূল-পট্টিশধারী বেগবান রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহারা রামের মর্ম্মভেদী শরে নিহত হইয়াছে। উহাদিগকে ক্ষণকাল-মধ্যে রণস্থলে নিপতিত এবং রামের এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস জন্মিয়াছে। আমি ভীত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার তোমার শরণাপন্ন হইলাম। বলিতে কি, এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই ভয়ের ভীম মূর্ত্তি দেখিতেছি। বিষাদ যাহার কুম্ভীর, শঙ্কা যাহার তরঙ্গ, আমি সেই বিস্তীর্ণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। যে সকল নিশাচর আমার রক্ষার্থে গমন করিয়াছিল, রাম পদাতি হইয়াই তীক্ষ্ণ শরে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে যদি আমার ও রাক্ষসগণের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার শক্তি বা তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি এই দণ্ডে সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসকণ্টককে বিনাশ কর। সে আমার পরম শত্রু, যদি আজ তাহাকে বধ করিতে না পার, তবে আমি নিশ্চয়ই নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষে প্রাণ পরি-

ত্যাগ করিব। আমার বোধ হয়, যে তুমি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে যাইলেও রণস্থলে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমার বীরাভিমান আছে, কিন্তু তুমি বীর নও, বৃথা বীরগর্ব্ব প্রদর্শন করিয়া থাক। কুলকলঙ্ক! তুমি অবিলম্বে এই জনস্থান হইতে বন্ধুবান্ধব লইয়া দূর হইয়া যাও। যদি ঐ দুইটি মনুষ্যকে বিনাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য, তোমার আর এ স্থলে বাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। বলিতে কি, অতঃপর তোমাকে রামের তেজে আচ্ছন্ন হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথের পুত্র রাম অতিশয় তেজস্বী, এবং যে আমাকে বিরূপ করিয়া দিয়াছে রামের সেই ভ্রাতা লক্ষ্মণও বলবান্।

লম্বোদরী শূর্পণখা খরের সন্নিধানে এইরূপ বিলাপ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইল, এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া বারং-বার উদরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

মহাবীর খর রাক্ষসগণমধ্যে এইরূপ অপমানিত হইয়া উগ্র-বাক্যে শূর্পণখাকে কহিল, ভগিনি! তোমার এই অবমাননায় আমার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষতদেশে ক্ষার জল যেমন অসহ্য হয়, সেইরূপ উহা আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। রাম অল্পপ্রাণ মনুষ্য, আমি স্ববীর্য্যে উহাকে গণনাই করি না। সে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তন্নিবন্ধন আজ তাহাকে আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি চক্ষের জল সংবরণ কর, ভীত হইও না। আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। সে আমার পরশুধারায় নিহত হইলে, তুমি উহার রক্তবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

অনন্তর শূর্পণখা ভ্রাতার এই কথায় চপলতা বশত আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় উহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন খর প্রথমে তিরস্কৃত পরে প্রশংসিত হইয়া, সেনাধ্যক্ষ দূষণকে

কহিল, ভ্রাতঃ! যাহারা লোকহিংসা লইয়া ক্রীড়া করে, সংগ্রামে কখন পরাজিত হয় না, এবং সর্ব্বাংশেই আমার মনোমত কার্য্য করিয়া থাকে, তুমি শীঘ্র সেই নীলমেঘাকার ভীমবেগ বলগর্ব্বিত মহান্ রাক্ষস সকলকে রণসজ্জা করিতে বল। আমার শরাসন বিচিত্র অসি ও শাণিত শক্তি আনয়ন কর, এবং রথেও অশ্ব যোজনা করাইয়া দেও। আমি দুর্ব্বিনীত রামের বধ সাধনার্থ সর্ব্বাগ্রেই যাত্রা করিব।

তখন দূষণের আদেশে রথ নানাবর্ণ অশ্বে যোজিত হইয়া আনীত হইল। উহা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত; উহার চক্র সুবর্ণময় এবং কূবর বৈদুর্য্যময়; উহা তপ্তকাঞ্চনখচিত, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত ও ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন; উহার এক স্থানে খড়্গ রহিয়াছে এবং ইতস্তত সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, ও মাঙ্গল্য পক্ষী শোভিত হইতেছে। খর ক্রোধভরে সেই মহারথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে ঘোরচর্ম্মধারী ধ্বজদণ্ডশোভিত ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ আসিয়া উহাকে বেষ্টন করিল। মহাবল খর উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিল, এক্ষণে তোমরা আর বিলম্ব করিও না; শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হও।

অনন্তর সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মুষল, মুদ্গার, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, চক্র, প্রদীপ্ত তোমর, শক্তি, ঘোর

পরিঘ, বৃহৎ শরাসন, গদা, ও ভীমদর্শন বজ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জনস্থান হইতে ঘোররবে মহাবেগে নির্গত হইল। উহারা যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, খরের রথ কিয়ৎক্ষণ পরে অল্পে অল্পে চলিল। পরে সারথি তাহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবলবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। রথের ঘর্ঘর রবে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কৃতান্তসদৃশ মহাবীর খরও শত্রুসংহারার্থ সত্বর হইয়া, পাষাণবর্ষী মেঘের ন্যায় বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারথিকে মহাবেগে যাইতে আদেশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।
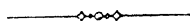
ইত্যবসরে গর্দ্দভবর্ণ ঘোরতর মেঘ গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ভীষণ রাক্ষসসৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি আরম্ভ করিল। খরের সুদৃশ্য রথের বেগবান অশ্ব সকল কুসুমাকীর্ণ রাজপথে যদৃচ্ছা-ক্রমে পতিত হইতে লাগিল। সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ আরক্তোপান্ত অঙ্গারচক্রাকার একটি মণ্ডল দৃষ্ট হইল। মহাকায় দারুণ গৃধ্র আসিয়া উন্নত সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ড আক্রমণ পূর্ব্বক উপবেশন করিল। মাংসাশী মৃগপক্ষিরা জনস্থানের প্রান্তে বিকৃতস্বরে চীৎকার, এবং অশিব শিবাগণ দক্ষিণ দিকে ভৈরব রবে রাক্ষসদিগের অশুভ সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদ-বর্ষী-মাতঙ্গসদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করিল। দিক বিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। অকালে রক্তার্দ্র বসনসদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হইল। হিংস্র মৃগপক্ষি সকল খরের সম্মুখে গিয়া

ঘোর রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কঙ্ক ও গৃধগণ চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়দর্শী অশুভসূচক শৃগালেরা অনল-শিখা-উদ্গারক মুখকুহর ব্যাদান করিয়া, রাক্ষসগণের অভিমুখে রুক্ষ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্য্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হইল। সূর্য্য নিষ্প্রভ, পর্ব্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। দিবসে খদ্যোততুল্য তারকা স্খলিত হইয়া পড়িল। সরোবরে পদ্মদল শুষ্ক, মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা লীন হইয়া রহিল। বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পশূন্য, এবং বিনাবাতে মেঘবর্ণ ধূলিজাল উত্থিত হইল। সারিকাগণের অস্ফুট শব্দে বনস্থল আকুল হইয়া উঠিল। গভীর রবে ভয়ঙ্কর উল্কাপাত, এবং বনপর্ব্বতময়ী পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় খর রথে সিংহনাদ করিতেছিল, উহার বাম হস্ত স্পন্দন, কণ্ঠস্বর অবসন্ন, নেত্র সজল, শিরঃপীড়াও উপস্থিত হইল। কিন্তু সে মোহ বশত কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

তখন খর এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখিয়া, হাস্যমুখে রাক্ষসগণকে কহিল, এক্ষণে চার দিকে ভীষণ উৎপাত উপস্থিত, কিন্তু বলবান যেমন স্ববীর্য্যে দুর্ব্বলকে গণনা করে না, তদ্রূপ আমি ইহা লক্ষ্যই করিতেছি না। আমি তীক্ষ্ণ শরে গগনতল হইতে তারকাপাত করিব, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতান্তকেও মৃত্যু-

মুখে ফেলিব। আজ বলদৃপ্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রহারে সংহার না করিয়া ফিরিতেছি না। যাঁহার নিমিত্ত তাহাদের তাদৃশ বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, আজ আমার সেই ভগিনী শূর্পণখা তাহাদিগের শোণিত পানে পূর্ণকাম হউন। আমি যুদ্ধে কখন পরাজিত হই নাই, মিথ্যা কহিতেছি না, তোমরাও বারংবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এক্ষণে ঐ দুই মনুষ্যের কথা দূরে থাক, যিনি ঐরাবতগামী, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বজ্রধর ইন্দ্রকেও রণস্থলে নিপাত করিব। তখন মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস-সৈন্য খরের এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাঁরা পরস্পর মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসম্মত মহাত্মাদিগের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম যুদ্ধে নিশাচরগণকে পরাজয় করুন। মহর্ষি এবং বিমানারোহী দেবগণ ইত্যাকার নানা প্রকার জল্পনা করত কৌতুহলপরবশ হইয়া ঐ সকল রাক্ষস-সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর খর দ্রুতবেগে সৈন্যমুখ হইতে নির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশক্র, বিহঙ্গম, দুর্জয়, কর-

বীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবল রাক্ষস উহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ, ও ত্রিশিরা এই চারি জন, সেনার সম্মুখে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন গ্রহ সমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দারুণ রাক্ষসসৈন্য সমরাভিলাষে মহাবেগে রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ধাবমান হইল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

উগ্রপরাক্রম খর আশ্রমের নিকটস্থ হইলে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ঐ সকল ঘোর উৎপাত দেখিতে পাইলেন, এবং অত্যন্ত অসুখী হইয়া রাক্ষসগণের অশুভ সম্ভাবনা করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে নিশাচরগণের বিনাশার্থ এই সর্ব্বসংহারক উৎপাত উত্থিত হইয়াছে। ঐ সকল গর্দ্দভবর্ণ মেঘ ব্যোমমধ্যে গভীর গর্জ্জন ও রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতেছে। অরণ্যচর পক্ষী রুক্ষস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তূণীরে আমার শরসমূহ যুদ্ধের আনন্দে প্রধূমিত এবং স্বর্ণখচিত শরাসন স্ফুরিত হইতেছে। এক্ষণে আমাদের অভয় ও রাক্ষসগণেরই প্রাণসংশয় উপস্থিত। অতঃপর নিঃসন্দেহ একটি ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিবে। আমার দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুন স্পন্দিত হইতেছে, এবং তোমারও মুখমণ্ডল প্রভাসম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ শুন, নিশাচরেরা সিংহনাদ

করিতেছে, এবং উহাদের ভেরীধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে। বিপদ আশঙ্কা করিয়া অগ্রে তাহার প্রতিবিধান করা শ্রেয়ার্থী বিচক্ষণ লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব বৎস! তুমি শর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত তরুলতাগহন নিতান্ত দুর্গম গিরি-গুহা আশ্রয় কর। আমার দিব্য, শীঘ্র যাও; তুমি আমার কথার অন্যথাচরণ করিবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। তুমি বলবান্ ও বীর, এই সকল রাক্ষসকে যে সংহার করিতে পার, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু আমার অভিলাষ যে, আমি স্বয়ংই উহা-দিগকে বিনাশ করি।

তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতার সহিত গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম, তাঁহার এইরূপ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্নিকল্প কবচ ধারণ পূর্ব্বক অন্ধকারে প্রদীপ্ত প্রবল হুতাশনের ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং ধনু উত্তোলন ও শর গ্রহণ পূর্ব্বক টঙ্কার শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময় দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ ও ব্রহ্মর্ষি নামে প্রসিদ্ধ ঋষিগণ যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন। উহারা সমবেত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা লোকসম্মত, সেই সকল গো ও ব্রাহ্মণের মঙ্গল হউক। চক্রধর বিষ্ণু যেমন অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম যুদ্ধে নিশাচর-

গণকে পরাজয় করুন। এই বলিয়া উহাঁরা পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভীমকর্ম্মকারক রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম একমাত্র, জানি না, যুদ্ধ কিরূপ হইবে। এই চিন্তায় তাঁহারা একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলে রামকে তেজে পূর্ণ ও রণস্থলে অবতীর্ণ দেখিয়া, ভয়ে অতিশয় ব্যথিত হইল। সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের অসামান্য রূপ ও দক্ষযজ্ঞনাশে প্রবৃত্ত কুপিত রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ নিশাচরসৈন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইল। ঐ সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেহ বীরালাপ, কেহ বা সিংহনাদ করিতেছে, কেহ স্বয়ংই শত্রুবিনাশার্থ আস্ফালন, কেহ বা কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতেছে, কেহ মুহুর্মুহু জৃম্ভা পরিত্যাগ, কেহ বা দুন্দুভিধ্বনি করিতেছে। উহাদের তুমুল কলরবে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীবজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ যথায় কিছুমাত্র শব্দ নাই, এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল।

অনন্তর সাগরসম বিপুল রাক্ষসসৈন্য নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহাবেগে রামের অভিমুখে আগমন করিল। সমরনিপুণ রাম সংগ্রামার্থ অগ্রসর হইয়া চারি দিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক দেখিলেন, খরের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি

ভীষণ কোদণ্ড বিস্তার ও তূণীর হইতে শর উদ্ধার পূর্ব্বক উহা-দের বিনাশার্থ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুগান্তকালীন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। বন-দেবতারা তাঁহাকে তেজপ্রদীপ্ত দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইল। চতুর্দ্দিকে রাক্ষস দণ্ডায়মান, উহাদের দেহে অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম ও নানা প্রকার আভরণ, হস্তে ধনু ও বিবিধ অস্ত্র, উহারা সূর্য্যোদয়ে সুনীল জলদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।
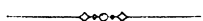
তখন খর পুরোবর্ত্তি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক উহাতে টঙ্কার প্রদান করিতেছেন, । তদ্দর্শনে সে সারথিকে কহিল, তুমি রামের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহার আদেশমাত্র সারথি যথায় রাম একাকী, সেই দিকে রথ লইয়া চলিল। শ্যেনগামী প্রভৃতি রাক্ষসেরা খরকে দেখিতে পাইয়া, সিংহনাদ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিল। ঐ সময় খর তারাগণমধ্যে উদিত মঙ্গল গ্রহের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর সে সহস্র বাণে বিপুলবল রামকে নিপীড়িত করিয়া রণস্থলে বীরনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বহুসংখ্য রাক্ষস ক্রোধভরে দুর্জ্জয় রামের উপর নানা বিধ অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইল। কেহ লৌহমুদ্গার কেহ শূল কেহ প্রাস কেহ অসি এবং কেহ বা পরশু প্রহার আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত মেঘাকার মহাকায় মহাবল রাক্ষস গিরিশিখরতুল্য হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ

পূর্ব্বক ধাবমান হইল, এবং রামবধার্থ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন, মহামেঘ পর্ব্বতের উপর ধারাবৃষ্টি করিতেছে। তখন রাম ক্রূরদর্শন রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া, প্রদোষকালে ভূতগণবেষ্টিত ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। পরে সমুদ্র যেমন নদীপ্রবাহ রোধ করে, সেইরূপ তিনি শরনিকরে উহাদের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বজ্রের আঘাতে মহাশৈল কখন বিচলিত হয় না, রাম উহাদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ধ্যাকালে সিন্দূর বর্ণ মেঘে আবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাম একমাত্র, কিন্তু বহুসংখ্য রাক্ষসে বেষ্টিত হইয়াছেন, তদ্দর্শনে দেবতা গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর রাম ধনু মণ্ডলাকার করিয়া অবলীলাক্রমে শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল দুর্নিবার দুর্ব্বিষহ ও কালপাশতুল্য শর শরাসন হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং রাক্ষসগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক রক্তাক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে জ্বলন্ত অনলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইল। মহাবীর রাম অসংখ্য বাণে অনেকের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অলঙ্কৃত বাহু ও করিশুণ্ডাকার উরু ছেদন করিলেন। স্বর্ণকবচ-শোভিত অশ্ব, আরোহীর সহিত হস্তী, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনেক পদাতি নিহত হইল। উহারা নালীক নারাচ ও তীক্ষ্ণ-মুখ বিকর্ণি অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। শুষ্ক বন যেমন অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ উহারা রামের মর্ম্মভেদি শরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কোন কোন বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, উহাঁর উপর প্রাস পরশু ও শূল বৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম শরজালে তৎসমুদায় নিরাস করিয়া, উহাদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। উহারা ছিন্নচর্ম্ম ছিন্নশরাসন ও ছিন্নমস্তক হইয়া, বিহঙ্গের পক্ষপবনভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গণে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অব-শিষ্ট রাক্ষসেরা শরাহত ও অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া, খরের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। ইত্যবসরে দূষণ উহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কুপিত কৃতান্তের ন্যায় কার্ম্মুক হস্তে রোষভরে রামের অভিমুখে চলিল। রণপরাঙ্মুখ রাক্ষসেরা উহার আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং সাল তাল ও শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে রামের নিকট গমন করিল। উভয় পক্ষে পুন-র্ব্বার রোমহর্ষণ অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে শূল মুদ্গর পাশ বৃক্ষ প্রস্তর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন শরসমাচ্ছন্ন রাম সমন্তাৎ রাক্ষসে আবৃত দেখিয়া, ভীষণ বীরনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে

অসংখ্য শর নির্গত হইতে লাগিল। দশ দিক শরসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন শরনিপীড়িত নিশাচরগণ রাম যে কখন শর গ্রহণ ও কখনই বা মোচন করিতেছেন, ইহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না, কেবল দেখিল, তিনি অনবরত শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শরান্ধকারে সূর্য্যের সহিত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাম কেবলই বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সমকালে নিহত ও সমকালে পতিত হইয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিল। কেহ বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহার প্রাণ কণ্ঠাগত, কেহ ছিন্ন, কেহ ভিন্ন ও কেহ বা বিদীর্ণ, বহুসংখ্য এইরূপই দৃষ্ট হইতে লাগিল। রণভূমি উষ্ণীষশোভিত মস্তক, অঙ্গদসমলঙ্কৃত বাহু, উরু, নানা প্রকার অলঙ্কার, হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ ও শূল পট্টিশ প্রভৃতি বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অনেককে এইরূপে নিহত দেখিয়া, রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

অনন্তর দূষণ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইল দেখিয়া, পাঁচ সহস্র নিশাচরকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। ঐ সকল রাক্ষস একান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও ভীমবেগ, উহাদিগকে রণস্থল হইতে কখন পরাঙ্মুখ হইতে হয় না। উহারা দূষণের আদেশমাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রামের উপর শূল পট্টিশ বৃক্ষ অসি শিলা ও শর অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম নিমীলিতনেত্র বৃষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, সুতীক্ষ্ণ বাণে ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রতিরোধ করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত ও তেজে প্রদীপ্ত হইয়া, সমস্ত নির্ম্মূল করিবার আশয়ে দূষণ ও সৈন্যগণের উপর চতুর্দ্দিক হইতে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত্রুনাশন দূষণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বজ্রানুরূপ বাণে উহাঁর শরজাল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রাম যার পর নাই কুপিত হইয়া, ক্ষুর দ্বারা শরাসন, চার শরে চার অশ্ব, ও অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, তিন শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন দূষণ রোমহর্ষণ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণপট্টবেষ্টিত তীক্ষ্ণ-লৌহ-শঙ্কু-পূর্ণ ও শত্রু-বসা-সংসিক্ত। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও ভীষণ

ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হয়। ঐ মহাবীর সুর-সৈন্য-বিমর্দ্দন পর-তোরণ-বিদারণ বজ্রবৎ কঠোর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক রামের দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে রাম দুইটি শর সন্ধান করিয়া, আভরণসহ উহার দুই ভুজদণ্ড ছেদন করিলেন। প্রকাণ্ড পরিঘ দূষণের করভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজবৎ ভূতলে পতিত হইল। দূষণও ছিন্ন ও বিকীর্ণহস্তে তৎক্ষণাৎ ভগ্নদশন হস্তীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিল।

ইত্যবসরে দর্শকমণ্ডলী রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাকপাল বৃহৎ শূল, স্থূলাক্ষ পট্টিশ, ও প্রমাথী পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক, সমবেত হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর রাম ঐ সমস্ত আসন্নমৃত্যু সেনাপতিকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণ শরে অভ্যাগত অতিথিবৎ গ্রহণ করিলেন। পরে মহাকপালের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য শরে প্রমাথীকে চূর্ণ ও স্থূলাক্ষের স্থূল নেত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। স্থূলাক্ষ নিহত হইয়া, শাখাসংকুল অত্যুচ্চ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রামও কুপিত হইয়া, অবিলম্বে দূষণের পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ সহস্র বাণে বিনাশ করিলেন।

তখন খর সসৈন্য দূষণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাপতিগণকে কহিল, দেখ, মহাবীর দূষণ কুমমুখ্য রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ রণস্থলে

শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে তোমরা বিবিধ অস্ত্র দ্বারা ঐ রামকে বিনাশ কর। এই বলিয়া সে ক্রোধে অধীর হইয়া, উহাঁর প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, ও রুধিরাসন এই দ্বাদশ প্রবলপরাক্রম সেনাপতি সসৈন্যে শরবর্ষণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে রামের অভিমুখে চলিল। রাম স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত শরে খরের ঐ সৈন্যাবশেষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র যেমন বৃক্ষ নষ্ট করে, তদ্রূপ তাঁহার সধূমবহ্নিসদৃশ শর সৈন্যক্ষয় আরম্ভ করিল। রাম শতসংখ্য রাক্ষসকে শত, এবং সহস্র সংখ্যকে সহস্র কর্ণি দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন। উহারাও ছিন্নবর্ম্ম ছিন্নাভরণ ও ছিন্ন-শরাসন হইয়া, শোণিতলিপ্তদেহে ধরাসনে শয়ন করিল। ঐ সকল রাক্ষস মুক্তকেশে পতিত হইলে, রণস্থল কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞ-বেদির ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং উহাদিগের মাংসশোণিতের কর্দ্দমে ঐ ঘোর দণ্ডকারণ্যও নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। এই-রূপে মনুষ্য রাম একাকী পদাতি হইয়া, দুষ্করকর্ম্মকারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নির্ম্মূল করিলেন। যত গুলি বীর তথায় সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে খর ও ত্রিশিরা অবশিষ্ট রহিল। আর আর সমস্ত দুঃসহবীর্য্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর খর ধর্ম্মযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হইল দেখিয়া, রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামের অভিমুখে উদ্যতবজ্র ইন্দ্রের ন্যায় ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি ত্রিশিরা উহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, রাক্ষসনাথ! আমি মহাবীর, তুমি সমরসাহসে ক্ষান্ত হইয়া, আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর। আমিই রামকে বিনাশ করিব; অস্ত্রস্পর্শ পূর্ব্বক তোমার নিকট শপথ করিতেছি, রাক্ষসগণের বধ্য রামকে নিশ্চয়ই রণশায়ী করিব। আজ হয় আমার হস্তে রামের, নয় তাহার হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। এক্ষণে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধসাক্ষী হইয়া থাক। যদি রাম নিহত হয়, মহা আহ্লাদে জনস্থানে যাইবে, আর যদি আমি বিনষ্ট হই, সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উহার সম্মুখীন হইবে।

নিশাচর ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, খর কহিল, তবে তুমিই যুদ্ধে যাও। উহার আদেশমাত্র ঐ বীর, অশ্বসংযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবৎ ধাবমান হইল, এবং রামের উপর জলবর্ষী নীরদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ পূর্ব্বক জলার্দ্র দুন্দুভির শব্দাকার বীরনাদ পরিত্যাগ

করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহার প্রতি অনবরত শর-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সিংহ ও কুঞ্জরসদৃশ ঐ দুই মহাবল মহাবীরের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ত্রিশিরা রামের ললাট লক্ষ্য করিয়া তিনটি শরাঘাত করিল। তখন তেজস্বী রাম কুপিত হইয়া কহিলেন, অহো! মহাবীর রাক্ষসের এই বল! আমার ললাট যেন কুসুমকোমল শরে আহত হইল! যাহাই হউক, অতঃপর তুমিও আমার শরবেগ সহ্য কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভুজঙ্গসদৃশ চৌদ্দটি শরে উহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন। পরে সন্নতপর্ব্ব চার শরে চারিটি অশ্ব এবং আট বাণে সারথিকে নষ্ট করিয়া, এক বাণে উহার উন্নত ধ্বজ-দণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ত্রিশিরা তদ্দণ্ডে রথ হইতে অব-তীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল, এই অবকাশে রাম উহাকে বাণে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন রাম রোষাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে উহার তিন মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ রাক্ষসও তৎক্ষণাৎ সধুম শোণিত উদ্গার করিতে করিতে রণস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে ত্রিশিরা বিনষ্ট হইলে খরের মূলবলসংক্রান্ত হতাবশিষ্ট সৈন্য, রণে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাধভীত মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তৎ-কালে উহারা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না।

অষ্টবিংশ সর্গ।

অনন্তর খর, দূষণ ও ত্রিশিরার বিনাশে একান্ত বিমনা হইল, এবং রাম এককী মহাবল রাক্ষসদল প্রায় উন্মূলন করিয়াছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। উহাঁর বিক্রম অবলোকনে তাহার ত্রাসও জন্মিল। তখন নমুচি যেমন ইন্দ্রকে এবং রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যায়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল, এবং মহাবেগে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শোণিতপায়ী ক্রোধদৃপ্ত-উরগতুল্য নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে পুনঃপুনঃ জ্যা-গুণে টঙ্কার প্রদান এবং শিক্ষাগুণে অস্ত্র সন্ধান ও অস্ত্রক্ষেপণের বৈচিত্র প্রদর্শন করিয়া, সমরে বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহার শরে দিক বিদিক সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামও দীপ্তস্ফুলিঙ্গ অগ্নির ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ বাণে নভোমণ্ডল যেন মেঘাবৃত করিয়া ফেলিলেন। উভয়ের শরজাল সূর্য্যকে রোধ করিল। উভয়েরই চেষ্টা পরস্পরকে বিনাশ করিতে হইবে। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আরোহী যেমন বৃহৎ হস্তীকে অঙ্কুশ আঘাত করে,

তদ্রূপ খর রামের প্রতি নালীক, নারাচ, ও তীক্ষ্ণ বিকর্ণি প্রহার করিতে লাগিল। সে শরাসনহস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছিল, তদ্দর্শনে সকলে তাহাকে যেন পাশধারী কৃতান্ত জ্ঞান করিতে লাগিল। ঐ সময় রাম সমগ্র রাক্ষসসৈন্য বিনাশ-নিবন্ধন পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাচ খর উহাঁকে পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করিল। কিন্তু যাদৃশ সিংহ সামান্য মৃগ দেখিয়া ভীত হয় না, তদ্রূপ রাম সেই সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত এবং সিংহের ন্যায় মন্থরগামী খরকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

ক্রমশ খর অনলপ্রবেশার্থী পতঙ্গের ন্যায় রামের সন্নিহিত হইল, এবং ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুষ্টিগ্রহণস্থানে উহাঁর শর ও শরাসন ছেদন করিল। পরে ক্রোধভরে বজ্রতুল্য সাতটি বাণে কবচসন্ধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শরনিকরে তাঁহাকে পীড়ন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তখন রামের দেহ হইতে উজ্জ্বল বর্ম্ম স্খলিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি শরবিদ্ধ ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে তিনি অগস্ত্যপ্রদত্ত গভীরনাদী বৈষ্ণব ধনু সজ্জিত করিয়া, ঐ নিশাচরের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর সন্ধান করিয়া, ক্রোধভরে উহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুবর্ণনির্ম্মিত

সুদর্শন ধ্বজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িল। বোধ হইল যেন, সুরগণের আদেশে সূর্য্যদেব অধোগামী হইলেন। তদ্দর্শনে খর ক্রুদ্ধ হইয়া, চার বাণে রামের বক্ষ বিদ্ধ করিল। মহাবীর রামও ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং ছয়টি শর যোজনা ও উহাকে লক্ষ্য করিয়া এক শরে মস্তক, দুই শরে বাহু, ও তিন অর্দ্ধচন্দ্রাকার শরে উহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে ভাস্করের ন্যায় প্রখর ত্রয়োদশ শাণিত নারাচ গ্রহণ করিয়া, একটি দ্বারা উহার রথের যুগ, চারিটি দ্বারা বিচিত্র অশ্ব, একটি দ্বারা সারথির মস্তক, তিনটি দ্বারা রথের ত্রিবেণু, দুইটি দ্বারা অক্ষ, এবং একটি দ্বারা ধনুর্ব্বাণ ছেদন করিয়া, অবলীলাক্রমে আর একটি দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন খর ছিন্নধনু রথশূন্য হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, গদা ধারণ ও রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই অবসরে বিমানস্থ দেবতা ও মহর্ষিরাও হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ।

তখন রাম খরকে রথশূন্য ও গদাহস্তে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া, মৃদু কথা কঠোরতার সহিত কহিলেন, খর! তুই এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সৈন্যের আধিপত্যে থাকিয়া যে দারুণ কর্ম্ম করিলি, ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি লোকের ক্লেশদায়ক নিষ্ঠুর ও পাপাচার, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও তাহার প্রাণ ধারণ সহজ হয় না। যাহার কার্য্য সর্ব্ববিরুদ্ধ, সেই নৃশংসকে সকলে সম্মুখস্থ দুষ্ট সর্পবৎ নষ্ট করিয়া থাকে। শিলা উদরস্থ হইলে যেরূপ রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়, সেইরূপ যে, লোভ-ক্রমে পাপে লিপ্ত হইয়া, আসক্তিদোষে তাহা বুঝিতে পারে না, লোকে হৃষ্ট হইয়া তাহার নিপাত দর্শন করে। খর! দণ্ডকারণ্যের ধর্ম্মশীল তাপসগণকে বিনাশ করিয়া তোর কি ফল হইতেছে? যে ব্যক্তি ঘৃণিত ক্রূর ও পামর, ঐশ্বর্য্য হইলেও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় শীঘ্রই তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ফলত পাপের অনিষ্টকর ফল বৃক্ষের ঋতুকালীন পুষ্পের ন্যায়

সময়ক্রমে অবশ্য উৎপন্ন হয়। বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভাব দেখা যায়, পাপাচরণ করিলে তদ্রূপই হইয়া থাকে। রাক্ষস! এক্ষণে আমি রাজার আদেশে পাষণ্ডদিগের দণ্ডবিধানার্থ এস্থানে আসিয়াছি। অদ্য আমার এই স্বর্ণখচিত শর প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তোর দেহ বিদারণ পূর্ব্বক বল্মীক মধ্যে উরগের ন্যায় পতিত হইবে। তুই এই অরণ্যে যে সকল ধর্ম্মশীল ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছিস, আজ সসৈন্যে নিহত হইয়া তাঁদেরই অনুগমন করিবি। আজ তাঁহারাই আবার বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তোর নরকবাস দর্শন করিবেন। এক্ষণে তুই যথেচ্ছ প্রহার কর, যেমন ইচ্ছা চেষ্টা কর, আজ আমি তোর মস্তক তাল ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই ভূতলে ফেলিব।

অনন্তর খর এই কথা শুনিয়া, রোষারুণলোচনে হাসিতে হাসিতে কহিল, রাম! তুই সামান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া কি জন্য অকারণ আত্মপ্রশংসা করিতেছিস? যাহার বলবীর্য্য আছে, সে স্বতেজে গর্ব্বিত হইয়া, কখন নিজের গৌরব করে না। তোর ন্যায় নীচ নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়েরাই নিরর্থক শ্লাঘা করিয়া থাকে। মৃত্যুতুল্য যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে কোন্ বীর কৌলীন্য প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার গুণগরিমা করিতে পারে? ফলত তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণপ্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট

হইতেছে। রাম! আমি যে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাতুরঞ্জিত অটল অচলতুল্য দণ্ডায়মান আছি, ইহা কি তুই দেখিতেছিস্ না? আমি পাশধারী কৃতান্তের ন্যায় তোকে ও ত্রিলোকের সকল লোককেও এই গদায় উৎসন্ন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিস্তর বলিবার আছে, কিন্তু আর বলিতেছি না, সূর্য্য অস্ত যাইবেন, সুতরাং যুদ্ধেরই সম্পূর্ণ বিঘ্ন ঘটিতে পারে। তুই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বধ করিয়াছিস, আজ নিশ্চয়ই তোরে নষ্ট করিয়া তাদের স্ত্রীপুত্রের নেত্রজল মুছাইয়া দিব।

এই বলিয়া খর ক্রোধভরে প্রদীপ্তবজ্রতুল্য স্বর্ণবলয়বেষ্টিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরের করপ্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড গদা স্বতেজে বৃক্ষ গুল্ম সমুদায় ভস্মসাৎ করত ক্রমশ নিকটস্থ হইতে লাগিল। রাম ঐ কালপাশসদৃশ গদা আগমন করিতেছে দেখিয়া, নভোমণ্ডলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। গদাও তৎক্ষণাৎ মন্ত্রৌষধিবলে নির্ব্বীর্য্য ভুজঙ্গীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

ত্রিংশ সর্গ।

তখন ধর্ম্মবৎসল রাম হাস্য করিয়া কহিলেন, খর! একি তুই সমস্ত বলই দেখাইলি। এক্ষণে বুঝিলাম, তোর শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, তুই এতক্ষণ কেবল বৃথা আস্ফালন করিতেছিলি। ঐ দেখ, তোর গদা আমার শরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুই অতি বাচাল। তোর বিশ্বাস ছিল, যে উহা দ্বারা শত্রুনাশ হইবে, এক্ষণে তাহা দূর হইল। তুই কহিয়াছিলি, যে মৃত বীরগণের আত্মীয় স্বজনের নেত্রজল মার্জ্জনা করিয়া দিবি, তোর সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেল। তুই অতিশয় নীচ ক্ষুদ্রাশয় ও দুশ্চরিত্র। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আমি তোর প্রাণ অপহরণ করিব। অদ্য তুই আমার শরে ছিন্নকণ্ঠ হইলে পৃথিবী তোর বুদ্বুদযুক্ত রক্ত পান করিবেন। অদ্য তোরে ধূলিলুণ্ঠিতদেহে বিক্ষিপ্তহস্তে, যেমন অসুলভা কামিনীকে, সেইরূপ অবনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিতে হইবে। তুই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, এই জনস্থানে নিরাশ্রয় ঋষিগণ

নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান ও নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন। আজ বিকটদর্শন রাক্ষসীগণ নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পার্দ্র বদনে দীনমনে পলায়ন করিবে, এবং তুই যাহাদের পতি, সেই দুষ্কুলোৎপন্না পত্নীরাও আজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শোকে মোহিত হইবে। রে নৃশংস! ব্রাহ্মণকণ্টক! কেবল তোরই জন্য মুনিগণ এতদিন সভয়ে হোম করিতেছিলেন।

তখন খর রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রোষকর্কশস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, রাম! কারণ সত্ত্বে তোর হৃদয়ে ভয় নাই। তুই অত্যন্ত গর্ব্বিত, এই জন্য মৃত্যুকাল আসন্ন হইলেও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হইতেছিস্। যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতা বশত সে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। এই বলিয়া খর উহাঁকে প্রহার করিবার নিমিত্ত ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং অদূরে এক বৃহৎ সাল বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক উহা উৎপাটন করিয়া লইল। পরে সে সিংহনাদ করিয়া বাহুবলে উহা উত্তোলন ও রামের প্রতি মহাবেগে ক্ষেপণ পূর্ব্বক কহিল, দেখ্, তুই এইবারে নিশ্চয়ই মরিলি। তখন মহাবীর রাম শরনিকরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, এবং রোষে নেত্রপ্রান্ত শোণরাগে আরক্ত হইয়া

উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শর-ক্ষত দেহরন্ধ্র হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেন শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহারবেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং রুধিরগন্ধে উন্মত্ত হইয়া দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহাকে রক্তাক্তদেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ অগ্নিতুল্য এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নির্মুক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও শরাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুরের ন্যায়, বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায়, ফেননিহত নমুচির ন্যায়, এবং অশনিচ্ছিন্ন বলের ন্যায় ভূতলে পড়িল।

তদ্দর্শনে চারণসহ সুরগণ বিস্মিত হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই মনে হর্ষ উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিলেন, রাম অল্পক্ষণে যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিলেন। ইহাঁর কার্য্য অতি অদ্ভুত! ইহাঁর বলবীর্য্য অতি বিচিত্র! বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁর কি স্থৈর্য্যই লক্ষিত হইল! এই বলিয়া উহাঁরা বিমানযোগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যাদি ঋষি ও রাজর্ষিগণ পুলকিতমনে রামকে

সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, বৎস! সুররাজ ইন্দ্র এই নিমিত্ত পবিত্র শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই মুনিগণ আশ্রমদর্শনপ্রসঙ্গে তোমায় এই স্থানে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমা হইতে তাহা সুসিদ্ধ হইল। অতঃপর আমরা দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ করিব। এই বলিয়া উহাঁরাও তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে বীর লক্ষ্মণ জানকীর সহিত গিরিদুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং মহা আহ্লাদে রামকে গিয়া অভিবাদন করিলেন। রাম জয়শ্রীলাভে সবিশেষ সমাদৃত হইয়া উহাঁদের সহিত আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন চন্দ্রাননা জানকী দেখিলেন, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, ও মুনিগণের সুখদ রামও কুশলী আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পূর্ণ হইল এবং তিনি পুনঃপুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটিমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, সে জনস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানের রাক্ষসেরা নিহত এবং খরও যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, আমিই কেবল বহুকষ্টে এখানে আইলাম।

রাবণ অকম্পনের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া স্বতেজে সমস্ত দগ্ধ করতই যেন কহিতে লাগিল, অকম্পন! মৃত্যুলোভে কে ভীষণ জনস্থান নষ্ট করিল? সংসার হইতে কাহার বাস উঠিয়া গেল। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু, আমার অপকার করিয়া ইন্দ্র, কুবের, যম ও বিষ্ণুও সুখী হইতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে দগ্ধ ও কৃতান্তকে সংহার করিতে পারি, স্ববেগে বায়ুর বেগ প্রতিরোধ এবং স্বতেজে চন্দ্রসূর্য্যকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি।

তখন অকম্পন ভয়স্খলিত বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল, এবং অভয় প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্ত-চিত্তে কহিল, মহারাজ! দশরথের পুত্র রাম নামে এক বীর

আছে। সে শ্যামবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও যুবা। উহার স্কন্ধদেশ উন্নত এবং বাহুযুগল সুবৃত্ত ও দীর্ঘ। উহার বলবিক্রমের তুলনা নাই। সেই রামই জনস্থানে খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়াছে।

রাবণ এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অকম্পন! রাম কি ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত জনস্থানে আসিয়াছে?

অকম্পন কহিল, রাক্ষসরাজ! রাম ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ও মহাশূর। লক্ষ্মণ নামে উহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। সে উহারই ন্যায় বলবান্। তাহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত, মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং কণ্ঠস্বর দুন্দুভিবৎ গভীর। শ্রীমান রাম ঐ লক্ষ্মণের সহিত বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলিত আছে। সে রাজগণেরও রাজা। উহার সহিত যে সুরগণ আইসে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। উহার শর প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র যেন পঞ্চমুখ সর্প হইয়া রাক্ষসগণকে গ্রাস করে। রাক্ষসেরা ভয়ে যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন উহাকে সম্মুখে দেখে। ফলত কেবল ঐ বীরই আপনার জনস্থানকে নষ্ট করিয়াছে।

তখন রাবণ কহিল, অকম্পন! আমি ঐ রাম ও লক্ষ্মণের বধসাধনের নিমিত্ত এখনই জনস্থানে যাত্রা করিব। শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজন্! আমি রামের বল বীর্য্য ও কার্য্য যেরূপ,

কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহাবীর কুপিত হইলে, কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া রাখে। সে শরজালে জলপূর্ণ নদীর স্রোত প্রতিকূলে আনিতে পারে। আকাশ গ্রহতারাশূন্য এবং রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারে। সমুদ্রের বেগ নিবারণ, বেলাভূমি ভেদ করিয়া জল-প্লাবন, বায়ুর গতিরোধ, এবং লোক ক্ষয় করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করিতে পারে। যেমন পাপীর স্বর্গ আয়ত্ত করা সুকঠিন, সেইরূপ আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের এক উপায় কহিতেছি, অনন্যমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক সুরূপা পত্নী আছে। সে সর্ব্বা-লঙ্কারসম্পন্না ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে একটি স্ত্রীরত্ন। মনুষ্যের কথা কি, দেবী গন্ধর্ব্বী অপ্সরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপ নহে। আপনি বন-মধ্যে কোনরূপে রামকে মোহিত করিয়া ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। স্ত্রীবিয়োগ উপস্থিত হইলে সে কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিল, এবং কিয়ৎ-ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে লইয়া তথায় যাইব, এবং সীতাকে মহাহর্ষে

লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব। এই বলিয়া ঐ বীর গর্দ্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিক সকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিল। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হন, তৎকালে ঐ রথ আকাশপথে সেইরূপই শোভা পাইতে লাগিল। অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের আশ্রম। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন মারীচ স্বয়ং পাদ্য ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চ্চনা করিয়া অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন্! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে।

তখন রাবণ কহিল, মারীচ! রাম যুদ্ধে রক্ষকের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষসগণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তুমি তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! বল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? বোধ হয় তুমি কাহারও অবমাননা করিয়াছিলে, সেই তোমার এইরূপ দুর্বুদ্ধি ঘটাইতেছে। এক্ষণে সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে কে তোমায় পরামর্শ দিল? রাক্ষসকুলের শৃঙ্গচ্ছেদে কাহারই বা ইচ্ছা হইল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পরম শত্রু, সন্দেহ নাই।

সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। বল, কে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া তোমায় কুপথে প্রবর্ত্তিত করিল। তুমি সুখে শয়ান ছিলে, কেই বা তোমার মস্তকে আঘাত করিল। দেখ, রাম উন্মত্ত হস্তী, বিশুদ্ধ বংশ উহার শুণ্ড, তেজ মদবারি, এবং বাহুদ্বয় দন্ত; এক্ষণে যুদ্ধ করা দূরে থাক, তুমি উঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ নও। রাম মহাবল সিংহ, রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ উহার অঙ্গসন্ধি ও কেশর, রণচতুর রাক্ষসমৃগ সংহার করা উহার কার্য্য, শাণিত অসি দশন এবং শরই অঙ্গ; সে এক্ষণে নিদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। রাম বিস্তীর্ণ সমুদ্র; কোদণ্ড উহার কুম্ভীর, ভুজবেগ পঙ্ক, তুমুল যুদ্ধ জল, এবং বাণই তরঙ্গ; রাজন্! ঐ সমুদ্রের মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয় নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হও, এবং শীঘ্র লঙ্কায় গমন কর। তুমি আপনার পত্নীগণকে লইয়া সুখে থাক, এবং রামও অরণ্যে সীতার সহিত সুখী হউন।

তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

এদিকে শূর্পণখা দেখিল, রাম একাকী উগ্রকর্ম্মকুশল চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন, খর দূষণ ও ত্রিশিরাও নিহত হইল; দেখিয়া ঐ মেঘসদৃশী রাক্ষসী শোকাবেগে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং রামের এই দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল, রাক্ষসাধিনাথ রাবণ বিমানে প্রভাপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে স্বর্ণবেদিগত জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, এবং সুররাজ ইন্দ্রের নিকট যেমন সুরগণ উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মন্ত্রিবর্গ উহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছে। ঐ মহাবীর ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় ঘোরদর্শন। উহার হস্ত বিংশতি, মস্তক দশ, মুখ বৃহৎ, ও বক্ষ বিশাল। উহার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন, কান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যের ন্যায় শ্যামল, ও দন্তগুলি শুভ্র। সে স্বর্ণকুণ্ডলে ভূষিত হইয়া, সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব্ব ভূত ও ঋষিগণও উহাকে কখন পরাজয় করিতে পারেন নাই। সুরাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন উহার দেহে

দীপ্যমান রহিয়াছে, এবং নাগরাজ ঐরাবত যে দন্তাঘাত করিয়াছিল, বক্ষে তাহারও রেখা লক্ষিত হইতেছে। ঐ বীর অতিথব-গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে। অটল সমুদ্র বিলোড়ন, পর্ব্বতশিখর উৎপাটন, এবং দেবগণকেও মর্দ্দন করে। সে পরদারাপহারী ধর্ম্মনাশক ও যজ্ঞবিঘাতক। ঐ মহাবীর ভোগবতী নগরীতে ভুজগরাজ বাসুকিকে পরাস্ত করিয়া, তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিল। কৈলাস পর্ব্বতে যক্ষাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া, কামগামী পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছিল; এবং ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দন বন নষ্ট করিয়া, নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যেরও গতিরোধ করিয়াছিল। ঐ বিজয়ী পূর্ব্বে বনমধ্যে দশ সহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া, ভগবান ব্রহ্মাকে আপনার দশ মস্তক উপহার প্রদান করে, এবং ব্রহ্মারই বরপ্রভাবে মনুষ্যব্যতীত দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প হইতে মৃত্যুভয় শূন্য হয়। উহার গলদেশে দিব্য মাল্য লম্বিত হইতেছে, আকার পর্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ, নেত্র বিস্তীর্ণ ও তেজপ্রদীপ্ত। সে বেদবিদ্বেষী সর্ব্বলোকভয়াবহ ক্রূর কর্কশ ও নির্দ্দয়। ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী শূর্পণখা সেই সহোদর রাবণকে দেখিতে পাইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা অমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে কহিল, রাবণ! তুমি স্বেচ্ছাচারী ও কামোন্মত্ত, এক্ষণে যে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, তাহা বুঝিতে হয়, কিন্তু বুঝিতেছ না। যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাঁহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্য্যসাধন না করে, সে, রাজ্য ও কার্য্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না, এবং একান্তই অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ পঙ্ককে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে; যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। রাবণ! তুমি চপল, অধিকারমধ্যে কুত্রাপি তোমার দূত নাই, এক্ষণে সুধীর দেব দানব ও গন্ধর্ব্বের সহিত বিরোধাচরণ পূর্ব্বক কিরূপে রাজা হইবে। তুমি বালকস্বভাব ও নির্ব্বোধ, জ্ঞাতব্য কি আছে

তাহাও জান না, সুতরাং কিরূপে রাজা হইবে। যাহার দূত ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ, সন্দেহ নাই। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে। বোধ হয়, তোমার মন্ত্রিগণ সামান্য, এবং কোথায়ও দূত নাই; এই জন্য জনস্থান যে উচ্ছিন্ন হইল, তাহা জানিতেছ না। রাম একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং খর ও দূষণকে সংহার করিয়াছে। ঋষিগণকে অভয় দান ও দণ্ডকারণ্যের মঙ্গল বিধান করিয়াছে। এক্ষণে রাজ্যমধ্যে এই যে ভয় উপস্থিত, তুমি তাহা বুঝিতেছ না, ইহাতেই তোমাকে অত্যন্ত লুব্ধ অসাবধান ও পরাধীন বোধ হইতেছে। যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্পদাতা প্রমত্ত গর্ব্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদ কালে সমস্ত আত্মীয় স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। উহারা তাহার কোন কার্য্য করে না, এবং ভয় প্রদর্শন করিলেও ভীত হয় না। ঐ রাজা শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট দরিদ্র ও তৃণতুল্য হইয়া থাকে। শুষ্ক কাষ্ঠ লোষ্ট ও ধূলিতেও বরং কোন না কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তদ্দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। যেমন পরিহিত বস্ত্র ও দলিত মাল্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে রাজা অধিকারভ্রষ্ট হয়,

সে সুযোগ্য হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সাবধান ধর্ম্মশীল কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাতে থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতিনেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। রাবণ! তুমি এই রাক্ষসগণের হত্যা-কাণ্ডের কিছুই জান না, ইহাতে বোধ হয়, যে তুমি নিতান্তই নির্ব্বোধ এবং ঐ সকল গুণও তোমার নাই। তুমি কাহাকে দৃক্‌পাত কর না, দেশকাল বুঝ না, এবং গুণদোষ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ অপটু, সুতরাং তোমার রাজ্যনাশ অচিরাৎই ঘটিবে।

অতুল ধনের অধিপতি গর্ব্বিত রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বদোষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ রোষভরে শূর্পণখাকে জিজ্ঞাসিল, শোভনে! রাম কে? উহার বিক্রম কেমন? আকার কি প্রকার? কি কারণে দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছে? যে অস্ত্রে রাক্ষসেরা নিহত হইল, তাহা কিরূপ? এবং কেই বা তোমাকে বিরূপ করিয়া দিল?

তখন শূর্পণখা কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, রাবণ! রাম কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, উহার বাহু দীর্ঘ, চক্ষু বিস্তীর্ণ, এবং পরিধেয় বল্কল ও মৃগচর্ম্ম। সে ইন্দ্রধনুতুল্য স্বর্ণবলয়-জড়িত কোদণ্ড আকৃষ্ট করিয়া উগ্রবিষ সর্পের ন্যায় নারাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সে রণস্থলে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শর মোচন, এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করে, কিছুই দৃষ্ট হয় না; ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন, তদ্রূপ কেবল সৈন্যই বিনাশ করিতেছে, ইহাই নেত্রগোচর হইয়া থাকে। ঐ মহাবীর একাকী পদাতিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, তিন দণ্ডের মধ্যে খর দূষণ ও ভীমবল চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়াছে।

ঋষিগণকে অভয় দান এবং দণ্ডকারণ্যের শুভসাধন করিয়াছে। স্ত্রীবধে পাছে পাপ স্পর্শে, এই জন্য আমাকেই কেবল বিরূপ করিয়া পরিত্যাগ করিল।

রাবণ! লক্ষ্মণ নামে উহার এক ভ্রাতা আছে। সে উহার ন্যায় বলবান। সে তেজস্বী জয়শীল ও বুদ্ধিমান। সে উহার একান্ত ভক্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যেন উহার দক্ষিণ হস্ত, ও দ্বিতীয় প্রাণ। ঐ রামের এক প্রিয় পত্নীও সমভিব্যাহারে আছে। সে স্বামীর হিতকর কার্য্যে সততই রত। তাহার নেত্র আকর্ণ আয়ত, মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। সে সুনাসা ও সুরূপা। উহার কেশ সুচিক্কণ, নখ কিঞ্চিৎ রক্তিম ও উন্নত, কটিদেশ ক্ষীণ, নিতম্ব নিবিড় এবং স্তনদ্বয় স্থূল ও উচ্চ। সে বনশ্রীর ন্যায়, এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় বিরাজ করিতেছে। দেবী গন্ধর্ব্বী কিন্নরী ও যক্ষীও তাহার সদৃশ নহে। অধিক কি, ঐরূপ নারী আমি পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। সে যাহার ভার্য্যা হইবে, সে প্রফুল্লমনে যাহাকে আলিঙ্গন করিবে, ঐ ভাগ্যবান সকল লোকে ইন্দ্র অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিবে। রাবণ! সেই সুশীলা তোমারই যোগ্য, এবং তুমিও উহার উপযুক্ত। আমি তোমারই জন্য, উহাকে আনিবার উদ্যোগে ছিলাম, কিন্তু ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসা কর্ণ ছেদন করিল। বলিতে কি, আজ ঐ সীতাকে

দেখিলেই তোমার মন বিচলিত হইবে। এক্ষণে যদি উহাকে স্ত্রীভাবে লইতে ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই জয়ার্থ দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া দেও। যাহা কহিলাম, যদি ইহা সঙ্গত বোধ করিয়া থাক, এখনই অশঙ্কোচে ইহাতে প্রবৃত্ত হও। রাম ও লক্ষ্মণ একান্ত অসক্ত, ও নিতান্ত নিরুপায়, তুমি ইহা স্থির বুঝিয়া সীতাগ্রহণে যত্ন কর। আমি তোমার নিকট খর দূষণ এবং জনস্থানস্থ সমস্ত রাক্ষসেরই বিনাশের কথা উল্লেখ করিলাম; শুনিয়া, যাহা উচিত বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

অনন্তর রাবণ শূর্পণখার এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিষয়ের দোষ গুণ সম্যক বিচার করিয়া, উহাদের মত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে যানশালায় প্রবেশ করিল। তথায় গিয়া সারথিকে কহিল, সূত! তুমি এক্ষণে রথ যোজনা কর। সারথি এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহার অভিলষিত উৎকৃষ্ট রথযান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত। উহাতে স্বর্ণভূষণশোভিত পিশাচবদন গর্দ্দভ যোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ মনোরথগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক জলদ-গম্ভীররবে সমুদ্রের অভিমুখে চলিল। উহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, উভয় পার্শ্বে শ্বেত চামর, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। ঐ বীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। সে সুরগণের পরম শত্রু ও ঋষিঘাতক। উহার মস্তক দশ, হস্ত বিংশতি, এবং বর্ণ বৈদূর্য্য

মণির ন্যায় শ্যামল। সে গমনকালে দশশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল, এবং বিদ্যুৎ যাহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং বকশ্রেণী যাহার অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ মেঘের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় শৈলরাজি বিস্তৃত আছে, এবং স্নিগ্ধসলিল স্বচ্ছ সরো-বর, ও বেদিমণ্ডিত সুপ্রশস্ত আশ্রম সকল রহিয়াছে। কোথাও কদলী ও নারিকেল, কোথাও বা সাল তাল ও তমাল প্রভৃতি ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে সর্প ও পক্ষী সকল আশ্রয় লইয়াছে? গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বিচরণ করিতেছে। নিস্পৃহ সিদ্ধ, চারণ, বৈখানস, বালখিল্য, আজ, মাষ, ও মরীচিপ ঋষিগণ তপঃসাধনে প্রবৃত্ত আছেন। এবং ক্রীড়া-চতুরা অপ্সরা ও সুরূপা দেবরমণাগণ দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতেছেন। উহা অমৃতাশী দেবা-সুরগণের আবাস, সততই সাগরতরঙ্গে শীতল হইয়া আছে। তথায় বৈদূর্য্যশিলা সুপ্রচুর, হংস সারস ও মণ্ডূকেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে, এবং যাঁহারা তপোবলে দিব্য লোক অধি-কার করেন, তাঁহাদিগের পাণ্ডুবর্ণ পুষ্পমাল্যশোভিত গীতবাদ্যে ধ্বনিত কামগামী বিমান শোভমান হইতেছে। উহার কোথাও নির্য্যাস-রসের উপাদান চন্দন, কোথাও ঘ্রাণতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট

অগুরু, কোথাও সুগন্ধফল তক্কোল বৃক্ষ, কোথাও তমালপুষ্প ও মরীচের গুল্ম, কোথাও শুষ্কপ্রায় মুক্তাসমূহ, কোথাও সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, এবং প্রবাল, কোথাও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্ব্বত, কোথাও নির্ম্মল রমণীয় প্রস্রবণ, এবং কোথাও বা হস্ত্যশ্বরথ-সমাকীর্ণ ধনধান্যপূর্ণ স্ত্রীরত্নসম্পন্ন নগর।

রাক্ষসরাজ রাবণ সমুদ্রের উপকূলে সুখস্পর্শ সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও এই সমস্ত অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সুনীল বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল। উহার মূলে মুনিগণ তপস্যা করিতেছেন। শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শত যোজন বিস্তৃত। মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছ-পকে গ্রহণ করিয়া, ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপ-বেশন করিয়াছিল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার দেহভরে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে বৈখানস, মাষ, বাল-খিল্য, মরীচিপ. আজ, ও ধূম্র নামক ঋষিগণ অবস্থান করি-তেছিলেন। গরুড় উহাঁদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া, এক পদে ঐ শত যোজন দীর্ঘ ভগ্ন শাখা ও গজ কচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটি জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদ দেশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তৎকালে এই আহ্লাদে তাহার বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে

অমৃত হরণের নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইল, এবং ইন্দ্র-ভবন হইতে লৌহজাল ছিন্ন ভিন্ন ও রত্নগৃহ ভেদ করিয়া, সুরক্ষিত অমৃত হরণ করিল। রাবণ সমুদ্রকূলে গিয়া সেই সুভদ্র নামা বট বৃক্ষ দেখিতে পাইল।

অনন্তর সে সাগর পার হইয়া নিভৃত স্থানে এক পবিত্র রমণীয় আশ্রম দর্শন করিল। তথায় কৃষ্ণাজিনধারী জটা-যূটশোভিত মিতাহারী মারীচ বাস করিতেছিল। রাবণ উপস্থিত হইবামাত্র সে পাদ্যাদি দ্বারা উহাকে অর্চ্চনা করিল, এবং দেবভোগ্য ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করিয়া, যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিল, রাজন্! লঙ্কা নগরীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তুমি কি উদ্দেশ করিয়া পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিলে?

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ কহিল, মারীচ! আমি বিপদস্থ হইয়াছি; বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। এক্ষণে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি জনস্থান জান; তথায় আমার ভ্রাতা খর দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, ও মাংসাশী ত্রিশিরা বাস করিত, এবং আমার আদেশানুসারে সমরোৎসাহী আর আর নিশাচরও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। উহারা মহাবীর খরের মতানুবর্ত্তী ও ভীমকর্ম্মপরায়ণ; উহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। ঐ সকল রাক্ষস অরণ্যে ধর্ম্মচারী ঋষিগণের উপর সতত অত্যাচার করিত। এক্ষণে উহারা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মনুষ্য উহাদিগকে কোন কঠোর কথা না কহিয়া ক্রোধভরে কেবলই শর ত্যাগ করে, এবং পদাতি হইয়াই সকলকে সংহার করিয়াছে। সে খরকে নিহত, দূষণকে বিনষ্ট, এবং ত্রিশিরাকে রণশায়ী

করিয়া, দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। মারীচ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্ব্বাসিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়াধম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া গেল। সে দুঃশীল কর্কশ উগ্রস্বভাব ও লুব্ধ। তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, এবং সে সততই অন্যের অহিতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ মূর্খ বৈরব্যতীত অরণ্যে কেবল বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আমার ভগিনীর নাশা কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকন্যারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্য্যে আমায় সাহায্য কর। বীর! কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি আমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিলে, আমি দেবগণকেও গণনা করি না। তুমি সুসমর্থ, এক্ষণে তুমিই আমার সহায় হও। বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায় নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহ নাই। তুমি মহাবল ও মায়াবী। তাত! এই কারণে আমি তোমার নিকট আইলাম। এক্ষণে আমার জন্য তোমায় যাহা করিতে হইবে তাহাও শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক রজতবিন্দুখচিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর। সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিবে। পরে ঐ দুই জন এই কার্য্যপ্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি ঐ শূন্য স্থান হইতে অবাধে রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে,

সেইরূপ পরম সুখে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যার পর নাই কৃশ হইয়া যাইবে; আমিও কৃতকার্য্য হইয়া, অক্লেশে উঁহাকে বিনাশ করিব।

রাবণের এই কথা শুনিবামাত্র মারীচের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং সে যৎপরোনাস্তি ভীত দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়া, নীরস ওষ্ঠ লেহন করত নির্নিমেষলোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

অনন্তর মারীচ অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভসঙ্কল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, কুত্রাপি তোমার চর নাই, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য শীঘ্র ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লঙ্কা নগরী তোমার আধিপত্যে সকলেরই সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্মতি রাজ্য এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। বৎস! রাম পিতার অযত্নে পরিত্যক্ত হন

নাই, এবং তাঁহাকে লুব্ধ অশ্রদ্ধেয় উগ্রস্বভাব ও ক্ষত্রিয়ের অধমও বোধ করিও না। তিনি ধার্ম্মিক এবং সকলের হিতকারী। তিনি দশরথকে কৈকেয়ীর কুহকে বঞ্চিত দেখিয়া, তাঁহার সত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছেন। তিনি কেবল উহাঁদেরই প্রিয় কামনায় রাজ্য ও ভোগ তুচ্ছ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। রাবণ! রাম কর্কশ নহেন, মূর্খ নহেন, এবং অজিতেন্দ্রিয় নহেন। তাঁহাতে মিথ্যার প্রসঙ্গও শুনি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতি ঐরূপ কথা প্রয়োগ করা তোমার উচিত হইতেছে না। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সুশীল ও সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্র যেমন সুরগণের রাজা, সেইরূপ তিনি সকলেরই রাজা। এক্ষণে তুমি কোন্ সাহসে তাঁহার সীতাকে বল পূর্ব্বক লইতে চাও? সীতা আপনার পাতিব্রত্যবলে রক্ষিত হইতেছেন। সূর্য্যপ্রভাকে হরণ করা যেমন অসাধ্য, রামের হস্ত হইতে তাঁহাকে আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াও সেইরূপ। রাবণ! শরাসন ও অসি যাহাঁর কাষ্ঠ, শরজাল যাহাঁর প্রবল শিখা, সেই দীপ্যমান রামরূপ অগ্নিমধ্যে সহসা প্রবেশ করিও না। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট, যাইও না। সীতা যাহাঁর, তাঁহার তেজের আর পরিসীমা নাই। রাম সীতার রক্ষক, তুমি সীতাকে কখনই হরণ করিতে পারিবে না। সীতা রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়; তুমি ঐ অনলশিখার

ন্যায় তেজঃসম্পন্না পতিপরায়ণাকে কোন মতে পরাভব করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বৃথা যত্ন করিয়া কি হইবে? নিশ্চয় কহিতেছি, রামকে রণস্থলে দেখিবামাত্রই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিবে। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, জীবন সুখ ও রাজ্য এই তিনই দুর্লভ। অতঃপর তুমি বিভীষণ প্রভৃতি ধর্ম্মশীল মন্ত্রিগণের সহিত এই উপস্থিত বিষয়ের মন্ত্রণা কর। এই কার্য্যের দোষ গুণ ও বলাবল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হও, এবং আপনার ও রামের বিক্রম যথার্থত বিচার করিয়া, যাহাতে তোমার হিত হয়, তাহাই কর। রাজন্! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি পুনরায় তাহাও কহিতেছি, শুন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

এক সময়ে আমি সহস্র হস্তীর বলে পৃথিবী পর্য্যটন করিতাম। আমার দেহ পর্ব্বতাকার, বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, কর্ণে কনককুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট। আমি পরিঘ গ্রহণ ও লোকের মনে ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক ঋষিমাংস ভক্ষণ করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতাম। অনন্তর একদা ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে রাজা দশরথের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি মারীচ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, এক্ষণে এই রাম সমাহিত হইয়া যজ্ঞকালে আমায় রক্ষা করুন।

ধর্ম্মশীল দশরথ এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখুন, রামের বয়স প্রায় ষোড়শ বর্ষ, আজিও ইহাঁর অস্ত্রে সম্যক শিক্ষা হয় নাই। ব্রহ্মন্! আমার যথেষ্ট সৈন্য আছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারে যাইবে; আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত গিয়া সেই রাক্ষসকে, যেরূপে বলেন, বিনাশ করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তোমার কার্য্য ত্রিলোকে প্রচার

আছে, তুমি অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু রাম ভিন্ন সেই রাক্ষসের পক্ষে আর কোন সৈন্যই পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। তোমার সৈন্য সুপ্রচুর আছে, তাহা এখানেই থাক্। এই তেজস্বী, বালক হইলেও রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। আমি এক্ষণে ইহাঁকেই লইয়া যাইব, তোমার মঙ্গল হউক।

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঐ রাজকুমারকে লইয়া হৃষ্টমনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। রাম শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের তখনও শ্মশ্রুজাল উদ্ভিন্ন হয় নাই। তিনি সুন্দর, শ্যামকলেবর, বালক, ও শুভদর্শন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার কেশ কাকপক্ষে চিহ্নিত, গলে হেমহার লম্বিত হইতেছিল। তিনি আপনার উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিয়া উদিত বাল-চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর আমি ব্রহ্মদত্ত বরে গর্ব্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলাম। রাম দেখিলেন, আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসাই প্রবিষ্ট হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি বিশেষ ব্যগ্র না হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন। আমি মোহ বশত উহাঁকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদে বিশ্বামিত্রের বেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ইত্যবসরে রাম আমায় লক্ষ্য করিয়া এক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। আমি ঐ বাণের

আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া, শতযোজন সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। তৎকালে রামের বিনাশ করিবার সঙ্কল্প না থাকাতেই আমার প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি শরবেগে আমাকে গভীর সাগরজলে লইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন করি। রাজন্! এইরূপে আমিই কেবল রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, কিন্তু তিনি বয়সে বালক ও অস্ত্রে অপটু হইলেও আমার আর আর সহচরকে বিনাশ করেন। এক্ষণে আমি নিবারণ করি, তুমি তাঁহার সহিত বৈরাচরণ করিও না, ইহাতে নিশ্চয়ই বিপদস্থ হইয়া নষ্ট হইবে, ক্রীড়াসক্ত সমাজবিহারী উৎসবদর্শক রাক্ষসগণকে অকারণ সন্তপ্ত করিবে, এবং সীতার জন্য নিবিড়-প্রাসাদ-শোভিত রত্নখচিত লঙ্কাকে ছারখার হইতে দেখিবে। শুদ্ধসত্ব লোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংশ্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর তুমি স্বদোষেই সুগন্ধিচন্দন-লিপ্ত উজ্জ্বলবেশ রাক্ষসগণকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিবে; হতাবশেষ বহুসংখ্য নিশাচর নিরাশ্রয় হইয়া, কাহারও স্ত্রী সঙ্গে কেহ বা একাকী, দশ দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিতে পাইবে; লঙ্কাকেও শরজালসমাকীর্ণ অনলশিখাপূর্ণ ও ভস্মীভূত দেখিবে। রাজন্! পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী আছে, তুমি

তাহাদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং রাক্ষসকুল রক্ষা কর। মানোন্নতি রাজ্য অভীষ্ট প্রাণ স্বরূপা স্ত্রী ও মিত্রবর্গ এই সকল যদি বহুকাল ভোগ করিতে চাও, কদাচ রামের সহিত বিরোধাচরণ করিও না। আমি তোমার বন্ধু, তোমায় বারং-বার নিবারণ করিতেছি, যদি আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া, বল পূর্ব্বক সীতার অবমাননা কর, তবে নিশ্চয়ই রামের শরে হতবীর্য্য হইয়া সবান্ধবে কালগ্রস্ত হইবে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রাজন্! আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকালীন যুদ্ধে কথঞ্চিৎ রামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আবার যে গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাও শুন। আমি প্রাণসঙ্কটেও কিছুমাত্র পরিদেবনা না করিয়া, একদা মৃগরূপী দুইটি রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার জিহ্বা প্রদীপ্ত, দশন বৃহৎ, শৃঙ্গ সুতীক্ষ্ণ ও আহার ঋষিমাংস। আমি এইরূপ ভীষণ মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক, অগ্নিহোত্র তীর্থ ও চৈত্য স্থানে মহাবিক্রমে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং তাপসগণকে বধ করিয়া, উহাদের রক্ত মাংস ভোজন করত ধর্ম্মকর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে লাগিলাম। আমার মূর্ত্তি একান্ত ক্রূর, আমি শোণিত-পানে অত্যন্ত উন্মত্ত, তৎকালে বনের আর আর জন্তু আমাকে দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে ধর্ম্মচারী তাপস মিতাহারী রামকে আর্য্যা সীতাকে এবং মহাবল লক্ষ্মণকে দেখিলাম।

রামকে দেখিবামাত্র আমার মনে পূর্ব্ববৈর ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণ হইল। তখন আমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উহাঁকে তাপস-বোধে বিনাশার্থ মহাক্রোধে ধাবমান হইলাম।

ইত্যবসরে রাম ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তিনটি শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বজ্রসংকাশ ভীষণ শোণিতপায়ী শর মিলিত হইয়া বায়ুবেগে আগমন করিতে লাগিল। আমি রামের বিক্রম জানিতাম, এবং পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ শঙ্কিত ছিলাম, এক্ষণে গূঢ় অপকারার্থী হইয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলাম। আমি অপসৃত হইবামাত্র ঐ দুইটি রাক্ষস বিনষ্ট হইয়া গেল। রাজন্! তৎকালে এই রূপেই ঐ শরপাত হইতে মুক্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম; পরে যোগী তাপস হইয়া, এই স্থানে একান্তমনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি তদবধি প্রতি বৃক্ষেই চীরবসন শরাসনধারী রামকে পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দেখিতে পাই। ভীত হইয়া সতত যেন সহস্র সহস্র রামকে প্রত্যক্ষ করি, এবং সমস্ত অরণ্যই যেন আমার রামময় বোধ হয়। আমি স্বপ্নযোগে উহাঁকে দেখিবামাত্র অচেতনে চমকিত হইয়া উঠি। যেখানে কিছু নাই সেখানে তাঁহাকেই দেখি; এবং রত্ন ও রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ফলত রামের প্রভাব আমার কিছুমাত্র অবিদিত নাই, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার

কর্ম্ম নয়। তিনি মনে করিলে, বলি বা নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম কর, বা নাই কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে চাও, আমার সমক্ষে তাঁহার আর কোন প্রসঙ্গ করিও না। এই জীবলোকে অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ছিলেন, তাঁহারা অন্যের অপরাধে সপরিবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমিও কি অপরের দোষে ঐরূপ হইব? রাক্ষসরাজ! তুমি যা পার কর, আমি কখনই তোমার অনুগমন করিব না। রাম অতিশয় তেজস্বী মহাসত্ব ও মহাবল, তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোক উচ্ছিন্ন করিবেন। ভাল, এক্ষণে তুমিই বল দেখি, শূর্পণখার জন্য খর রামের নিকট সমরার্থী হইয়া যায়, তিনিও তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ অপরাধ কি? রাজন্! আমি তোমার পরম হিতৈষী মিত্র, যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আজিই তোমায় রামের শরে সবান্ধবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ ভক্ষণ করে না, সেইরূপ আসন্নমৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তিসম্মত কথা গ্রহণ করিল না, এবং অসঙ্গত ও কঠোর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, দুষ্কুলজাত! তুমি আমাকে অতি অনুচিত কথা কহিতেছ। উষর ক্ষেত্রে পতিত বীজের ন্যায় তোমার বাক্য নিতান্তই নিষ্ফল। তুমি ইহা দ্বারা সেই নরাধম মূর্খের প্রতিপক্ষতা হইতে কোন মতে আমায় নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীলোকের তুচ্ছ কথায় পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব ও রাজ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, এক কালে বনে আসিয়াছে, আমি সেই খরনাশক রামের প্রাণসমা সীতাকে তোমার সমক্ষেই হরণ করিয়া আনিব। রাক্ষস! ইহাই আমার সঙ্কল্প, এখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুর আইলেও আমায় ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। কোন কার্য্যসংশয় উপস্থিত হইলে, যদি তোমায় তৎসংক্রান্ত দোষ গুণ উপায় অপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমায় ঐরূপ কহিতে পারিতে। যে মন্ত্রী শ্রেয়ার্থী ও বিজ্ঞ, কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত

হইলে, তিনি প্রভুর নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিবেন, এবং যাহা প্রভুর অনুকূল ও শুভজনক, বিনীতবাক্যে রাজনীতি-নির্ণীত প্রণালী অনুসারে তাহাই কহিবেন। দেখ, যে রাজা সম্মা-নার্থী, তিনি স্বমতবিরোধী অসম্মানের কথা হিতকর হইলেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা, অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সমস্ত গুণসদ্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। মারীচ! আমি অভ্যাগত, কিন্তু তুমি রাজধর্ম্ম সবিশেষ না জানিয়া, দুর্ব্বুদ্ধি ও মোহ বশত আমাকে এইরূপ কঠোর কথা কহিতেছ। আমি তোমাকে সঙ্কল্পিত কার্য্যের গুণ দোষ এবং নিজের ইষ্টানিষ্টের কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, "তুমি আমাকে সাহায্য কর" কেবল ইহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে যার পর নাই বিসদৃশ হইয়াছে। যাহাই হউক, তুমি অতঃপর আমার এই কার্য্যে সহা-য়তা কর, এবং যাহা তোমায় করিতে হইবে, এক্ষণে তাহাও কহিতেছি শুন। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত হিরণ্ময় হরিণ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর, এবং সীতাকে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। অনন্তর সীতা তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে, এবং শীঘ্র

তোমায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রামকে অনুরোধ করিবে। পরে রাম এই প্রসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তুমি বহু দূরে গিয়া, উহারই অনুরূপ স্বরে হা সীতে হা লক্ষ্মণ এই বলিয়া চীৎকার করিও। লক্ষ্মণ উহা শ্রবণ করিয়া, সীতার নির্ব্বন্ধে এবং ভ্রাতৃস্নেহে, যে দিকে রাম, সসম্ভ্রমে তদভিমুখে যাইবে। উহারা উভয়ে এইরূপে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমি পরম সুখে ইন্দ্র যেমন শচীকে, সেইরূপ সীতাকে আনয়ন করিব। মারীচ! আজ তোমাকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিতেছি, তুমি এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া, যথায় ইচ্ছা গমন করিও। এক্ষণে চল, আমিও সরথে দণ্ডকারণ্যে তোমার অনুসরণ করিব, এবং রামকে বঞ্চনা ও যুদ্ধব্যতীত সীতা লাভ করিয়া, পরে তোমারই সহিত লঙ্কায় যাইব। এক্ষণে যদি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর, তবে অদ্যই আমি তোমাকে বিনাশ করিব। অতঃপর মরণ-ভয়ে তোমায় অবশ্য এই কার্য্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, তাহার কখন সুযশ নাই। এক্ষণে অধিক আর কি বলিব, আমার সহিত বিরোধ করিলে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে; তুমি ইহা স্থির জানিয়া, যাহা শ্রেয় বোধ হয়, তাহাই কর।

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ রাজার অনুরূপ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, মারীচ অশঙ্কুচিত্তচিত্তে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রাক্ষস! কোন্ পামর তোমাকে পুত্র অমাত্য ও রাজ্যের সহিত উৎসন্ন হইতে পরামর্শ দিল? কোন্ দুরাচার তোমার সুখ দর্শনে অসুখী হইল? কোন্ নির্ব্বোধ তোমাকে উপায়চ্ছলে মৃত্যুদ্বার প্রদর্শন করিল? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়ই বা তোমায় এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিল? তুমি স্বকৃত উপায়ে নিপাত হইবে, ইহাই তাহার সংকল্প। তোমার বিপক্ষেরা অপেক্ষাকৃত হীনবল, তুমি প্রবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হও, তাহারা নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! যে সকল মন্ত্রী তোমাকে বিপথগামী দেখিয়া নিবারণ করিতেছে না, তাহারা বধ্য, কিন্তু তুমি কি কারণে তাহাদিগকে বধ করিতেছ না? রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, অসৎ পথে পদার্পণ করিলে, সৎস্বভাব সচিবেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু

তোমাতে ইহার অন্যথা দেখিতেছি। তাঁহারা রাজপ্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও যশ সমস্তই প্রাপ্ত হন ; তাঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিলে এই সকল বিফল হইয়া যায় এবং অন্যান্য লোকেরও বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলত রাজা, ধর্ম্ম ও যশের নিদান, সুতরাং সকল কালে তাঁহাকে সাবধান করা আবশ্যক। যে রাজা উগ্রস্বভাব দুর্ব্বিনীত ও প্রতিকূল, তিনি কখনই রাজ্য পালন করিতে পারেন না। যিনি অসৎ উপায়-প্রবর্ত্তক মন্ত্রির সাহায্যে কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তিনি উহার সহিত বিষম স্থলে অধীর সারথিসহ রথের ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হন। যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সাধু, এমন অনেকেই ইহ লোকে অন্যের অপরাধে সপরিবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে রাজা উগ্রদণ্ড ও প্রতিকূল, তাঁহার অধীনস্থ প্রজারা শৃগালরক্ষিত মৃগের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। রাবণ! তুমি ক্রূর নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, তুমি যে সকল রাক্ষসের রাজা, তাহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যদিচ আমি অকস্মাৎ রামের হস্তে প্রাণত্যাগ করি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কিন্তু তুমি যে অচিরাৎ সসৈন্যে উৎসন্ন হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। সেই মহাবীর আমাকে বিনাশ করিয়া. শীঘ্র তোমাকে সংহার করিবেন। তাঁহার হস্তে যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তাঁহার দর্শনমাত্র আমার

নষ্ট হইতে হইবে, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া সবান্ধবে মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিবে। অথবা যদি তুমি আমার সহিত আশ্রম হইতে জানকীকে আনিতে পার, তাহা হইলে তুমি স্ববংশে থাকিবে না, আমি উৎসন্ন হইব, এবং লঙ্কাও ছার খার হইবে। রাবণ! আমি তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, আমি তোমাকে বারংবার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আমার কথা তোমার সহ্য হইতেছে না; মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ লঙ্কাধিপতি রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া, তাহার ভয়ে দুঃখিতমনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শরশরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্ব্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যমদণ্ডে বিনষ্ট হইবে, রাম তোমার পক্ষে তৎস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিব, তুমি কুশলে থাক, আমি চলিলাম।

রাবণ মারীচের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যারপর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল, এবং উহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, তাত! তুমি আমারই অভিপ্রায়ানুরূপ এই পৌরষের কথা কহিলে। এখন তোমায় মারীচ বোধ হইল, এতক্ষণ তুমি যেন অন্য কোন রাক্ষস ছিলে। অতঃপর তুমি আমার সহিত এই বিমানগামী রত্নখচিত গর্দ্দভবাহন রথে আরোহণ কর। তুমি সীতাকে

প্রলোভন দেখাইয়া, পরে যথায় ইচ্ছা যাইও। ঐ সুযোগে আমিও নির্জন পাইয়া, বল পূর্ব্বক তাহাকে আনিব।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ বিমানাকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে আশ্রম হইতে যাত্রা করিল, এবং গ্রাম নগর নদী ও পর্ব্বত সকল দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হইল। পরে রাবণ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মারীচের কর ধারণ পূর্ব্বক কহিল, তাত! ঐ রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা যে কারণে আগমন করিলাম, তুমি অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান কর।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হইল। উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ততুল্য, পার্শ্বভাগ মধুক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্ম-পরাগের অনুরূপ, স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর বৈদূর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত, সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও ঊর্দ্ধে শোভিত। তৎকালে উহার এই অপূর্ব্ব রূপে রমণীয় বন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণ করত, কদলী-

বাটিকায় প্রবেশ করিল। পরে কর্ণিকার বনে গিয়া জানকীর দৃষ্টিপথে পড়িবার ইচ্ছায় মৃদুপদে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সে একবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কিয়ৎক্ষণ দ্রুতবেগে গেল, আবার ফিরিল, কখন ক্রীড়ায় মত্ত, কখন উপবিষ্ট, কখন রামের আশ্রমদ্বারে গিয়া মৃগযূথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আবার এক দল মৃগের অনুগত হইয়া আইসে। এই রূপে সে জানকীর প্রতীক্ষায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নানা রূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অরণ্যের অন্যান্য মৃগেরা উহার দর্শনমাত্র নিকটস্থ হইয়া, দেহ আঘ্রাণ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল। মারীচ মৃগবধে সুপটু, কিন্তু তৎকালে স্বভাব গোপনে রাখিবার জন্য সংস্পর্শেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিল না।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন-প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়িনীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

স্বর্ণবর্ণা জানকী ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উহাঁকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, মারীচই এই মৃগ হইয়াছে। যে সমস্ত রাজা মৃগয়াবিহারার্থ পুলকিতমনে অরণ্যে আইসেন, ঐ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, এক্ষণে মায়াবলেই রমণীয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব, ইহা যে রাক্ষসী মায়া, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না।

জানকী বঞ্চনাবলে হতজ্ঞান হইয়া আছেন, লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে

রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্য মৃগ চমর সৃমর ভল্লুক বানর ও কিন্নর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শান্তভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এইরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। ঐ নানাবর্ণচিত্রিত শশাঙ্ক-শোভন রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা উহার কি রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করিব; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে; এবং ভরত, তুমি, শ্বশ্রূগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই যার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ নক্ষত্র-পথচিত্রিত মৃগকে দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, সীতার মৃগলাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। আজ এই মৃগ অসামান্য রূপের জন্য আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর কথা দূরে থাক, চৈত্ররথ কাননেও ইহার অনুরূপ একটি নাই॥ ইহার দেহে স্বর্ণবিন্দুখচিত অনু-লোম ও বিলোম রোমরাজি কেমন শোভা পাইতেছে! মুখ-বিকাশকালে অনলশিখাতুল্য উজ্জ্বল জিহ্বা মেঘ হইতে বিদ্যু-তের ন্যায় কেমন নিঃসৃত হইতেছে! ইহার আস্যদেশ ইন্দ্রনীল-ময় পানপাত্রের ন্যায় সুন্দর, এবং উদর শঙ্খ ও মুক্তার ন্যায় মনোহর। জানি না, এই নিরুপম মৃগকে নয়নগোচর করিলে কাহার মন প্রলোভিত না হয়? এই স্বর্ণপ্রভ রত্নময় দিব্য রূপ দর্শনে কে না বিস্মিত হইয়া উঠে? বৎস! ভূপালগণ মাংসের জন্য হউক, বা বিহারার্থই হউক, বনে গিয়া মৃগ বধ করেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে মণিরত্নাদি ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক-গত জীবের সঙ্কল্পমাত্রসিদ্ধ ভোগ্য পদার্থের ন্যায় এই কোশ-বর্দ্ধন বন্য ধন যে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখ, অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্য্যের উদ্দেশে অবিচারিত চিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জানকী এই মৃগের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে

আমার সহিত উপবেশনে অভিলাষ করিয়াছেন। বোধ হয়, কদলী * ও প্রিয়কের* এবং ছাগ ও মেষের চর্ম্ম স্পর্শগুণে ইহার অনুরূপ হইবে না। পৃথিবীর এই সুন্দর মৃগ এবং নক্ষত্ররূপ গগন-চারী মৃগ এই উভয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৎস! তুমি ইহাকে রাক্ষসী মায়া বলিয়া অনুমান করিতেছ, যদি বাস্তব তাহাই হয়, তথাচ ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এই নৃশংস মারীচ অরণ্যে বিচরণ করত মহর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে, এবং যে সকল রাজা মৃগয়ায় আইসেন, তাঁহারাও ইহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি উদরস্থ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিত। বহু দিবসের পর সে একদা তেজস্বী অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপনার মাংস আহার করাইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি শ্রাদ্ধান্তে উহাকে স্বরূপ আবিষ্কারে ইচ্ছুক দেখিয়া, হাস্যমুখে এইরূপ কহেন, বাতাপে! তুমি এই জীবলোকে পাপের বিচার না করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বতেজে পরাভব করিয়াছ, আজ সেই অপরাধে তোমাকে আমার উদরে জীর্ণ হইতে হইল। লক্ষ্মণ! আমি ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয়, দুরাত্মা মারীচ আমাকেও যখন অতিক্রম করিবার চেষ্টায় আছে, তখন বাতাপির ন্যায় ইহাকেও

---

* মৃগ বিশেষ।

মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। ইহাঁকে রক্ষা করাই আমাদিগের মুখ্য কার্য্য হইতেছে। যদি এই মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব, আর যদি বস্তুতই মৃগ হয়, লইয়া আসিব। দেখ, সীতার মৃগচর্ম্ম লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। বলিতে কি, আজ এই চর্ম্ম-প্রধান মৃগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যাবৎ আমি এক শরে উহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি আশ্রমমধ্যে সীতার সহিত সাবধানে থাকিও। আমি ইহাকে হনন ও ইহার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আসিব। লক্ষ্মণ! মহাবল জটায়ু বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ, তুমি ইহাঁর সহিত সতর্ক ও সর্ব্বত্র শঙ্কিত হইয়া সীতাকে রক্ষা কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া, স্বর্ণমুষ্টি-সম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন, এবং স্থলত্রয়ে আনত বীরভূষণ শরাসন গ্রহণ ও দুই তূণীর বন্ধন করিয়া চলিলেন। তখন ঐ হিরণ্ময় হরিণ উহাঁকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে লুক্কায়িত হইল, পরক্ষণে আবার দর্শন দিল; রাম, যেখানে মৃগ সেই দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যেন সে সম্মুখে রূপের ছটায় জ্বলিতেছে। ঐ সময় মৃগ এক এক বার রামকে দেখে, আবার ধাবমান হয়। কখন সে শরপাত পথ অতিক্রম করে, এবং কখন বা যেন হস্তগত হইল, এই ভাবে লোভ দেখা-ইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার আত্মনাশের শঙ্কা প্রবল হইল, মনও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, এবং যেন সে আকাশেই মহা-বেগে যাইতে লাগিল। সে একবার দৃষ্ট, আবার অদৃষ্ট হয়; মুহূর্ত্তমধ্যে দর্শন দিল, পুনরায় দূরে গিয়া প্রকাশ হইল। এইরূপে সে ছিন্নভিন্ন মেঘে আচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায়

লক্ষিত হইল এবং ক্রমশ আশ্রম হইতে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল।

তখন মৃগলোলুপ রাম এই ব্যাপার দর্শনে মুগ্ধ ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক তৃণাচ্ছন্ন স্থানে ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ হরিণ অন্যান্য মৃগে পরিবৃত হইয়া, দূর হইতে আবার দৃষ্ট হইল। রামও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পুনরায় ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে মৃগ অতিশয় ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ লুক্কায়িত হইল, এবং পুনর্ব্বার অতিদূরে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দেখা দিল। পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণ পূর্ব্বক, পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষপ্রমাণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, আর্ত্তস্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জ্জন করিল। অনন্তর রাবণের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিল, এক্ষণে সীতা কোন্ উপায়ে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিবেন, এবং কিরূপেই বা রাবণ নির্জ্জন পাইয়া

সীতাকে লইয়া যাইবে। তখন রাবণের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই তাহার সঙ্গত বোধ হইল, এবং সে রামের অনুরূপ স্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া চীৎকার করিল। তাহার মৃগরূপ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এবং সে বিকট রাক্ষসমুর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তখন রাম তাহাকে মর্ম্মে আহত ও শোণিতলিপ্ত দেহে ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া লক্ষ্মণের কথা ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, যে ইহা রাক্ষসী মায়া, বস্তুত এক্ষণে তাহাই হইল; আমি মারীচকেই বিনাশ করিলাম। যাহাই হউক, এই রাক্ষস তারস্বরে, হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলিয়া দেহত্যাগ করিল, না জানি, জানকী এই শব্দ শুনিয়া কি হইবেন! এবং লক্ষ্মণেরই বা কি দশা ঘটিবে! এই ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল এবং যার পর নাই ভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর তিনি অন্য মৃগ বধ করিয়া, তাহার মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল। তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন; আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি এক জন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে পাইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন

করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে। এই কারণে তুমি তাঁহার অদর্শনেও বিশ্বস্তমনে রহিয়াছ। এক্ষণে তুমি যাহাঁকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, তাঁহার প্রাণসংশয় ঘটিলে আমার বাঁচিয়া আর কি হইবে!

জানকী চকিত মৃগীর ন্যায় শোকাক্রান্তমনে বাষ্পাকুল-লোচনে এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, দেবি! দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস ও সর্পেরাও তোমার ভর্ত্তাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। সেই ইন্দ্রতুল্য রামের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এমন আর কাহা-কেও দেখি না। তিনি সকলের অবধ্য, সুতরাং আমার প্রতি ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা, তোমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে রাম এস্থানে নাই, সুতরাং তোমাকে বনমধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। দেখ, রামের বল অতিবলবানেরাও প্রতি-হত করিতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ত্রিলোকের লোক একত্র হইলেও তাঁহার বিক্রমে পরাস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, সন্তাপ দূর কর। রাম সেই ছদ্মমৃগ বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আসিবেন। তুমি যাহা শুনিলে, ইহা তাঁহার স্বর নয়, এবং আর কোন দৈববাণীও নহে, ইহা সেই দুরাত্মা মারীচেরই মায়া। দেবি! মহাত্মা রাম তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া

গিয়াছেন, সুতরাং তোমায় একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমি কিছুতেই সাহস করি না। দেখ, জনস্থানের উচ্ছেদসাধন ও খরের নিধন এতন্নিবন্ধন রাক্ষসগণের সহিত আমাদিগের বৈর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই সকল হিংসাবিহারী পামর আমাদের মোহ উৎপাদনার্থ বনমধ্যে বিবিধরূপ কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং তুমি কিছুই চিন্তা করিও না।

তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন, নৃশংস! কুলাধম! তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয়, রামের বিপদ্ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট! এক্ষণে তুই, ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে। আমি সেই কমললোচন নীলোৎপল শ্যাম রামকে উপভোগ করিয়া, কিরূপে অন্যকে প্রার্থনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নিশ্চয় কহিতেছি, আমি রাম বিনা ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে আর জীবিত থাকিব না।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! তুমি আমার পরম দেবতা;

তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। অনুচিত কথা প্রয়োগ করা, স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা সর্ব্বত্র প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অত্যন্ত চপল ধর্ম্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতে আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমায় ন্যায্যই কহিতে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যার পর নাই, কটূক্তি করিলে। দেবি! তুমি যখন আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক্; মৃত্যু এতান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি কেবল স্ত্রীসুলভ দুষ্ট স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমায় ঐরূপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।

তখন জানকী সজলনয়নে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রাম বিনা গোদাবরীর জলে বা অনলে প্রবেশ করিব, উদ্বন্ধনে বা তীক্ষ্ণ বিষপানে বিনষ্ট হইব, অথবা উচ্চ স্থল হইতে দেহপাত

করিব ; কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিব না। জানকী এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখভরে উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ একান্ত বিমনা হইয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জানকী তৎকালে উহাঁকে আর কিছুই কহিলেন না। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করত তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্র জানকীর নিকট উপস্থিত হইল। উহার পরিধান শ্লক্ষ্ণ কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামস্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা। সে এইরূপ ভিক্ষুরূপ ধারণ পূর্ব্বক, গাঢ় অন্ধকার যেমন সূর্য্যচন্দ্রশূন্যা সন্ধ্যার, তদ্রূপ সেই রামলক্ষ্মণ-বিরহিতা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং কেতু গ্রহ যেমন শশাঙ্কহীনা রোহিণীকে, তদ্রূপ আশ্রমমধ্যে গিয়া উহাঁকে দর্শন করিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ঠুর লোহিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে! দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষশ্রেণী অমনি নিস্পন্দ হইল, বায়ুর গতিরোধ হইয়া গেল, এবং গোদাবরী বেগবতী হইলেও ভয়ে মন্দবেগে চলিল।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ভব্য ভিক্ষুকরূপে শনি যেমন চিত্রার, তদ্রূপ ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ

হইয়া রহিল। তৎকালে সীতা দীনমনে সজলনয়নে পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, বদন পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর, এবং ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় মনোহর। তিনি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন ধারণ করিয়া, সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায় প্রভাপুঞ্জে শোভমান হইতেছিলেন। রাবণ উহাঁকে দেখিয়া কামে মোহিত হইল, এবং বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক, তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বিনীত বাক্যে কহিতে লাগিল, হেমবর্ণে! তুমি পদ্মমাল্যধারিণী পদ্মিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। বোধ হয়, তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অপ্সরা, অষ্টসিদ্ধি বা স্বৈরচারিণী রতি হইবে। তোমার দন্ত-সকল সম চিক্কণ পাণ্ডুবর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র; নেত্র নির্ম্মল, তারকা কৃষ্ণ ও অপাঙ্গ আরক্ত; তোমার নিতম্ব মাংসল ও বিশাল; উরু করিশুণ্ডাকার এবং স্তনদ্বয় উচ্চ সংশ্লিষ্ট বর্ত্তুল কমনীয় ও তালপ্রমাণ, উহার মুখ উন্নত ও স্থূল, উহা উৎকৃষ্ট রত্নে অলঙ্কৃত এবং যেন আলিঙ্গনার্থ উদ্যত রহিয়াছে। অয়ি চারুহাসিনি! নদী যেমন প্রবাহবেগে কূলকে, সেইরূপ তুমি আমার মনকে হরণ করিতেছ। তোমার কেশ কৃষ্ণ ও কটিদেশ সূক্ষ্ম, বলিতে কি, দেবী গন্ধর্ব্বী যক্ষী ও কিন্নরীও তোমার অনুরূপ নহে; ফলত আমি তোমার তুল্য নারী পৃথিবীতে আর কখন দেখি নাই। তোমার এই উৎকৃষ্ট রূপ, সুকুমারতা, বয়স ও

নির্জ্জন-বাস আমার মন একান্ত উন্মত্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, এখানে থাকা কোনও মতে তোমার উচিত হইতেছে না। ইহা কামরূপী ভীষণ রাক্ষসগণের বাসস্থান। রমণীয় প্রাসাদ, সমৃদ্ধ নগর ও সুবাসিত উপবনে বিহার করাই তোমার যোগ্য। সুন্দরি! তোমার কণ্ঠের মাল্য তোমার অঙ্গের গন্ধ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র, এবং তোমার স্বামীকেও আমার সর্ব্বোত্তম বোধ হইতেছে। তুমি রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের কি কেহ হইবে? তুমি যে দেবতা, ইহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এই অরণ্যে দেব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আগমন করেন না, ইহা রাক্ষসগণের বাসভূমি, তুমি কিরূপে এখানে আইলে? এই বনে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর ও কঙ্ক সকল নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে, দেখিয়া তোমার মনে কি ভয় হইতেছে না? তুমি একাকী রহিয়াছ, ভীষণ মত্ত হস্তী-সকল হইতে কি তোমার ত্রাস জন্মিতেছে না? এক্ষণে বল, তুমি কে? কাহার? এবং কোথা হইতে এবং কি নিমিত্তই বা এই রাক্ষসপূর্ণ ঘোর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

তখন জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথি-সৎকার করিলেন এবং উঁহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অন্ন প্রস্তুত। ঐ সময় তিনি সেই রক্তবসনশোভিত কমণ্ডলুধারী সৌম্যদর্শন

রাবণকে কিছুতে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; প্রত্যুত নানা চিহ্নে ব্রাহ্মণ অনুমান করিয়া, উহাকে ব্রাহ্মণবৎ নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্র ! এই আসন উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন।

অনন্তর রাবণ আত্মনাশের জন্য বল পূর্ব্বক সীতা হরণের সংকল্প করিল। তখন সীতা মৃগগ্রহণার্থ নির্গত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্ব্বক কেবল শ্যামল বনই দেখিতে লাগিলেন, উহাঁদের আর কোন উদ্দেশই পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর পরিব্রাজকরূপী রাবণ জানকীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। জানকী মনে করিলেন, ইনি অতিথি ব্রাহ্মণ, যদি আত্মপরিচয় না দেই, এখনই অভিসম্পাত করিবেন ; তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের কন্যা, রামের সহধর্ম্মিণী, নাম সীতা। আমি বিবাহের পর স্বামিগৃহে দিব্য সুখসম্ভোগে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহন করি। পরে ত্রয়োদশ বৎসরে মহারাজ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে রাজ্য দিবার সংকল্প করেন। অভিষেকের সামগ্রীও সংগ্রহ হইল। এই অবসরে আর্য্যা কৈকেয়ী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজাকে অঙ্গীকার করাইয়া, রামের নির্ব্বাসন ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, রাজন্ ! আজ আমি পান ভোজন ও শয়ন করিব না ; যদি রামকে অভিষেক কর, তবে এই পর্য্যন্তই আমার প্রাণান্ত হইল।

কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ভোগসাধন প্রচুর ধন দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাঁহার বাক্যে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। তখন রামের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, এবং আমার অষ্টাদশ। রাম সত্যনিষ্ঠ সুশীল ও পবিত্র; তিনি সকলেরই হিতাচরণ করিয়া থাকেন। কামুক রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন না। রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী খর বাক্যে তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, শুন, তোমার পিতা আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি ভরতকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিব, এবং রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাস দিব।" রাম! এক্ষণে অরণ্যে যাও, এবং পিতৃসত্য পালন কর।

রাম এই বাক্য শ্রবণমাত্র অকুতোভয়ে সম্মত হইলেন, এবং ঐ ব্রতশীল তদনুযায়ী কার্য্যও করিলেন। তিনি দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণ বিমুখ, এবং সত্যই কহিবেন, কিন্তু মিথ্যায় একান্ত পরাঙ্মুখ। ফলত তিনি এই রূপই ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণ উহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ঐ ব্রতধারী, আমাদের উভয়ের বনগমন দর্শনে ব্রহ্মচারী হইয়া, সশরাসনে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি উহাঁর সমরসহায়। ব্রহ্মন্! রাম জটাযুট ধারণ পূর্ব্বক মুনিবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ

করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়া, স্বতেজে নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছি। তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর, এস্থানে অবশ্য বাস করিতে পাইবে। আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর তুমিও আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দেও, এবং কি কারণে একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাও বল।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে রাবণ দারুণ বাক্যে কহিল, জানকি! যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কৌশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া স্বীয় ভার্য্যাতে আর প্রীতি অনুভব করিতে পারি না। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধান মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে, এবং এই বনবাসে আর ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে সবিশেষ অনাদর পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির, এবং সাগরের

ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজতুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বট বৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্য-প্রতিজ্ঞ কীর্ত্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যাহাঁর বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহ-বৎ মন্থরগামী; সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া, দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস্*। তুই মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস্? দুই হস্তে মন্দর গিরিকে ধারণ এবং কালকূট পান করিয়া সুমঙ্গলে গমন সংকল্প করিয়াছিস্? সূচীমুখে চক্ষু মার্জ্জন এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন অভিলাষ করিতেছিস্। কণ্ঠে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক সমুদ্র সন্তরণ, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রহণ, প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শূলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ করিবার বাসনা করিতেছিস্। দেখ্, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর,

---

* মৃত্যুলক্ষণ।

ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রের যে অন্তর, অমৃত ও কাঞ্জিকের যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, চন্দন ও পঙ্কের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, কাক ও গরুড়ের যে অন্তর, মদ্গু ও ময়ূরের যে অন্তর এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, তোর ও রামের সেইরূপই জানিবি। ঐ ইন্দ্রপ্রভাব ধনুর্ব্বাণধারী রাম বিদ্যমানে যদিও তুই আমাকে লইয়া যাস্, তাহা হইলে আমি ঘৃত ভোজনে মক্ষিকার ন্যায় নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব।

সরলা সীতা রাবণকে এই প্রকার ক্লেশের কথা কহিয়া বায়ুবেগে কদলীতরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

তখন কৃতান্ততুল্য রাবণ, এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ললাটে ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সীতার মনে ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত কহিতে লাগিল, জানকি! আমি কুবেরের সাপত্ন ভ্রাতা, নাম প্রবল-প্রতাপ রাবণ। লোকে মৃত্যুকে যেমন ভয় করে, তদ্রূপ দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী ও সর্প সকল আমার ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে। এক সময়ে কোন কারণে কুবেরের সহিত আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে আমি রোষপরবশ হইয়া, স্ববীর্য্যে উহাকে পরাজয় করি। তদবধি সে আমার ভয়ে সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী পরিহার পূর্ব্বক গিরিবর কৈলাসে গিয়া বাস করিতেছে। পুষ্পক নামে উহার এক কামগামী বিমান ছিল, আমি ভুজবলে তাহাও আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। অতঃপর সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। জানকি! যখন আমি রোষাবিষ্ট হই, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার মুখ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করেন। আমি যথায়

অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হন, সূর্য্য আকাশে শীতলমূর্ত্তি ধারণ করেন, বৃক্ষের পত্র আর কম্পিত হয় না, এবং নদী সকলও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সমুদ্রপারে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কা নামে আমার এক পুরী আছে। উহা ভীষণ রাক্ষসে পরিপূর্ণ, এবং ধবল প্রাকারে পরিবেষ্টিত। উহার পুরদ্বার বৈদূর্য্যময় এবং কক্ষ্যা সকল স্বর্ণরচিত। উহাতে হস্তী অশ্ব ও রথ প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে। উহার উদ্যান রমণীয় এবং অভীষ্টফলপূর্ণ বৃক্ষে শোভিত। সীতে! আমার সহিত সেই লঙ্কা নগরীতে বাস করিলে, মানুষী সহচরীদিগের কথা তোমার স্মরণ হইবে না, এবং দিব্য ও পার্থিব ভোগ উপভোগ করিলে, অল্পায়ু মনুষ্য রামকে আর মনেও আসিবে না। দেখ, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া, দুর্ব্বল জ্যেষ্ঠকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নির্ব্বোধ তাপসকে লইয়া আর কি করিবে। আমি রাক্ষসনাথ, আমাকে রক্ষা কর; আমি স্বয়ং উপস্থিত, আমাকে কামনা কর। আমি কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইতেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে। উর্ব্বশী যেমন পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, আমায় নিরাশ করিলে, তোমায় সেইরূপই করিতে হইবে। জানকি! মনুষ্য রাম সংগ্রামে আমার এক অঙ্গুলীর

বলও সহিতে পারে না, আমি তোমার ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে কামনা কর।

সীতা এই কথা শুনিবামাত্র রোষারুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস! তুই সকল দেবতার পূজ্য কুবেরকে ভ্রাতৃত্বে নির্দ্দেশ করিয়া, কিরূপে অসৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। তুই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কর্কশ; তুই যাহাদের রাজা, সেই সমস্ত রাক্ষস নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সুররাজ ইন্দ্রের নিরূপমরূপা শচীকে হরণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু দেখ্, আমি রামের পত্নী, আমাকে হরণ করিলে কখনই কুশলে থাকিতে পারিবি না। তুই অমৃত পানে অমর হইলেও এই কার্য্যে কিছুতে নিস্তার পাইবি না।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি! তুমি উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ণ শরে সূর্য্যকে ছেদ এবং ভূতল-কেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বে উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত কর।

এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখালাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তদ্দণ্ডে সৌম্য পরি-ব্রাজকরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণা-লঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ

ধারণ পূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত, সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিল, ভদ্রে! যদি তুমি ত্রিলোকবিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ হইতেছি। তুমি চিরজীবন আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার সবিশেষ শ্লাঘার হইব। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া. আমাতেই অনুরক্ত হও। অয়ি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্ব্বোধ, স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া, এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসঙ্কল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ?

কামোন্মত্ত দুষ্টস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিল। সে বাম হস্তে উহাঁর কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে ঊরুযুগল ধারণ করিল। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ গিরি-শৃঙ্গসঙ্কাশ মৃত্যুসদৃশ তীক্ষ্ণদশন রাবণকে দর্শন পূর্ব্বক ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ঘোর ও

কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিল। সীতা অতিমাত্র কাতর হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামোন্মত্ত রাবণ একান্ত অসম্মতা হইলেও উহাঁকে লইয়া সহসা আকাশপথে উত্থিত হইল।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায় শোকাতুরার ন্যায় উদ্ভ্রান্তমনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সুখ ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বল পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না। বীর! তুমি দুর্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যই ফলে না, সস্য সুপক্ক হইতে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ! তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্। হা! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকাম হইলেন। এক্ষণে জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হংসকুল-

কোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। এই স্থানে যে কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হা! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহ লোক হইতেও অন্তরিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনিবেন।

সীতা নিতান্ত কাতর হইয়া, করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাঁর দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য জটায়ু! দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস আমাকে অনাথার ন্যায় লইয়া যায়। এই দুর্ম্মতি অত্যন্ত ক্রূর বলবান্ ও গর্ব্বিত; বিশেষত ইহার হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে। ইহাকে নিবারণ করা তোমার কর্ম্ম নয়। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও।

পঞ্চাশ সর্গ।

তৎকালে জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র রাবণকে দেখিতে পাইলেন, এবং জানকীকেও দর্শনকরিলেন। তখন ঐ গিরিশৃঙ্গাকার প্রখরতুণ্ড বিহঙ্গ বৃক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, রাবণ! আমি সত্যসংকল্প, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাবল। আমি পক্ষিগণের রাজা; নাম জটায়ু। ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমার সমক্ষে এইরূপ গর্হিতাচরণ করা তোমার উচিত হইতেছে না। দাশরথি রাম সকলের অধিপতি, এবং সকলেরই হিতকারী; তিনি ইন্দ্র ও বরুণতুল্য। তুমি যাঁহাকে হরণ করিবার বাসনা করিয়াছ, ইনি সেই রামেরই সহধর্ম্মিণী, নাম যশস্বিনী সীতা। রাবণ! পরস্ত্রীস্পর্শ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য নহে; বিশেষত রাজপত্নীকে সর্ব্বপ্রযত্নেই রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এক্ষণে এই পরস্ত্রীসংক্রান্ত নিকৃষ্ট বুদ্ধি

পরিত্যাগ কর। নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। অন্যে যে কার্য্যের নিন্দা করিতে পারে, বিচক্ষণ লোক তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। দেখ, শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। রাজা উত্তম পদার্থের আধার; তিনি সকলের ধর্ম্ম ও কাম; পুণ্য বা পাপ তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসরাজ! তুমি পাপস্বভাব ও চপল; পাপীর দেবযান বিমান লাভের ন্যায় জানি না, ঐশ্বর্য্য কিরূপে তোমার হস্তগত হইল? স্বভাব দূর করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। রাবণ! বীর রাম তোমার গ্রামে বা নগরে কোনরূপ অপরাধ করেন নাই, এখন তুমি কেন তাঁহার অপকার করিতেছ? দেখ, জনস্থানে খর শূর্পণখার জন্য অগ্রে গর্হিত ব্যবহার করে, সেই হেতু রামও তাহাকে সংহার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি যাঁহার পত্নীকে লইয়া যাইতেছ, যথার্থই বল, ইহাতে তাঁহার কি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? যাহাই হউক, তুমি অবিলম্বে রামের সীতাকে পরিত্যাগ কর। বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐ মহাবীর অনলকল্প ঘোর চক্ষে সেইরূপ যেন তোমায় দগ্ধ না করেন। তুমি বস্ত্রপ্রান্তে তীক্ষ্ণবিষ ভুজঙ্গকে বন্ধন করিয়াছ, কিন্তু বুঝিতেছ না; গলে কালপাশ সংলগ্ন

করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছ না। যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয়, এইরূপ ভার বহন করা উচিত; যাহা নির্ব্বিঘ্নে জীর্ণ হইয়া থাকে, এইরূপ অন্ন ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম কীর্ত্তি ও যশ কিছুই নাই, কেবল শারীরিক ক্লেশ স্বীকারমাত্র ফল, এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোনমতেই শ্রেয়স্কর নহে।

রাবণ! আমি বহুকাল পৈতৃক পক্ষিরাজ্য শাসন করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম ষষ্টি সহস্র বৎসর, আমি বৃদ্ধ, তুই যুবা, তোর হস্তে শর শরাসন, সর্ব্বাঙ্গে বর্ম্ম, এবং তুই রথোপরি অবস্থান করিতেছিস্, তথাচ আমার সমক্ষে জানকীকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবি না। যেমন ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না, সেইরূপ তুইও আমার নিকট হইতে সীতাকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবি না। দুর্বৃত্ত! এক্ষণে ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, বীর হোস্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় সমরে শয়ন করিবি। যিনি বারংবার দানবদল দলন করিয়াছেন, সেই চীরধারী রাম তোরে অচিরাৎই বধ করিবেন। আমি আর বিশেষ কি করিব? ঐ দুই রাজকুমার দূর বনে গমন করিয়াছেন; নীচ! তুই তাঁহাদিগকে দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করিবি। যাহাই হউক, অতঃপর আমি থাকিতে রামের প্রিয়মহিষী কমললোচনা জানকীকে হরণ করা তোর সহজ হইবে না।

আমি প্রাণপণেও সেই মহাত্মা রামের এবং রাজা দশরথের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। এক্ষণে তুই মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর্, দেখ্, বৃন্ত হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সেইরূপ রথ হইতে তোরে পাতিত করিব। আমার যেমন সামর্থ্য, আজ তুই তদনুরূপই যুদ্ধাতিথ্য লাভ করিবি।

একপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর স্বর্ণকুণ্ডলধারী রাবণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া, লোহিতলোচনে জটায়ুর নিকট দ্রুতবেগে গমন করিল। তখন নভোমণ্ডলে দুইটি মেঘ বায়ুপ্রেরিত হইয়া যেমন পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ ঐ উভয়ে সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, দুই সপক্ষ মাল্যবান পর্ব্বত রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন রাবণ জটায়ুকে লক্ষ্য করিয়া, নালীক নারাচ ও সুতীক্ষ্ণ বিকর্ণি বর্ষণ আরম্ভ করিল। জটায়ু তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসে সহ্য করিলেন, এবং প্রখর নখ ও চরণ দ্বারা উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, জটায়ুর বধকামনায় মৃত্যুদণ্ডসদৃশ অতিভীষণ সরলগামী দশটি শর গ্রহণ এবং তৎসমুদায় আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে উহাকে বিদ্ধ করিল। তখন জানকী

সজলনয়নে রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে জটায়ু অতিশয় কাতর হইয়া, রাবণের অস্ত্রজাল গণনা না করিয়াই উহার দিকে ধাবমান হইলেন, এবং চরণপ্রহারে উহার মুক্তা-মণিখচিত শর ও ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর রাবণ ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল, এবং অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অনবরত শরত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবল জটায়ু উহার শরে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়-স্থিত পক্ষীর ন্যায় শোভিত হইলেন, এবং পক্ষপবনে ঐ সমস্ত শর দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পদাঘাতে উহার অগ্নিকল্প প্রদীপ্ত শরাসন দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে পক্ষপবনে তাহাও অপসারিত করিয়া, স্বর্ণজালজড়িত পিশাচমুখ অনিলবেগ খরের সহিত ত্রিবেণুসম্পন্ন অনলবৎ উজ্জ্বল মণিসোপানমণ্ডিত কামগামী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র ও চামর ছিন্ন ভিন্ন এবং বহনে নিযোজিত রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে সারথির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। রাবণের ধনু নাই, রথ গিয়াছে, অশ্ব ও সারথিও নষ্ট হইয়াছে; সে কটিতটে জানকীকে গ্রহণ করিয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন এই ব্যাপার দর্শনে অরণ্যবাসিরা সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক জটায়ুর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরে রাবণ জটায়ুকে জরানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত হইতে

দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিল, এবং পুনর্ব্বার সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। উহার যুদ্ধ করিবার উপকরণ নষ্ট হইয়াছে, কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট। তখন সে সীতাকে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জটায়ু উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং উহাকে অবরোধ করিয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! যাঁহার শর বজ্রবৎ সুদৃঢ়, তুই রাক্ষসকুল ক্ষয় করিবার জন্য তাঁহারই ভার্য্যা হরণ করিতেছিস্? তৃষ্ণার্ত্ত যেমন জল পান করে, সেইরূপ তুই সপরিজনে এই বিষপান করিতেছিস্? যে মূর্খ কর্ম্মফল অনুধাবন করিতে পারে না, সে তোরই ন্যায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া মুক্ত হইবি? আমিষ খণ্ডের সহিত বড়িশ ভক্ষণ করিয়া মৎস্য কি পলাইতে পারে? দেখ্, রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহারা এই আশ্রমপদের পরাভব কোনও মতে সহিবেন না। তুই অত্যন্ত ভীরু, এক্ষণে যেরূপ গর্হিত কার্য্য করিলি, ইহা চৌর্য্য, এই প্রকার পথ কখন বীরের সমুচিত হইতে পারে না। এক্ষণে তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্, যদি বীর হোস্, ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। নিশ্চয় কহিতেছি, তুই খরেরই ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশয্যা আশ্রয় করিবি। যাহার মৃত্যু আসন্ন হয়, সে যেরূপ অধর্ম্ম করিয়াথাকে, তুই আত্মনাশের জন্য সেইরূপ কর্ম্মই করিতেছিস্? দুর্ব্বৃত্ত! যে কার্য্যের পাপই ফল,

বল, কে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, স্বয়ং ত্রিলোকীনাথ স্বয়ংভূও তদ্বিষয়ে সাহসী হইতে পারেন না।

জটায়ু এই বলিয়া সহসা রাবণের পৃষ্ঠদেশে পতিত হইলেন এবং যন্তা যেমন দুষ্ট হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া তাহাকে অঙ্কুশাঘাত করে, সেইরূপ তিনিও ঐ মহাবলকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রখর নখ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন উহার পৃষ্ঠে তুণ্ড সন্নিবেশ, কখন বা কেশ উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাবণ যার পর নাই ক্লিষ্ট হইল, ক্রোধে উহার ওষ্ঠ স্পন্দিত, এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে সে বামাঙ্কে জানকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে তল প্রহার করিল। জটায়ু তাহা সহ্য করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে উহার বাম ভাগের দশ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হস্ত ছিন্ন হইবামাত্র বল্মীক হইতে বিষজ্বালাকরাল উরগের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন রাবণ সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাক্রোধে জটায়ুকে মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত আরম্ভ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। জটায়ু রামের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাবণ সহসা খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক উহাঁর পক্ষ পদ ও পার্শ্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাবীর জটায়ুও অবিলম্বে মৃতকল্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর জটায়ু রুধিরলিপ্তদেহে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, জানকী দুঃখিতমনে ধাবমান হইলেন, এবং স্বজনের কোনরূপ বিপদ ঘটিলে লোকে যেমন তাহার সন্নিহিত হয়, তিনি সেইরূপে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রাবণও ঐ নীলমেঘাকার পাণ্ডুরবক্ষ পক্ষীকে প্রশান্ত দাবানলের ন্যায় নিপতিত দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ঐ চন্দ্রমুখী সীতা রাক্ষসবলমর্দ্দিত গৃধ্রুরাজ জটা-য়ুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সজলনয়নে দুঃখিতমনে কহিতে লাগি-লেন, হা! অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষির স্বর শ্রবণ, এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ, এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখে অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। রাম! আমার জন্য মৃগপক্ষিগণ অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, এক্ষণে তোমার যে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। এই বিহগরাজ জটায়ু কৃপা করিয়া, আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন।

তৎকালে সীতা ভীতমনে নিকটস্থকে যেরূপে বলিতে হয়, সেই প্রকারে কহিতে লাগিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আজ আমাকে রক্ষা কর। ঐ সময় তাঁহার মাল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। সীতা গিয়া সহসা একটি বৃক্ষকে লতার ন্যায় আলি-

ক্ষন করিলেন। রাবণ "ত্যাগ কর ত্যাগ কর" বারংবার এই বলিতে বলিতে উহাঁর নিকটস্থ হইল। জানকী হা রাম! হা রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্তও আত্মনাশের নিমিত্ত উহাঁর কেশমুষ্টি গ্রহণ করিল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্র চরাচর বিশ্বে নানা প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকারে সমুদায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়ু নিশ্চল, সূর্য্য প্রভাশূন্য হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দিব্যচক্ষে জানকীর পরাভব দর্শন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে বুঝি আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। তৎকালে দণ্ডকারণ্যের মহর্ষিগণ রাবণবধ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত অনুধাবন পূর্ব্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে সীতার কেশগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন।

সীতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন, রাবণ উহাঁকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইল। তখন ঐ স্বর্ণবর্ণা পীতবসনা, নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উহাঁর বস্ত্র উড্ডীন হওয়াতে রাবণ অগ্নিপ্রদীপ্ত পর্ব্বতবৎ নিরীক্ষিত হইল। ঐ সময় সীতার সৌরভযুক্ত রক্তোৎপলের পত্র সকল রাবণের গাত্রে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং উহাঁর স্বর্ণপ্রভ বস্ত্র উদ্ধূত হওয়াতে সে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। হা! সীতার বিমল

বদন রাবণের অঙ্কদেশে ; উহা মৃণালশূন্য পদ্মের ন্যায় নিতান্তই শ্রীহীন, গাঢ় মেঘ ভেদ করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছে। সীতার মুখ অকলঙ্ক, উহা হইতে পদ্মগর্ভের আভা নির্গত হইতেছে, ললাট সুদৃশ্য, কেশের প্রান্তভাগ সুন্দর, নাসিকা মনোহর, দশন নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং নেত্র বিশাল। ঐ মুখ হইতে জলধারা বিগলিত এবং তাহা মার্জ্জিত হইতেছে। উহা রাম বিনা রমণীয় দিবাচন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাবণ নীলবর্ণ, জানকী স্বর্ণবর্ণা, তিনি করিকণ্ঠাবলম্বিনী স্বর্ণকাঞ্চীর ন্যায় এবং মেঘে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার ভূষণশব্দে রাবণ গর্জ্জনশীল নির্ম্মল নীল-মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাঁহার মস্তকস্থ পুষ্প সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুবেগে পুনরায় রাবণের দেহ স্পর্শ করিল। তখন নির্ম্মল নক্ষত্রসমূহে সুমেরু যেমন শোভিত হয়, ঐ সকল পুষ্পদ্বারা রাবণও সেইরূপ শোভিত হইল।

পরে সীতার চরণ হইতে বিদ্যুৎতুল্য রত্নখচিত নূপুর স্খলিত হইয়া পড়িল। অগ্নিবর্ণ আভরণ সকল আকাশ হইতে তারকার ন্যায় ঝন ঝন শব্দে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তি রত্নহার বক্ষঃস্থল হইতে স্খলিত হইয়া, গগন-চ্যুত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইল। বৃক্ষ সকল উপরিস্থ

বায়ুর সংযোগে শাখাপল্লব কম্পিত করিয়া পক্ষিগণের কোলাহলচ্ছলে যেন অভয় দান করিতে লাগিল। সরোবরে পদ্ম শ্রীহীন, মৎস্যাদি জলচর সকল সচকিত; উহা যেন মুর্চ্ছাপন্ন সখীসম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সীতার ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে ধাবমান হইল। পর্ব্বত সকল প্রস্রবণরূপ অশ্রুমুখে শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া যেন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সূর্য্য নিষ্প্রভ দীন ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন। রাবণ রামের সীতাকে হরণ করিতেছে, আর ধর্ম্ম নাই, সত্য লোপ হইল, সরলতা ও দয়ার নামও রহিল না, সকলে দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশিশুগণ আতঙ্কে দীনমুখে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনদেবতারা ভয়নিষ্প্রভনয়নে এক একবার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন জানকী নিম্নে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার কেশপ্রান্ত দোলায়িত হইতেছে, সুরচিত তিলক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, চক্ষের জল অনর্গল বহিতেছে, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের অদর্শনে বিবর্ণ এবং ভয়ে একান্ত নিপীড়িত। দুর্বৃত্ত রাবণ আত্মনাশের নিমিত্ত আকাশপথে তাঁহাকে লইয়া চলিল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর সীতা রাবণকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া, ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং রোষ ও রোদননিবন্ধন আরক্ত-লোচন হইয়া করুণবচনে কহিলেন, নীচ! তুই আমাকে একাকী পাইয়া অপহরণ পূর্ব্বক যে পলাইতেছিস্, ইহাতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? দুষ্ট! তুই এই সংকল্পে কেবল আতঙ্ক-বশত মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া, আমার পতিকে দূরে লইয়া গিয়াছিস্। পরে যিনি আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, আমার শ্বশুরের সখা বিহঙ্গরাজ জটায়ুকেও বিনাশ করিলি। তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের এই যে, যুদ্ধে আমায় জয় করিতে পারিলি না। রক্ষক অসত্ত্বে পরস্ত্রী অপহরণ অত্যন্ত গর্হিত, এইরূপ কার্য্যে তোর কি লজ্জা হইতেছে না? তুই বীরাভিমানী, এক্ষণে সকলেই তোর এই পাপজনক কুৎসিত কর্ম্ম ঘোষণা করিবে। ইতিপূর্ব্বে তুই যাহা কহিয়াছিলি, সেই বীরত্বে ধিক্; এবং

তোর এই কুলকলঙ্কজনক চরিত্রেও ধিক্। তুই যখন আমায় এইরূপে হরণ করিয়া ধাবমান হইতেছিস্, তখন আমি আর কি করিব ; তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, জীবন থাকিতে যাইতে পারিবি না। সেই দুই রাজকুমারের চক্ষে পড়িলে, সসৈন্যেও তোর নিস্তার নাই। পক্ষী অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ যেমন সহিতে পারে না, সেইরূপ উহাঁদের শরস্পর্শ তোর কিছুতেই সহিবে না। এক্ষণে যদি তুই ভাল বুঝিস্, ত আমায় পরিত্যাগ কর্, অন্যথা আমার স্বামী রুষ্ট হইয়া, নিশ্চয় তোরে বিনাশ করিবেন। তুই যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিস্, তাহা অত্যন্ত জঘন্য, তোর সেই মনোরথ কোনক্রমে সফল হইবে না। আমি শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া, দেব-প্রভাব স্বামির অদর্শনে বড় অধিক দিন বাঁচিব না। রাক্ষস! এক্ষণে তুই আপনার কি শ্রেয় বুঝিতেছিস্ না। মনুষ্য মৃত্যু-কালে যেমন সকলই বিপরীত করে, তুই সেইরূপই করিতেছিস্ ; কিন্তু মুমূর্ষুর যাহা পথ্য, তোর তাহাতে অভিরুচি নাই। তুই যখন ভয়ের কারণ সত্ত্বে নির্ভয়, তখন তোর কণ্ঠে কালপাশ সংলগ্ন হইয়াছে। তোরে নিশ্চয়ই স্বর্ণ বৃক্ষ ও শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দর্শন করিতে হইবে ; স্বর্ণের পুষ্প বৈদুর্য্যের পল্লব ও লৌহকণ্টকে পূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বনও দেখিতে হইবে। যেমন বিষ পানে

লোকের প্রাণ নাশ হয়, সেইরূপ তুই সেই মহাত্মা রামের এই-রূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি। তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, এক্ষণে আর কোথায় গিয়া সুখী হইবি? যিনি একাকী নিমেষমধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রবিৎ মহাবল প্রিয়পত্নীহরণ অপরাধে তোরে তীক্ষ্ণশরে বধ করিবেন।

সীতা রাবণের ক্রোড়গত হইয়া, এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কঠোর কথায় তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন, এবং ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া, করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে দুরাত্মা রাবণও কম্পিতদেহে ঐ অধীর ও কাতর তরু-ণীকে লইয়া আকাশপথে যাইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেই না দেখিয়া, গিরিশিখরে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া, উহারা রামকে বলিবে, এই প্রত্যাশায় উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু রাবণ গমনত্বরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। এদিকে বসন ভূষণ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পিঙ্গলনেত্র বানরেরা নির্নিমেষ নয়নে বিশাললোচনা সীতাকে রোরুদ্যমানা দেখিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, পম্পা নদী অতিক্রম পূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর অভিমুখে চলিল। সে যেন তীক্ষ্ণদন্ত মহাবিষ ভুজঙ্গীকে এবং আপনার মৃত্যুরূপিণীকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিতমনে যাইতে লাগিল। অনন্তর ঐ দুর্ব্বৃত্ত, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতিশীঘ্র নদী পর্ব্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিল, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইল। তৎকালে সমুদ্রের তরঙ্গ যেন মনঃক্ষোভে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এবং

মৎস্য ও সর্প সকল রুদ্ধ হইয়া রহিল। সিদ্ধ ও চারণগণ গগনে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, বুঝি, এই পর্য্যন্তই রাবণের সমস্ত অবসান হইয়া গেল।

তখন রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিল। উহার পথ সকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বারদেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল, এবং ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে, সেইরূপ শোক-বিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সে তথায় সীতাকে রাখিয়া; ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিল, আমার আদেশ ব্যতীত, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তুতে ইহাঁর ইচ্ছা হইবে, আমি কহিতেছি, তোমরা ইহাঁকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইহাঁকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণ দণ্ড করিব।

মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসীগণকে এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল, এবং অতঃপর কর্ত্তব্য কি, চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আট জন মাংসাশী মহাবল রাক্ষস উহার নেত্রপথে পতিত হইল। বরগর্ব্বিত রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া, উহাদের বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিল, দেখ, পূর্ব্বে যে স্থানে মহাবীর খর অবস্থান করিত, তোমরা অস্ত্র

শস্ত্র লইয়া শীঘ্র সেই শূন্য জনস্থানে যাও, এবং বলপৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর। আমি তথায় বহুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা খরদূষণের সহিত রামের শরে সমরে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। ঐ অবধি আমি অভূতপূর্ব্ব ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়াছি। রামের সহিত আমার দারুণ শত্রুভাব উপস্থিত। অতঃপর তাহাকে নির্য্যাতন করিব; আমি তাহাকে সংহার না করিয়া নিদ্রিত হইতেছি না। অর্থ হস্তগত হইলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়, উহার বিনাশে আমি সেইরূপই সুখী হইব। এক্ষণে তোমরা গিয়া রামের প্রকৃত সংবাদ আমার গোচর করিও। সকলে সাবধানে যাও, এবং উহাকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা কর। আমি অনেক বার যুদ্ধে তোমাদের বল বীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছি, এক্ষণে এই নিমিত্তই তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করিলাম।

অনন্তর ঐ আট জন রাক্ষস রাবণের এই সুপ্রিয় গুরুতর আজ্ঞা শ্রবণ ও তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে লঙ্কা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাবণও জানকীকে গৃহে স্থাপন এবং রামের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া, মোহাবেশে যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ ।

দুর্ব্বৃত্ত রাবণ, ঐ সমস্ত ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, বুদ্ধিবৈপরীত্য বশত আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিল, এবং নিরন্তর জানকী-চিন্তায় কামশরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার সন্দর্শনার্থ সত্বর গৃহপ্রবেশ করিল। সে ঐ সুরম্য গৃহে গিয়া দেখিল, বিবশা সীতা রাক্ষসীমধ্যে শোকভরে কাতর হইয়া, দীনমনে অবনতমুখে মৃদুমন্দ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-ছেন। তৎকালে তিনি সমুদ্রগর্ভে বায়ুবেগে নিমগ্নপ্রায় তরণীর ন্যায় এবং মৃগযূথপরিভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত মৃগীর ন্যায় নিতান্তই শোচনীয় হইয়াছেন। রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার গৃহশ্রী দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ, উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্যখচিত গজদন্ত সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভ সকল শোভিত হইতেছে। গবাক্ষ সকল গজ-দন্তময় রৌপ্যনির্ম্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। ভূভাগ

সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সকল পুষ্পে আকীর্ণ; উহাতে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক এবং নানা বিধ পক্ষী বাস করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ সীতা সমভিব্যাহারে দুন্দুভিনাদী স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ দিয়া, ঐ দেবভবনতুল্য গৃহে আরোহণ করিল, এবং উহাঁকে সমস্ত দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর সে উহাঁর মনে লোভ উৎপাদনের নিমিত্ত কহিল, জানকি! আমি বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। উহাদের এক একটির এক এক সহস্র আমার কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণাধিক, এবং আমার এই রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন। এক্ষণে অনুনয় করি, আমার পত্নী হও। আমার যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রমণী আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইয়া থাকিবে। জানকি! অন্যমত করিও না, কথা রক্ষা কর। আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও। দেখ, এই শতযোজন লঙ্কা সমুদ্রে বেষ্টিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অসুরেরাও ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারেন না, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও ঋষিমধ্যেও এমন আর কাহাকে দেখি না। সুন্দরি! রাম মনুষ্য অতি দীন নিস্তেজ ও রাজ্যভ্রষ্ট, সে পাদচারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাকে লইয়া আর কি করিবে, আমাকে কামনা কর, আমিই তোমার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত।

দেখ, যৌবন চিরস্থায়ী নহে, তুমি আমার সহিত সুখভোগে প্রবৃত্ত হও, এবং রামকে দেখিবার ইচ্ছা এককালে দূর কর। মনে মনেও রামের এস্থানে আগমন করিতে সাহস হইবে না। আকাশে প্রবলবেগ বায়ুকে পাশে বন্ধন এবং প্রদীপ্ত অনলের নির্ম্মল শিখা ধারণ উভয়ই অসম্ভব। জানকি! আমি স্বয়ং তোমাকে রক্ষা করিতেছি, আজ ভুজবলে তোমায় লইয়া যায়, ত্রিলোকে এমন আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে তুমি এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন কর; আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব, দেবগণ এবং এই চরাচর জগতের সকলেই তোমার সেবক হইবে। তুমি স্নানজলে আর্দ্র এবং শ্রান্তিপরিহারে পরিতুষ্ট হইয়া বিহারে প্রবৃত্ত হও। তোমার যে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ ছিল, বনবাসে তাহা ক্ষয় হইয়াছে, এবং তুমি যা কিছু পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারই এই ফল উপস্থিত। এই স্থানে নানা প্রকার মাল্য গন্ধ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আছে, আইস, আমরা উভয়ে তদ্দ্বারা বেশ রচনা করি। আমার ভ্রাতা কুবেরের পুষ্পক নামে এক রথ ছিল, উহা বৃহৎ ও রমণীয়; এবং মনের ন্যায় দ্রুতগামী ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি স্ববিক্রমে উহা অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উহাতে আরোহণ এবং আমার সহিত যেমন ইচ্ছা বিচরণ কর। প্রিয়ে! তোমার মুখ নির্ম্মল পদ্মসদৃশ ও প্রিয়দর্শন, বলিতে

কি, উহা শোকপ্রভাবে যার পর নাই মলিন হইয়া গিয়াছে।

রাবণ এইরূপ কহিবামাত্র জানকী বস্ত্রান্তে রমণীয় বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তায় দীন, শোকে অসুস্থ এবং ধ্যানে নিমগ্ন। তদ্দর্শনে রাবণ তাঁহাকে কহিল, সীতে! ধর্ম্মলোপবিহিত লজ্জায় আর কি হইবে? আমরা উভয়ে যে প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইব, ইহা ধর্ম্ম-বহির্ভূত নহে। এক্ষণে তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও; আমি তোমারই বশম্বদ ভৃত্য; আমি অনঙ্গতাপে সন্তপ্ত হইয়া যাহা কহিলাম, ইহা যেন বিফল না হয়। দেখ, রাবণ কখনই কোন রমণীর চরণ স্পর্শ করে না।

লঙ্কাধিপতি, সীতাকে এইরূপ কহিয়া মৃত্যুমোহে ইনি আমারই বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণ স্থাপন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিলেন, রাক্ষস! দশরথ নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অটল সেতু। ধর্ম্মশীল রাম তাঁহারই পুত্র। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজকুমার আমার দেবতা ও পতি। তিনি সত্যপরায়ণ ত্রিলোকপ্রথিত ও সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহার নেত্র বিস্তীর্ণ এবং বাহু আজানুলম্বিত। এক্ষণে সেই মহাবীর লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তোরে বিনাশ করিবেন। যদি তুই তাঁহার নিকট বীর্য্যমদে আমায় পরাভব করিতিস্, তাহা হইলে তোরে জনস্থানে খরের ন্যায় নিশ্চয়ই রণশায়ী হইতে হইত। তুই যে সকল ঘোররূপ রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিলি, উহারা বিহগরাজ গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় রামের সমক্ষে নির্ব্বিষ হইবে। তাঁহার স্বর্ণখচিত শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তরঙ্গবেগ যেমন জাহ্নবীর কূলকে তদ্রূপ তোকে অধঃপাতে দিবে। যদিও তুই সমস্ত দেবাসুরের

অবধ্য হইয়াছিস্, তথাচ রামের সহিত বৈরাচরণ করিয়া আজ কিছুতে নিস্তার পাইবি না। সেই মহাবীর নিশ্চয় তোর প্রাণান্ত করিবেন। যূপগত পশুর ন্যায় তোর জীবন একান্তই দুর্লভ। রাম ক্রোধপ্রদীপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, তুই রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে অনঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইবি। যিনি আকাশ হইতে চন্দ্রকে নিপাত করিতে পারেন, এবং সমুদ্র শোষণেও সমর্থ হন, তিনিই এই স্থান হইতে সীতাকে উদ্ধার করিবেন। নীচ! তুই হতশ্রী হতবীর্য্য ও নির্জীব হইয়াছিস্, তোর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; অতঃপর তোরই জন্য লঙ্কা বিধবা হইবে। তুই আমাকে পতিপার্শ্ব হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছিস্, তোর এই পাপকর্ম্মের ফল কখন ভাল হইবে না। তেজস্বী রাম, লক্ষ্মণের সহিত নির্ভয়ে বিক্রমে নির্ভর করিয়া সেই শূন্য দণ্ডকারণ্যে রহিয়াছেন। তিনিই শাণিত শরে তোর দেহ হইতে বলদর্প দূর করিবেন। যখন কালবশে মৃত্যু সন্নিহিত হয়, তখন লোকে সকল কার্য্যে অসাবধান হইয়া উঠে। রাক্ষস! তোর অদৃষ্টে সেই কালই উপস্থিত, তুই আমার অবমাননা করিয়া সবংশে ধ্বংস হইবি। যজ্ঞমধ্যস্থ স্রুক্‌ভাণ্ডভূষিত মন্ত্রপূত বেদি কখন চণ্ডাল স্পর্শ করিতে পারে না। আমি ধর্ম্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমায় স্পর্শ করিতে পারিবি না।

যে হংসী রাজহংসের সহিত পদ্মবনে নিয়ত বিহার করিয়া থাকে, সে তৃণমধ্যস্থ জলবায়সকে কিরূপে দেখিবে? এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর্, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতী অপবাদও রাখিতে পারিব না। সীতা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিয়া নীরব হইলেন।

অনন্তর রাবণ এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ এবং উহাঁকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিল, সীতে! শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্তমাংসাশী বিরূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগকে কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা শীঘ্রই ইহার দর্প চূর্ণ কর। তখন রাবণের আদেশমাত্র উহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীকে বেষ্টন করিল। অনন্তর ঐ মহাবীর পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতই যেন কএক পদ সঞ্চরণ করিয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক বনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন ঘোরতর তর্জ্জন ও কখন বা সান্ত্ববাক্যে বন্য করিণীর ন্যায় ইহাঁকে ক্রমশ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।

রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, জানকীকে লইয়া অশোক বনে গমন করিল। ঐ স্থানে ফলপুষ্পপূর্ণ বহুল কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গেরা নিরন্তর কোলাহল করিতেছে। জানকী রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ব্যাঘ্রী-মধ্যে হরিণীর ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় যার পর নাই অসুখী হইলেন। ঐ সময় ঘোরচক্ষু রাক্ষসীরা তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তিনিও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের চিন্তায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্য আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় শৃগালগণ রুক্ষস্বরে উঁহার পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিল। রাম, ঐ দারুণ রোমহর্ষণ রবে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া মনে করিলেন, যখন এই শৃগালেরা বিরাব করিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয়, নিশাচরগণ জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে? দুর্বৃত্ত মারীচ আমার অনিষ্ট চেষ্টায় আমারই কণ্ঠস্বর অনুকরণ পূর্ব্বক মায়ামৃগরূপে চীৎকার করিয়াছিল। যদি ঐ শব্দ লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিবেন, কিংবা সীতাই অবিলম্বে তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। যাহাই হউক, সীতাকে বধ করা রাক্ষসগণের প্রাণগত ইচ্ছা। এই নিমিত্ত মারীচ স্বর্ণের মৃগ হইয়া আমাকে দূরে আনিয়াছে, এবং শরপ্রহারমাত্র রাক্ষস হইয়া, হা লক্ষ্মণ! মরিলাম এই

বলিয়', চীৎকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত জনস্থানে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তদবধি রাক্ষসদিগের সহিত আমার শত্রুতা উপস্থিত। এক্ষণে আমরা আশ্রম হইতে আসিয়াছি, ঘোরতর দুর্নিমিত্তও দেখিতেছি, জানি না, অতঃপর সীতা কুশলে আছেন কি না।

রাম শৃগালরব শুনিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন, এবং মারীচ মৃগরূপে তাঁহাকে বহুদূর আনিয়াছে দেখিয়া, সভয়ে দীনমনে শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার সন্নিহিত হইল, এবং তাঁহার বামভাগে থাকিয়া ঘোররবে বিরাব করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিলেন, রাম দূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। উভয়ে বিষণ্ণ এবং উভয়েই দুঃখিত। রাম তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জ্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থিত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত মধুর স্বরে কঠোরভাবে কহিলেন, লক্ষ্মণ! জানকীকে রাখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। চতুর্দ্দিকে যখন নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি, তখন নিঃসন্দেহ সীতা অপহৃত হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। দেখ, পূর্ব্ব দিকে মৃগ ও পক্ষিগণ

ঘোরস্বরে চীৎকার করিতেছে, অতঃপর জানকী যে কুশলে আছেন, ইহা কোনও মতে আমার বিশ্বাস হয় না। মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আইল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন বিষণ্ণ এবং একান্তই অপ্রসন্ন। বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে, বোধ হয়, যেন সীতা নাই; হয় কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, নয় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণকে দীন ও সন্তোষহীন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! যিনি দণ্ডকারণ্যে আমার অনুসরণ করিয়াছেন, তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলে, সেই জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, আমার সেই দুঃখসহচরী জানকী এক্ষণে কোথায়? আমি যাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া, এক পলকও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না, আমার সেই জীবনসহায় জানকী এক্ষণে কোথায়? বৎস! জানকী সুরকন্যারূপিণী ক্ষীণমধ্যা ও হেমবর্ণা, আমি তাঁহাকে ভিন্ন পৃথিবীর আধিপত্য কি ইন্দ্রত্ব কিছুই চাহি না। এক্ষণে যথার্থ বল, আমার সেই প্রাণাধিক কি জীবিত নাই? আমার এই বনবাস-ব্রত ত বিফল হইবে না? হা! জানকীর নিমিত্ত আমার মৃত্যু হইলে, এবং তুমি একাকী প্রতিগমন করিলে,

কৈকেয়ী পুত্রের রাজ্যলাভে সিদ্ধসঙ্কল্প ও সুখী হইবেন এবং মৃতবৎসা তপস্বিনী কৌশল্যাও বিনয়ের সহিত তাঁহার সেবা করিবেন। লক্ষ্মণ! যদি সেই সুশীলা জানকী জীবিত থাকেন, তবে আমি পুনর্বায় আশ্রমে যাইব, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া, হাস্যমুখে বাক্যালাপ না করিলেও আমি প্রাণে মরিব। বল, তিনি কি জীবিত আছেন? না তোমার অসাবধানতায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে? হা! জানকী অতি তরুণী ও সুকুমারী, ক্লেশ তাঁহার সহ্য হয় না; এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই আমার বিয়োগে, যার পর নাই বিমনা হইয়া, শোক করিতেছেন। বৎস! কুটিল মারীচ, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাতে তোমারও মনে কি ভয় জন্মিল? বোধ হয়, জানকী আমার অনুরূপ ঐ স্বর শুনিয়া, শঙ্কিতমনে তোমায় প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, তন্নিবন্ধন তুমিও শীঘ্র আমার দর্শনার্থ উপনীত হইলে। যাহাই হউক, সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসা তোমার কর্ত্তব্য হয় নাই। তুমি এই কার্য্যে নৃশংস রাক্ষসগণের অপকার করিতে অবসর দিয়াছ। ঐ ঘোর মাংসাশীরা খরের নিধনে অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই যে সীতাকে সংহার করিবে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বীর! আমি অত্যন্ত

বিপদে পড়িয়াছি, এখন আর কি করিব, বোধ হয়, ভাগ্যে এই-রূপই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

রাম এই প্রকারে সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, অনুজ লক্ষ্মণকে ভৎর্সনা করত দ্রুতপদে জনস্থানে যাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম দুঃখাবেগে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আইলাম, তখন তুমি কি জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলে? আমি দূর হইতে তোমায় সীতাশূন্য একাকী আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমার বামনেত্র ও বামবাহু স্পন্দিত এবং হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ শোকাকুল রামকে দুঃখিতমনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসি নাই। তিনি কঠোর বাক্যে আমায় প্রেরণ করিলেন, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিলাম। আপনি "হা লক্ষ্মণ! রক্ষা কর" এই কথা মুক্তস্বরে সুস্পষ্ট কহিয়াছিলেন; উহা জানকীর শ্রুতিগোচর হয়। তিনি সেই

আর্ত্তস্বর শুনিয়া সজলনয়নে ভীতমনে কেবল আপনারই স্নেহে বারংবার আমাকে নির্গত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতে লাগিলেন। তখন আমিও তাঁহার প্রত্যয় হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলাম, দেবি! আর্য্যের মনে ভয় জন্মাইয়া দেয়, এইরূপ রাক্ষস আমি দেখিতেছি না। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও, এই কণ্ঠস্বর আর্য্যের নহে, বোধ হয়, আর কাহারও হইবে। যিনি সুরগণকেও রক্ষা করিতে পারেন, "পরিত্রাণ কর" এই ঘৃণিত নীচ বাক্য তিনি কিরূপে বলিবেন? কেহ কোনও কারণে তাঁহার অনুরূপ স্বরে এইরূপ কহিয়াছে। এক্ষণে তুমি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিত হইও না, উৎকণ্ঠা দূর কর, শান্ত হও। তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ লোক জন্মে নাই, জন্মিবেও না। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়।

অনন্তর জানকী মোহবশত রোদন করিতে করিতে নিদারুণ বাক্যে কহিলেন, দুষ্ট! রাম বিনষ্ট হইলে তুই আমায় পাইবি, মনে মনে এই পাপ অভিসন্ধি করিয়াছিস্, কিন্তু তোর এই সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। তুই নিশ্চয়ই ভরতের সঙ্কেতে রামের অনুসরণ করিতেছিস্, এই জন্য তাঁহার আর্ত্তস্বর শুনিয়াও সন্নিহিত হইলি না। তুই প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, এক্ষণে আমারই নিমিত্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে ফিরিতেছিস্। আর্য্য! জানকী এইরূপ কহিবামাত্র আমার অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, নেত্র আরক্ত হইয়া

উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন আমিও বিলম্ব না করিয়া, আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

রাম, লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতা ব্যতীত এস্থানে আগমন করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিলে। আমি রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা জানিলেও জানকীর ক্রোধবাক্যে নির্গত হওয়া তোমার উচিত হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্তই অসন্তুষ্ট হইলাম। দেখ, সীতার নিয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ! যে আমাকে মায়ামৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে আনিল, এখন সেই রাক্ষস আমার শরাঘাতে ভূতলে শয়ান। আমি শরাসনে শর সন্ধান ও ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া প্রহার করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ মৃগদেহ বিসর্জন পূর্ব্বক কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল, এবং আমার স্বর অনুকরণ করিয়া কাতর বাক্যে সুস্পষ্ট চীৎকার করিল। বৎস! এক্ষণে ঐ শব্দেই তুমি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিয়াছ।

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর পথমধ্যে রামের বাম নেত্র স্ফুরিত সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত এবং পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার সীতার কুশল জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার আশয়ে একান্ত উৎসুক হইয়া দ্রুতগমনে চলিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতার বিহারস্থানে গমন ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উদ্বিগ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্তে পদ্মশ্রীবিরহিত সরোবরের ন্যায় পর্ণকুটীর সীতাশূন্য রহিয়াছে; বৃক্ষ সকল যেন রোদন করিতেছে, পুষ্প সমুদায় ম্লান এবং মৃগ ও পক্ষিগণ মৌন; আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্য্যস্ত, বনদেবতারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

এবং কুশ ও চর্ম্ম বিকীর্ণ ও কাশনির্ম্মিত কট চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল; তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না বনে গিয়াছেন; তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্য নির্গত, না জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাম শোকে আরক্তনেত্র ও উন্মত্ত হইয়া, যত্ন সহকারে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক বৃক্ষ পর্ব্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্য্যটন করত এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব! আমার প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। বিল্ব! যাঁহার স্তনযুগল শ্রীফলের তুল্য, সর্ব্বাঙ্গ নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কৌশেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। করবীর! তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না, বল। মরুবক! তুমি লতাসংকুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছ, জানকীর উরু-দ্বয় তোমারই ত্বকের ন্যায় সুদৃশ্য, এক্ষণে তিনি কোথায়,

তুমি তাহা অবশ্যই জান। তিলক! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দ্দিকে গান করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্তু, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান। অশোক! শোকনাশক! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল! প্রেয়সীর স্তনযুগল সুপক্ক তাল ফলের তুল্য, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত কৃপা করিয়া বল। জম্বু! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার! তুমি কুসুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল।

রাম এইরূপে চূত পনস দাড়িম কদম্ব মহাসাল কুরর বকুল চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষের নিকট সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ঐ সময় অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে ভ্রান্ত ও উন্মত্তবৎ বোধ হইল। অনন্তর তিনি বন্যজন্তুগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মৃগ! তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মৃগীগণের সঙ্গে আছেন? মাতঙ্গ! বোধ হয়, করিকরজঘনা জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল। ব্যাঘ্র! আমার প্রিয়তমার মুখ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, এক্ষণে যদি তুমি

তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত অসঙ্কোচে বল, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। কমললোচনে! তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ, এই যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যে উত্তর দিতেছ না। দাঁড়াও, এক্ষণে একান্তই নির্দ্দয় হইয়াছ, তুমি ত পূর্ব্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা কর। প্রিয়ে! আমি তোমাকে পীত-বর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ, তাহাও দেখি-য়াছি, তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাক, আর যাইও না। না, ইনি চারুহাসিনী জানকী নহেন, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমার অসমক্ষে নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ বিভাগ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছে; নচেৎ এইরূপ ক্লেশে তিনি আমাকে কখন উপেক্ষা করিতেন না। হা! জানকীর নাসিকা কি সুদৃশ্য, দন্ত কি সুন্দর, এবং ওষ্ঠই বা কি মনোহর। তাঁহার সেই কুণ্ডলশোভিত পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম মুখ খানি রাক্ষসের গ্রাসে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। তিনি আর্ত্তরব করিতে লাগিলেন, আর নিশাচরেরা তাঁহার চন্দনবর্ণ স্বর্ণহারের যোগ্য কোমল গ্রীবা ভক্ষণ করিল। তাঁহার পল্লবমৃদু অলঙ্কৃত হস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অগ্রভাগে কম্পিত হইতে লাগিল, আর উহারা তাহা ভক্ষণ করিল। হা! আমি রাক্ষসগণেরই জন্য তরুণী সীতাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি স্বজন সত্ত্বেও যেন সঙ্গি-

হীনা ছিলেন। লক্ষ্মণ! তুমি কি আমার প্রেয়সীকে কোথাও দেখিয়াছ? হা প্রিয়ে! হা সীতে! তুমি কোথায় গমন করিলে?

রাম, সীতার অন্বেষণপ্রসঙ্গে বনে বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি কোথাও বেগে উত্থিত, কোথাও স্বতেজে ঘূর্ণ্যমান হইলেন এবং কোথাও বা একান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি এইরূপ অবিশ্রান্তে বন পর্ব্বত নদী ও প্রস্রবণ সকল মহাবেগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আশা নিবৃত্তি হইল না। তিনি সীতার অনুসন্ধানার্থ পুনরায় গাঢ়তর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক হাহাকার করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই! সীতা কোথায়? কোন্ দিকে গমন করিলেন? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা ভক্ষণ করিল? প্রিয়ে! তুমি যদি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে পরিহাস করিবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে ক্ষান্ত হও, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকট আইস। তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে। ভাই! আমার জানকী নাই, আমি আর বাঁচিব না। পিতা পরলোকে নিশ্চয়ই আমাকে সীতাহরণশোকে বিনষ্ট দেখিবেন, এবং কহিবেন, আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া, তোমায় বনবাস দিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতে, কি নিমিত্ত এস্থানে আমার নিকট আগমন করিলে? লক্ষ্মণ! এই অপরাধে পিতা এই স্বেচ্ছাচার মিথ্যাবাদী ও নীচকে নিশ্চয়ই ধিক্কার

করিবেন। জানকি! আমি তোমারই অধীন অতিদীন শোকাকুল ও হতাশ; কীর্ত্তি যেমন কপটকে, সেইরূপ তুমি আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও? প্রিয়ে! ত্যাগ করিও না। ত্যাগ করিলে আমি নিশ্চয়ই মরিব। রাম সীতার দর্শনকামনায় বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি আর তাঁহাকে দেখিত পাইলেন না।

তখন লক্ষ্মণ বহুল পঙ্কে নিমগ্ন হস্তার তুল্য রামকে শোকে অতিশয় অবসন্ন দেখিয়া, শুভসঙ্কল্পে কহিতে লাগিলেন, ধীর! বিষণ্ণ হইবেন না, আসুন অতঃপর দুই জনে যত্ন করি। ঐ অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর, অরণ্য পর্য্যটন জানকীর একান্তই প্রিয়; এক্ষণে বোধ হয়, তিনি বনে গিয়াছেন; কুসুমিত সরোবর বা মৎস্যবহুল বেতসসংকুল নদীতে গমন করিয়াছেন; কিম্বা আমরা কি প্রকার অনুসন্ধান করি, ইহা জানিবার আশয়ে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য্য! শোক করিবেন না, এক্ষণে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। যদি মত হয়, ত সমস্ত বনই দেখি।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শৈল কানন সরিৎ সরোবর এবং ঐ পর্ব্বতের শিলা ও শিখর সমস্তই দেখিলেন, কিন্তু কোথাও সীতার সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,

বৎস! আমি এই পর্ব্বতে জানকীর দর্শন পাইলাম না। লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে কহিলেন, আর্য্য! মহাবল বিষ্ণু যেমন বলীকে বন্ধন পূর্ব্বক পৃথিবী অধিকার করেন, তদ্রূপ আপনিও এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।

তখন রাম দুঃখিতমনে দীনবচনে কহিলেন, বৎস! বন, প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং এই শৈলের কন্দর ও নির্ঝর সমস্তই ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণাধিক জানকীকে পাইলাম না।

অনন্তর রাম কৃশ দীন ও শোকাকুল হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে, মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া গেল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ বাক্যে "হা প্রিয়ে" কেবল এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিনীত লক্ষ্মণ কাতর হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ স্বজনবৎসলকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাম তাঁহার বাক্যে অনাদর করিলেন, এবং সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কমললোচন রাম শোকে হতজ্ঞান এবং অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইলেন। তিনি ভ্রান্তিক্রমে জানকীকে যেন দেখিতে পাইলেন এবং বাষ্পকণ্ঠে কথঞ্চিৎ এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কুসুমে তোমার বিশেষ অনুরাগ, তুমি আমার শোক-উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত অশোকশাখায় আবৃত হইয়া আছ। তোমার ঊরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ, উহা কদলীতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছ বটে, কিন্তু কিছুতে গোপন করিতে পারিলে না, আমি সুস্পষ্টই উহা দেখিতে পাইলাম। জানকি! তুমি কৌতুকচ্ছলে কর্ণিকার বনে লুকাইয়াছ, কিন্তু একের উপহাস অন্যের প্রাণনাশ, এক্ষণে ক্ষান্ত হও, ইহা আশ্রমের ধর্ম্ম নহে। তুমি যে কৌতুকপ্রিয়, আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম। বিশাললোচনে! আইস, তোমার এই পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ! বোধ হয়, রাক্ষসেরা জানকীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, নচেৎ তিনি আমাকে এইরূপ কাতর, দেখিয়া কখন

উপেক্ষা করিতেন না। এই মৃগযূথই আমার অনুমান সজল-নয়নে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জানকি! সাধ্বি! কোথায় গমন করিলে? হা! আজ কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইল। আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সীতাব্যতীত কি প্রকারে শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। বৎস! অতঃপর লোকে আমাকে নির্দ্দয় ও নির্ব্বীর্য্য বোধ করিবে। আমার যে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, জানকীর বিনাশে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে বনবাস হইতে প্রতিগমন করিলে, রাজা জনক আমায় কুশল জিজ্ঞাসিতে আসিবেন, তৎকালে আমি কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি আমার সীতাকে না দেখিলে, নিশ্চ-য়ই তাঁহার বিনাশশোকে বিমোহিত হইবেন। হা! পিতাই ধন্য, তাঁহাকে আর এ যন্ত্রণা সহিতে হইল না। ভাই! বল, এক্ষণে আমি সেই ভরতরক্ষিত অযোধ্যায় কিরূপে যাইব। সীতাব্যতীত স্বর্গও আমার পক্ষে শূন্য বোধ হইবে। আমি সীতাকে না পাইলে, আর কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। অতঃ-পর তুমি আমাকে এই অরণ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিগমন কর। গিয়া ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার কথায় বলিও, রাম অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য পালন কর। বৎস! তুমি ভরতকে এই কথা বলিয়া, কৈকেয়ী সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে আমার আদেশে ক্রমান্বয়ে অভিবাদন করিও।

আমার আজ্ঞা পালনে তোমার অমনোযোগ নাই, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমার জননীকে রক্ষা করিও এবং আমার ও জানকীর বিনাশবৃত্তান্ত তাঁহার সমক্ষে সবিস্তরে কহিও।

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং মনও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাম শোক ও মোহে নিপীড়িত এবং বিষাদে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে অধিকতর বিষণ্ণ করিয়া, দীনমনে সজলনয়নে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! বোধ হয়, আমার তুল্য কুকর্ম্মী পৃথিবীতে আর নাই। দেখ, শোকের পর শোক অবিচ্ছেদে আমার হৃদয় ও মন বিদীর্ণ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি অনেক বার ইচ্ছামত পাপ করিয়াছি, আজ তাহারই বিপাক উপস্থিত, এবং তজ্জন্যই আমাকে দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, স্বজনবিয়োগ, জননীবিরহ ও পিতার মৃত্যু ভাগ্যে সমস্তই ঘটিয়াছে; এক্ষণে তৎ সমুদায় মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, আমার এই শোকবেগ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ভাই! বনে আসিয়া সকল দুঃখই শরীরে জুড়াইয়াছিলাম, কিন্তু জানকীবিচ্ছেদে কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগবৎ আজ আবার সেই গুলি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হা! রাক্ষসেরা যখন জানকীরে হরণ করে, তখন সেই কলকণ্ঠা ভীত

হইয়া আকাশপথে নিরবচ্ছিন্ন অস্পষ্টস্বরে না জানি কতই রোদন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তুল স্তনযুগল সতত রমণীয় হরিচন্দনরাগে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে বোধ হয়, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, আমার এখনও মৃত্যু হইল না। যে মুখে কুটিলকেশভার শোভা পাইত এবং মৃদু কোমল ও সুস্পষ্ট কথা নির্গত হইত, এক্ষণে তাহা রাহু-গ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হা! বোধ হয়, শোণিতলোলুপ রাক্ষসেরা সেই পতিপ্রাণার হারশোভিত গ্রীবা নির্জ্জনে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রুধির পান করিয়া থাকিবে। আমি আশ্রমে ছিলাম না, ইত্যবসরে উহারা তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক আকর্ষণ করে, আর সেই আকর্ণলোচনা দীনা কুররীর ন্যায় আর্ত্তরব করিয়া থাকিবেন। বৎস! তাঁহার স্বভাব অতি উদার, পূর্ব্বে তিনি এই শিলাতলে আমার পার্শ্বে বসিয়া, মধুর হাস্যে তোমার কথা কতই কহিতেন। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসন্ধান করি, আমার বোধ হয়, তিনি এই সরিদ্বরা গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। এই নদী তাঁহার একান্তই প্রিয়। কিম্বা সেই পদ্মপলাশনয়না পদ্ম আনয়নার্থ কোন সরোবরে গিয়াছেন, অথবা এই বিহঙ্গসংকুল পুষ্পিত বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; না, অসম্ভব, তিনি ভয়ে একাকী কখন কোথাও যাইবেন না। সূর্য্য! তুমি লোকের

কার্য্যাকার্য্য সমস্তই জান, তুমি সত্য মিথ্যার সাক্ষী ; এক্ষণে বল, আমার প্রিয়তমা জানকী কোথায় গিয়াছেন? বায়ু! তুমি নিরন্তর ত্রিলোকের বৃত্তান্ত বিদিত হইতেছ, এক্ষণে বল, সেই কুলপালিনীর কি মৃত্যু হইল? কি কেহ তাঁহাকে হরণ করিল? না তুমি তাঁহাকে কোন পথে দেখিয়াছ?

তখন ন্যায়পর তেজস্বী লক্ষ্মণ রামকে শোকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন এবং জানকীর অন্বেষণার্থ সবিশেষ উৎসাহী হউন। দেখুন, উৎসাহশীল লোক অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।

রাম প্রবলপৌরুষ লক্ষ্মণের এই কাতর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল এবং তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গোদাবরীতে গিয়া জান, জানকী পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়াছেন কি না?

লক্ষ্মণ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র ত্বরিতপদে পুনরায় তীর্থপূর্ণ সুরম্য গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং উহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সীতাকে গোদাবরীর কোন তীর্থেই দেখিলাম না, ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না, জানি না, এক্ষণে সেই ক্লেশ-নাশিনী কোথায় গিয়াছেন।

অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, স্বয়ংই গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর কথা তথাকার সকলকেই জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্যান্য প্রাণী, বধ্য রাবণ যে সীতা হরণ করিয়াছে, তাহা উহাঁর নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তখন রাম শোকাকুল হইয়া, ঐ নদীকে পুনঃ পুনঃ

জিজ্ঞাসিলেন, জীবজন্তুগণও উহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু গোদাবরী কোন মতে কিছুই কহিল না। তৎকালে দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া, তাহার মনে অতিশয় ভয় জন্মিল, তন্নিবন্ধন সে কিছুই কহিল না।

তখন রাম হতাশ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই গোদাবরী সীতাসংক্রান্ত কোন কথাই কহিল না। এক্ষণে আমি রাজা জনকের সন্নিধানে গিয়া কি বলিব, এবং জানকীকে হারাইয়া জননীকেই বা কিরূপে অপ্রিয় কথা শুনাইব। লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের ফলমুলে প্রাণ রক্ষা করিতেছি, এ সময় জানকীই আমার শোক দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কোথায় গমন করিলেন? আমি জ্ঞাতিহীন, সীতারও আর দর্শন নাই, অতঃপর নিদ্রাবিরহে রজনী নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অতি দীর্ঘ বোধ হইবে। বৎস! যদি সীতা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এখন মন্দাকিনী জনস্থান এবং এই প্রস্রবণ শৈল সমস্তই পর্য্যটন করি। ঐ দেখ, মৃগেরা বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, উহাদের আকার ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন উহারা আমাকে কোন কথা কহিবে।

অনন্তর রাম ঐ সমস্ত মৃগকে লক্ষ করিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ! জানকী কোথায়? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষি-

ণাভিমুখী হইয়া, আকাশ প্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উহাদের বাক্যস্থানীয় ইঙ্গিত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দক্ষিণ দিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই। হয় ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সম্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উহাঁরা জানকীসংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, পথের একস্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে। তদ্দর্শনে মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দুঃখিতবাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কাননে জানকীকে যে সকল পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এই গুলি সেই পুষ্প। বোধ হয়, বায়ু সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপকারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া প্রস্রবণকে জিজ্ঞাসিলেন,

পর্ব্বত! আমি জানকীশূন্য হইয়াছি, তুমি কি এই সুরম্য কাননে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ? পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাকে কহিলেন, তুই সেই স্বর্ণবর্ণা হেমাঙ্গীরে দেখাইয়া দে, নচেৎ আমি তোর শৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিব। তৎকালে প্রস্রবণ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইল না। তখন রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, পর্ব্বত! তুই এখনই আমার শরাগ্নিতে ছার খার হইবি। তোর বৃক্ষ পল্লব ও তৃণ কিছুই থাকিবে না, এবং সর্ব্বাংশে লোকের অসেব্য হইয়া রহিবি। তিনি প্রস্রবণকে এই বলিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ যদি এই নদী সেই চন্দ্রাননার কথা না বলে, তবে ইহাকেও শুষ্ক করিয়া ফেলিব।

রাম নেত্রজ্যোতিতে সমস্ত দগ্ধ করিবার সঙ্কল্পেই যেন রোষভরে লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসের বিস্তীর্ণ পদচিহ্নপরম্পরা দেখিতে পাইলেন। সীতা নিশাচর কর্ত্তৃক অনুসৃত ও ভীত হইয়া, রামের কামনায় ইতস্তত ধাবমান হইয়াছিলেন, তাঁহার পদচিহ্নও দেখিলেন, এবং ভগ্ন ধনু তূণীর ও চূর্ণ রথও প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া, ব্যস্তসমস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, জানকীর অলঙ্কারসংক্রান্ত স্বর্ণবিন্দু ও কণ্ঠের বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, এবং কনকবর্ণ শোণিতে ধরাতলও আচ্ছন্ন আছে। বোধ হয়, কাম-

রূপী রাক্ষসেরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। এই স্থানে দুইটি নিশাচর তাঁহার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ দেখ, মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু ভগ্ন ও পতিত আছে; এই তরুণসূর্য্যপ্রকাশ বৈদূর্য্যগুটিকাযুক্ত কাঞ্চন কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং ঐ শতশলাকাসম্পন্ন মাল্যসমলঙ্কৃত ভগ্নদণ্ড ছত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত হেমবর্ম্মজড়িত পিশাচমুখ ভীমমূর্ত্তি বৃহৎ খর নিহত হইয়াছে; এই দীপ্ত পাবকতুল্য উজ্জ্বল সমরধ্বজ; ঐ সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়া বিপরীতভাবে পতিত আছে; এই সুদীর্ঘফলক কনকশোভী ভীষণ শর; ঐ শরপূর্ণ তূণীর, এবং এই সারথিও বল্গা ও কষা হস্তে শয়ান রহিয়াছে। বৎস! এ সকল কাহার? রাক্ষস না দেবতার? যে পদচিহ্ন দেখিলাম, উহা পুরুষের, নিশ্চয়ই কোন নিশাচরের হইবে। ঐ ক্রূরহৃদয় পামরগণের সহিত আমার সাজ্ঘাতিক ও আত্যন্তিকই শত্রুতা হইয়াছিল। এক্ষণে উহারা হয় জানকীরে অপহরণ, নয় ভক্ষণ করিয়াছে। হা! ধর্ম্ম এই মহারণ্যে সীতাকে রক্ষা করিলেন না এবং দেবগণও আমার শুভচিন্তায় বিমুখ হইলেন!

বৎস! যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, যিনি দয়াশীল ও বীর, লোকে মোহবশত তাঁহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারে। আমি মৃদুস্বভাব কৃপাপরতন্ত্র লোকহিতার্থী ও নির্দোষ,

অতঃপর সুরগণ নিশ্চয় আমাকে নির্বীর্য্য বোধ করিবেন। আমার যে সকল গুণ আছে, ভাগ্যক্রমে সে গুলিও দোষে পরিণত হইল। এক্ষণে প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না লুপ্ত করিয়া উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমার তেজ, গুণ সমুদায় ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হইবে। আজ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ কিন্নর ও মনুষ্যেরা সুখী হইতে পারিবে না। আজ আমি নভোমণ্ডল শরপূর্ণ করিয়া, ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিশ্চেষ্ট করিব; গ্রহগণের গতিরোধ ও চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব; সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি নষ্ট করিয়া, সমুদায় ঘোর অন্ধকারে আবৃত করিব; গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ ও জলাশয় শুষ্ক করিয়া ফেলিব; তরু লতা গুল্ম ছিন্ন ভিন্ন ও মহান্ সমুদ্রকেও এককালে নির্ম্মল করিব। বৎস! যদি দেবগণ পূর্ব্ববৎ কুশলিনী সীতাকে আমায় অর্পণ না করেন, তিনি হৃত বা মৃতই হউন, যদি এখন তাঁহাকে না দেন, তবে আমি সমস্ত সংসারই ছার খার করিব। এই মুহূর্ত্তেই সকলে আমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইবে। গগনতলে আর কেহই সঞ্চরণ করিতে পারিবে না; জগৎ আকুল হইয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে; এবং সুরগণও আমার সুদূরগামী শরসমূহের বল প্রত্যক্ষ করিবেন। লক্ষ্মণ! এইরূপে আমার ক্রোধে ত্রিলোক উৎসন্ন হইলে উহাঁরা দৈত্য পিশাচ ও রাক্ষসের সহিত নষ্ট হইবেন এবং আমার দুর্নিবার শরে উহাঁদের সকলেরই লোক খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে।

মহাবীর রাম এই বলিয়া, কটিতটে বল্কল ও চর্ম্ম পরিবেষ্টন পূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিলেন। তাঁহার নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ত্রিপুর-বিনাশ কালে রুদ্রের মূর্ত্তি যেমন শোভা পাইয়াছিল, তাঁহার মূর্ত্তি তদ্রূপই সুশোভিত হইল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের হস্ত হইতে শরাসন গ্রহণ ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া, উহাতে ভুজঙ্গভীষণ প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন এবং যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমি রোষাবিষ্ট হইয়াছি, জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে যেমন কেহই নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমাকেও আজ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে উদ্যত হইয়া, সগুণ শরাসন নিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং পুনঃপুন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্রের ন্যায় অতিশয় ভীষণ হইয়াছে। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ তাঁহার এই প্রকার ভাব কখন দর্শন করেন নাই। তিনি উহাঁকে ক্রোধে আকুল দেখিয়া, শুষ্কমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আপনি অগ্রে মৃদুস্বভাব দুশ্চেষ্টাশূন্য ও সকলের শ্রেয়ার্থী ছিলেন, এক্ষণে রোষবশে প্রকৃতি বিসর্জ্জন করা ভবাদৃশ লোকের উচিত হইতেছে না। যেমন চন্দ্রের শ্রী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা আছে, সেইরূপ আপনার উৎকৃষ্ট যশ নিয়তই রহিয়াছে। অতএব একের অপরাধে লোক নষ্ট করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। ঐ একখানি সুসজ্জিত সাংগ্রামিক রথ পতিত দেখিতেছি। জানিতেছি উহা কে কি জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানটিও অশ্বখুরে ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতবিন্দুতে সিক্ত, দেখিলে বোধ হয়, যেন এখানে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

এই যুদ্ধ এক জন রথীর, দুই জনের হইতে পারে না। আর এই স্থানে বহু সৈন্যের পদচিহ্নও দেখিতেছি না। সুতরাং এক জনের অপরাধে বিশ্ব সংহার করা আপনার উচিত নহে। শান্তস্বভাব ভূপালগণ দোষানুরূপই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আর্য্য! আপনি নিয়তকাল লোকের গতি ও আশ্রয় হইয়া আছেন, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আপনার স্ত্রীবিনাশ সৎ বিবেচনা করিবে। যেমন ঋত্বিকেরা যজমানের অনিষ্ট করিতে পারেন না, তদ্রূপ নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র এবং দেব দানব ও গন্ধর্ব্বেরাও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে আপনি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আমার ও ঋষিগণের সহিত সেই ভার্য্যাপহারী শক্রর অনুসন্ধান করুন। যাবৎ তাহার দর্শন না পাইতেছি, তাবৎ আমরা সাবধানে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, ভীষণ গুহা, বিবিধ সরোবর এবং দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক অন্বেষণ করিব। যদি সুরগণ শান্তভাবে আপনার পত্নী প্রদান না করেন, তবে আপনি যেরূপ বিবেচনা হয়, করিবেন। যদি আপনি সদ্ব্যবহার, সন্ধি, বিনয় ও নীতিবলে জানকীরে না পান, তবে স্বর্ণপুঙ্খ বজ্রসার শরজালে সমস্তই উৎসন্ন করিবেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রাম শোকাকুল ও বিমোহিত, ক্ষীণ ও বিমনা হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! যেমন দেবগণ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহীপাল দশরথ অনেক তপস্যা ও যাগ যজ্ঞে আপনাকে পাইয়াছেন। আমি ভরতের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া, আপনারই বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে এই যে দুঃখ উপস্থিত, আপনিও যদি ইহাতে কাতর হন, তবে সহিষ্ণুতা কি সামান্য অসার লোকে সম্ভবপর হইবে? অতঃপর আশ্বস্ত হউন, বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে। ইহা অগ্নিবৎ স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হয়। ফলত শরীরী জীবের পক্ষে ইহা যে একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখুন, রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হইল। আমাদের কুলপুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠের এক শত পুত্র জন্মে, কিন্তু এক দিবসে আবার নষ্ট হইয়া গেল। যিনি জগতের মাতা ও সকলের পূজনীয়, সেই পৃথিবী সময়ে সময়ে কম্পিত হন এবং

যাহাঁরা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বিশ্বের চক্ষু ও সকলের আশ্রয়, সেই মহাবল চন্দ্র সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ফলত কি মহৎ জীব কি দেবতা সকলকে বিপদ সহ্য করিতে হয়। শুনা যায় যে, ইন্দ্রাদি সুরগণও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আর ব্যাকুল হইবেন না। যদি জানকীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যদি কেহ তাঁহাকে বিনাশও করিয়া থাকে, তথাচ আপনি সামান্য লোকের ন্যায় শোক করিবেন না। যাহাঁরা আপনার তুল্য সর্ব্বদর্শী এবং যাহাঁরা অকাতরে তত্ত্ব নির্ণয় করেন, তাঁহারা অতি বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করুন। ধীমান মহাত্মারা শুভাশুভ সমস্তই অবগত হন। যাহার গুণ দোষ অপ্রত্যক্ষ, যাহার ফল-অনির্ণেয়, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় না। বীর! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অনেক বার এইরূপ কহিয়াছেন। এক্ষণে আপনাকে আর কে উপদেশ দিবে, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও সমর্থ হন না। আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা দেবগণের অসাধ্য। আপনার যে জ্ঞান শোকে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি কেবল তাহারই উদ্বোধন করিতেছি। আপনি লৌকিক ও অলৌকিক এই উভয় প্রকার শক্তি অধিকার করিতেছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া শক্রবধে যত্নবান হউন। সর্ব্বসংহার আবশ্যক কি; যে প্রকৃত বৈরী, তাহাকেই নষ্ট করুন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইলেন, এবং প্রবৃদ্ধ ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বিচিত্র শরাসনে শরীরভার অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কোন্ উপায়েই বা এই স্থানে জানকীর দর্শন পাইব, চিন্তা কর।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এইটি জনস্থান, বহু রাক্ষসে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। এস্থানে গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ ও মৃগসংকুল ভীষণ গুহা দৃষ্ট হইতেছে, এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বেরাও বাস করিতেছেন। এক্ষণে আমরা এই সমস্ত স্থান বিশেষ যত্নে অনুসন্ধান করি। দেখুন, বিপদ উপস্থিত হইলে, ভবাদৃশ বুদ্ধিমান বায়ুবেগে অচলের ন্যায় অটলই থাকেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক স্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু রুধিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই দুরাত্মা আমার জানকীরে ভক্ষণ করিয়াছে।

এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, পক্ষিরূপে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে এবং আকর্ণলোচনা সীতাকে ভক্ষণ পূর্ব্বক এই স্থানে সুখে রহিয়াছে। এক্ষণে আমি সরলগামী সুতীক্ষ্ণ শরে ইহারে সংহার করিব।

এই বলিয়া রাম, কোদণ্ডে ক্ষুরধার শর সন্ধান পূর্ব্বক ক্রোধভরে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী কম্পিত করতই যেন উহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু সফেন শোণিত উদ্গার পূর্ব্বক দীনবচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি এই মহারণ্যে মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় যাহাঁর অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে। তিনি অরক্ষিত ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বৃত্ত আসিয়া তাহাঁকে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। রাম! এই তাহার ধনু ও শর ভাঙ্গিয়াছি, ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি, এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে নিহত করিয়াছি। আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন সে আমার পক্ষছেদন পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। বৎস! রাক্ষস একবার আমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি আর আমাকে মারিও না।

রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে সীতাসংক্রান্ত প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং শরাসন বিসর্জন ও

অবশদেহে তাঁহকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণও একাকী লতাকণ্টক-সংকুল পথের একপার্শ্বে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সুধীর হইলেও কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতাবিয়োগ, ও জটায়ুর মৃত্যু, ভাগ্যে সমস্তই ঘটিল। বলিতে কি, আমার ঈদৃশী অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি আজ আমি পূর্ণ সমুদ্রেও প্রবেশ করি, ঐ অলক্ষ্মী-প্রভাবে তাহাও শুষ্ক হইবে। হা! যখন আমি এইরূপ বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা হতভাগ্য বুঝি এই জগতে আর নাই। বৎস! এক্ষণে আমারই ভাগ্যদোষে এই পিতৃবয়স্য জটায়ুরও মৃত্যু হইল।

এই বলিয়া রাম, পিতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিত-লিপ্ত জটায়ুর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আমার প্রাণসমা জানকী কোথায় আছেন, মুক্ত-কণ্ঠে এই বলিয়া ভূতলে, পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম লোকবৎসল লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই বিহগরাজ আমারই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধে রাক্ষস-হস্তে নিহত হইলেন। ইহাঁর স্বর ক্ষীণ হইয়াছে, দেহে প্রাণ অল্প-মাত্রই অবশিষ্ট আছে এবং ইনি বিকল দৃষ্টিতে দর্শন করিতে-ছেন। জটায়ু! যদি আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার শক্তি থাকে, ত বল, কিরূপে তোমার এই দশা ঘটিল? আমি রাবণের কি অপকার করিয়াছিলাম, কি কারণেই বা সে জানকীরে হরণ করিল? জানকী কি কহিলেন? তাঁহার শশাঙ্কসুন্দর মনোহর মুখখানিই বা কিরূপ ছিল? রাবণের বল কিরূপ? আকার কি প্রকার? সে কি করে? এবং কোথায়ই বা বাস করিয়া থাকে?

তখন ধর্ম্মশীল জটায়ু রামকে অনাথবৎ এইরূপ জিজ্ঞা-সিতে দেখিয়া অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, বৎস! দুরাত্মা রাবণ মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সংঘটিত করিয়া, আকাশপথে জান-কীকে লইয়া গেল। আমি যুদ্ধে নিতান্তই পরিশ্রান্ত হইয়া-

ছিলাম, ঐ সময় সে আমার পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক দক্ষিণাভি-মুখে প্রস্থান করিল। রাম! আমার প্রাণ কণ্ঠগত হইয়াছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত হইতেছে, এবং আমি উশীরকৃতকেশ স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন করিতেছি। বৎস! দুর্ব্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্ত্তে জানকীকে হরণ করে, উহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্ট ধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয়, এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে রাবণ ইহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। অতএব বৎস! জানকীর জন্য দুঃখিত হইও না। তুমি যুদ্ধে শত্রু সংহার করিয়া শীঘ্রই তাঁহারে পাইবে।

মৃতকল্প জটায়ু বিমোহিত না হইয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, ইত্যবসরে সহসা তাঁহার মুখ হইতে মাংসের সহিত অনবরত শোণিত উদ্গার হইতে লাগিল। বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা— কথা শেষ না হইতেই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। রাম কৃতাঞ্জলি-পুটে ‘বল বল’ এই বাক্যে ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। দুর্ল্লভ প্রাণ তৎক্ষণাৎ জটায়ুর দেহ পরিত্যাগ করিল, মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, চরণ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি অঙ্গ প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

তাম্রলোচন পর্ব্বতাকার জটায়ুর মৃত্যু হইলে, রাম যার পর নাই দুঃখিত হইয়া, করুণবাক্যে লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন,

বৎস! যিনি বহুকাল এই রাক্ষসনিবাস দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া-য়াছিলেন, আজ তিনিই দেহত্যাগ করিলেন। যাহাঁর বয়স বহু বৎসর, যিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, আজ তিনিই মৃত-দেহে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ! কাল একান্তই দুর্নিবার; আমার এই উপকারী জটায়ু জানকীর রক্ষাবিধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, প্রবলপরাক্রম রাবণ ইহাঁকে বিনষ্ট করিল। এক্ষণে এই বিহঙ্গ কেবল আমারই জন্য বিস্তীর্ণ পৈতৃক পক্ষিরাজ্য পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক দেহপাত করিলেন! বৎস! সকল জাতিতে অধিক কি, পক্ষিশ্রেণিতেও ধর্ম্মচারী সাধুদিগকে শূর ও শরণাগতবৎ-সল দেখা যায়। এক্ষণে এই জটায়ুর বিনাশে যেমন আমার ক্লেশ হইতেছে, সীতাহরণে তাদৃশ হয় নাই। ইনি শ্রীমান রাজা দশরথেরই ন্যায় আমার মাননীয় ও পূজ্য। ভাই! এক্ষণে কাষ্ঠভার আহরণ কর, যিনি আমার জন্য বিনষ্ট হইলেন, আমি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিব। তাত জটায়ু! যাজ্ঞিকের যে গতি, আহিতাগ্নির যে গতি, অপরাঙ্মুখ যোদ্ধার যে গতি, এবং ভূমিদাতার যে গতি, আমি অনুজ্ঞা দিতেছি, তুমি অবিলম্বে তাহা অধিকার কর। মহাবল! এক্ষণে স্বয়ং তোমার অগ্নিসংস্কার করিতেছি, তুমি এখনই সমস্ত উৎ-কৃষ্ট লোকে যাও। এই বলিয়া, রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনপ্রবেশ করিয়া, স্থূল মৃগসকল সংহার পূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে উহাঁর পিণ্ডদান করিলেন, এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষিদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে উহাঁর তর্পণও করিলেন। জটায়ু অতি দুষ্কর ও যশস্কর কার্য্য করিয়া, রাক্ষসহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিকল্প রাম অগ্নিসংস্কার করাতে অতি পবিত্র গতি অধিকার করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর অন্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করিলেন, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, এক জনসঞ্চারশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ স্থান তরুলতা গুল্মে আচ্ছন্ন, গহন ও ঘোরদর্শন। উহাঁরা দ্রুতপদে সেই ভীষণ পথ অতিক্রম করিলেন, এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন পূর্ব্বক দুর্গম ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ অরণ্য নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, এবং বিবিধ পুষ্প ও মৃগপক্ষিগণে পরিপূর্ণ। বোধ হয় যেন, উহা হর্ষে সম্যক বিকসিত হইয়া আছে। উহাঁরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জানকীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার শোকে একান্তই দুর্ব্বল হইয়া, ইতস্তত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে ঐ ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্ব্বাস্য তিন ক্রোশ গিয়া, পথমধ্যে ভীষণ মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে বৃক্ষ সকল নিবিড়ভাবে আছে, এবং হিংস্র মৃগ ও পক্ষিগণ নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে।

তথায় পাতালবৎ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি গিরিগহ্বরও দৃষ্ট হইল। উহাঁরা সেই গহ্বরের সন্নিহিত হইয়া, অদূরে বিকট-দর্শন বিকৃতবদন এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। উহার আকার দীর্ঘ উদর লম্বমান কেশ আলুলিত দন্ত তীক্ষ্ণ ও ত্বক একান্তই কর্কশ। উহার দর্শনমাত্র ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বলেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া থাকে। ঐ ঘৃণিত নিশাচরী ভীষণ মৃগ ভক্ষণ করিতে করিতে উহাঁদের নিকটস্থ হইল, এবং অগ্রবর্ত্তী লক্ষ্মণকে, আইস, উভয়ে বিহার করি, এই বলিয়া গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিল। কহিল, আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয়তম পতি, আমিও তোমার রত্নাদিবৎ লাভের হইলাম। নাথ! এক্ষণে তুমি আমার সহিত চিরজীবন গিরিদুর্গ ও নদীতীরে সুখে ক্রীড়া করিবে।

বীর লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক উহার নাসা কর্ণ ও স্তন ছেদন করিলেন। তখন ঐ ঘোরা নিশাচরী বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং দ্রুতপদে স্বস্থানে পলায়ন করিল।

অনন্তর উহাঁরা তথা হইতে মহাসাহসে চলিলেন এবং গতি-প্রসঙ্গে এক নিবড় বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সত্যবাদী সুশীল লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তেজস্বী রামকে কহিলেন, আর্য্য! আমার অতিশয় বাহুস্পন্দন হইতেছে, মন যেন উদ্বিগ্ন, এবং আমি প্রায়ই দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। এক্ষণে সাবধান, আমার কথা অগ্রাহ্য

করিবেন না। কুলক্ষণ দৃষ্টে এখনই ভয় সম্ভাবনা করিতেছি। কিন্তু ঐ দারুণ বঞ্জুলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।

উহাঁরা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল। ঐ শব্দে সমুদায় বন যেন এককালে ভগ্ন ও পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইল, যেন, অরণ্য প্রদেশ বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস। উহার বক্ষ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটিমাত্র চক্ষু। চক্ষের পক্ষ্মগুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থূল ঘোর ও দীর্ঘ; উহা অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। ঐ মেঘবর্ণ ক্রোশপ্রমাণ রাক্ষসের দংষ্ট্রা বিকট এবং জিহ্বা লোল; সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ রোমে ব্যাপ্ত এবং পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ; হস্ত এক যোজন ও অতি ভীষণ। সে মেঘবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক উহা অনবরত বিক্ষেপ করিতেছে; কখন ভয়ঙ্কর সিংহ ভল্লুক মৃগ ও পক্ষি ভক্ষণ, কখন যুথপতিগণকে আকর্ষণ এবং কখন বা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া উহাঁদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উহাঁরাও কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষস বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উহাঁদিগকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল। ঐ দুই মহাবীরের হস্তে সুদৃঢ় অসি ও শরাসন; উহাঁরা বেগে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎকালে রাম ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ অল্পবয়স্ক ও অধীর বলিয়া, অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া, রামকে কহিতে লাগিলেন, বীর! দেখুন, আমি রাক্ষসের হস্তে অতিশয় বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন। বোধ হইতেছে, আপনি অচিরাৎ জানকীরে পাইবেন। পরে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, এক একবার আমায় স্মরণ করিবেন। রাম কহিলেন, বীর! অকারণ ভীত হইও না। তোমার সদৃশ লোক বিপদে কদাচ অভিভূত হন না।

তখন ঐ ক্রূর কবন্ধ উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তোমরা ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ এবং তোমাদের স্কন্ধ বৃষস্কন্ধেরই ন্যায় উন্নত। বল, এস্থানে কি প্রয়োজন? তোমরা এই ভীষণ প্রদেশে আসিয়াছ এবং দৈবগত্যা আমারও চক্ষে পড়িয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত্ত, সুতরাং আজ আর তোমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাম দুর্বৃত্ত কবন্ধের এই কথা শুনিয়া ভীত লক্ষ্মণকে কহিলেন,

বৎস! আমরা কষ্টের পর দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু এক্ষণে জানকীকে না পাইয়াই এই আবার প্রাণসঙ্কটে পড়িলাম। দৈবের বল একান্ত দুর্নিবার, উহার অসাধ্য কিছু নাই। দেখ, আমরাও দুঃখে অভিভূত হইলাম। যাঁহারা অস্ত্রবিৎ ও বীর, যুদ্ধে তাঁহারাও বালুময় সেতুর ন্যায় অবসন্ন হইয়া থাকেন। প্রবলপ্রতাপ রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, স্বয়ং সাহস অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

তখন কবন্ধ বাহুপাশবেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, ক্ষত্রিয়কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্ব্বোধ! আজ দৈব আমার আহারার্থই তোমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অনন্তর ভীত লক্ষ্মণ বিক্রম প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়া, বীরোচিত বাক্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! এই নীচ রাক্ষস আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রহণ করিবে। আসুন, এক্ষণে আমরা বিলম্ব না করিয়া, খড়্গাঘাতে ইহার দুই প্রকাণ্ড বাহু ছেদন করিয়া ফেলি। দেখিতেছি, এই ভীষণ নিশাচরের বাহুবলই বল; এ,সমস্ত লোক পরাস্ত করিয়াই যেন আমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত, সুতরাং এক্ষণে এই রাক্ষসকে এককালে নষ্ট করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না।

কবন্ধ উহাঁদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ভীষণ আস্য বিস্তার পূর্ব্বক উহাঁদিগকে ভক্ষণ করিবার

উপক্রম করিল। ঐ সময় দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উহাঁরা পুলকিত মনে খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীর রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিতলিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উহাঁদিগকে জিজ্ঞাসিল, বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, রাম; আমি ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সম্পাদন পূর্ব্বক ইহাঁকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া, ইহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণপ্রসঙ্গে এস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে নিহিত এবং জঙ্ঘাও ভগ্ন। বল, তুমি কি জন্য কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ?

তখন কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিল, বীর! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আমার আজ বাহু ছিন্ন হইল। এক্ষণে আমি নিজের অবিনয়ে রূপকে যেরূপে বিকৃত করিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একসপ্ততিতম সর্গ।

রাম! যেমন ইন্দ্র চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপ, পূর্ব্বে আমারও ঐরূপ ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল। কিন্তু আমি ভীম রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ইতস্তত বনবাসী ঋষিগণকে ভয় প্রদর্শন করিতাম। একদা স্থূলশিরা নামে এক মুনি বন্য ফল মূল আহরণ করিতেছিলেন, তৎকালে আমি ঐ মূর্ত্তিতে গিয়া তাঁহার সেই গুলি কাড়িয়া লই। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন, দুর্ব্বৃত্ত! তোর আকার এই রূপই ঘৃণিত ও ক্রূর হইয়া থাক্।

অনন্তর আমি অপরাধকৃত শাপের শান্তি জন্য বারংবার প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিলেন, যখন রাম তোমার বাহু ছেদন পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে তোমাকে দগ্ধ করিবেন, তখনই তুমি স্বীয় রমণীয় মূর্ত্তি অধিকার করিবে। লক্ষ্মণ! আমি শ্রী নামক দানবের পুত্র, আমার নাম দনু। এক্ষণে তোমরা আমার যে আকার নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা সংগ্রামে ইন্দ্রের শাপপ্রভাবে

ঘটিয়াছে। আমি এক সময়ে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছি-লাম। তদ্দর্শনে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলাম। মনে করিলাম, আমার ত দীর্ঘ আয়ু লাভ হইল, অতঃপর ইন্দ্র আর আমার কি করিবেন। আমি এই চিন্তা করিয়া উহাঁকে যুদ্ধে আক্রমণ করিলাম। ইন্দ্রও শতধার বজ্রে আমার উরু ও মস্তক শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি বিস্তর অনুনয় করিতে লাগিলাম, তজ্জন্য তিনি আমায় বধ করিলেন না, কহিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা না হোক্। তখন আমি কহিলাম, আপনি বজ্রদ্বারা আমার উরু ও মস্তক ভাঙ্গিয়া দিলেন, অতঃপর আমি অনা-হারে দীর্ঘকাল কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব।

অনন্তর ইন্দ্র আমার যোজনপ্রমাণ দুই হস্ত ও উদরে তীক্ষ্ণ-দশন মুখ সংযোজিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে আমি এই স্থানে প্রকাণ্ড বাহু দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগ প্রভৃতি বনচারী জীবজন্তু-গণকে চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তৎকালে ইন্দ্র এরূপও কহিয়াছিলেন, যখন রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে তোমার বাহু ছেদন করিবেন, তখনই তুমি স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

তাত! এখন আমি এই দেহে এই বনমধ্যে যাহা করি,

তাহাই গ্রহণ করা সৎ বিবেচনা করিয়া থাকি। ভাবিয়াছি, রাম এক সময়ে অবশ্যই আমার হস্তে আসিবেন এবং আমার এই শরীরও নষ্ট করিবেন। বীর! তুমি সেই রাম, তোমার কুশল হউক। তপোধন স্থূলশিরা আমায় কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না; বস্তুত তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নিসংস্কার কর, আমি তোমাকে সৎবুদ্ধি দিব, এবং সহকারী মিত্রও প্রদর্শন করিব।

অনন্তর ধর্মশীল রাম দনুর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসমক্ষে কহিতে লাগিলেন, কবন্ধ! আমি লক্ষ্মণের সহিত জনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, ঐ অবকাশে রাবণ অক্লেশে আমার পত্নী যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার কেবল নামটি জানি, তদ্ভিন্ন তাহার রূপ বয়স নিবাস ও প্রভাব কিছুই জানি না। দেখ, আমরা পরোপকারে দীক্ষিত, কিন্তু নিরাশ্রয় ও কাতর হইয়া এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের প্রতি যথোচিত কৃপা কর। বীর! আমরা এই স্থানে বিস্তীর্ণ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া, করিশুণ্ডভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক তোমায় দগ্ধ করিব। বল, কোন্ ব্যক্তি কোথায় সীতাকে লইয়া গেল? যদি তুমি যথার্থই জান, তবে আমার শুভসাধন কর।

তখন বচনচতুর দনু বক্তা রামকে কহিল, রাজকুমার! আমি জানকীকে জানি না, আমার আর সে দিব্য জ্ঞান নাই। আমি দাহান্তে পূর্ব্বরূপ অধিকার করিব এবং যে তাঁহার বৃত্তান্ত বিদিত আছে, তাহাও বলিব। শাপবলে আমার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। আমি নিজের দোষেই এই ঘৃণিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দেহ দগ্ধ না হইলে, কোন্ মহাবীর্য্য রাক্ষস তোমার ভার্য্যাপহারী, তাহা জানিতে পারিব না। অতএব যাবৎ সূর্য্য শ্রান্তবাহনে অস্ত না যাইতেছেন, এই অবসরে তুমি আমায় বিবরে নিক্ষেপ করিয়া, বিধি পূর্ব্বক দগ্ধ কর। পরে যিনি সেই রাক্ষসের পরিচয় জানেন, আমি তাঁহার উল্লেখ করিব। রাম! তুমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিও। তিনি ন্যায়পর, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহা হইতে অবশ্যই তোমার সাহায্য হইবে। ত্রিলোকে তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি এক সময় কোন কারণ বশত সমস্ত লোকই পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর পর্ব্বতোপরি একটি গর্ত্তে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষ্মণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা চিতা প্রদীপ্ত করিয়া দিলে, উহা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃতপিণ্ড-তুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃদুমন্দরূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহ্নির ন্যায় উত্থিত হইল। উহার পরিধান নির্ম্মল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংসযোজিত উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল এবং অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম! তুমি যেরূপে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি মাত্র কার্য্য সাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়াথাকে। যে ব্যক্তি দুঃস্থ, দুঃস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত দুর্দ্দশাপন্ন ও হীন হইয়াছ, এই জন্য ভার্য্যাহরণ-

রূপ বিপদও সহিতেছ। সুতরাং এসময় কোন বিপন্ন লোকের সহিত বন্ধুত্ব কর, তদ্ভিন্ন আমি ভাবিয়াও তোমার কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না।

রাম! সুগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ঋক্ষরজের ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি উহাঁর ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সুগ্রীব পম্পার উপকূলবর্ত্তি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে চারিটি বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত বুদ্ধিমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর ও দক্ষ। তাঁহার কান্তি অপরিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সেই সুগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। তুমি আর শোকাকুল হইও না। কাল একান্তই দুর্নিবার; যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব, বীর! তুমি আজ সত্বর এস্থান হইতে যাও। গিয়া অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নিসাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীশ্বরের সহিত মিত্রতা কর। বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ কামরূপী ও সহায়ার্থী। তোমা হইতে তাঁহার সাহায্য হইবে; না হইলেও তিনি তোমার কার্য্যে উদাসীন থাকিবেন না। বালির সহিত সুগ্রীবের বিলক্ষণ শত্রুতা। তিনি উহারই ভয়ে ভীত হইয়া পম্পাতটে পর্য্যটন করিতেছেন।

রাম! এক্ষণে তুমি গিয়া অগ্নিসমক্ষে অস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক শীঘ্র সত্যবন্ধনে সেই বনচরের সহিত মিত্রতা কর। তিনি বহু দর্শন-বলে রাক্ষসস্থান সমস্তই জ্ঞাত আছেন। ত্রিলোকে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই। যাবৎ সূর্য্য উত্তাপ দান করেন, ততদূর পর্য্যন্ত তিনি বানরগণের সহিত নদী পর্ব্বত গিরিদুর্গ ও গহ্বরে সীতার অনুসন্ধান করিবেন। সীতা তোমার বিরহে রাবণের গৃহে অত্যন্তই শোকাকুল হইয়া আছেন, তিনি তাঁহার অন্বেষণ করিবেন এবং এই উপলক্ষে বৃহৎ বৃহৎ বানরগণকেও চতুর্দ্দিকে পাঠাইবেন। জানকী সুমেরুশিখরে বা পাতালতলেই থাকুন, ঐ কপীশ্বর রাক্ষস বিনাশ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণোপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাম! যথায় জম্বু, প্রিয়াল, পনস, বট, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, ও আম্র প্রভৃতি পুষ্পশোভিত মনোহর বৃক্ষ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া আছে, সেই স্থানে যাইবার এই এক উৎকৃষ্ট পথ। ঐ পথে ধব, নাগকেসর, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, কুসুমিত করবীর, অগ্নিমুখ্য, রক্তচন্দন ও মন্দার বৃক্ষ রহিয়াছে। তোমরা ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা বেগে উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া, অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ পূর্ব্বক যাইও। পরে ঐ বন অতিক্রম করিয়া নন্দন-সদৃশ অন্য বনে প্রবেশ করিও। যেমন কুবেরোদ্যান চৈত্ররথে তদ্রূপ ঐ বনে ঋতু সকল সর্ব্বকাল বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষ সমূহ মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় ঘনীভূত, শাখা প্রশাখায় শোভিত এবং ফলভরে সততই অবনত। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত বৃক্ষে আরোহণ বা উহাদের শাখা ভূমিতে আনত করিয়া তোমায় অমৃতাস্বাদ ফল প্রদান করিবেন। তোমরা এইরূপে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত বন হইতে বন পর্য্যটন পূর্ব্বক পম্পা

নদীতে উপস্থিত হইবে। ঐ নদী কর্করশূন্য বালুকাকীর্ণ অপিচ্ছিল ও শৈবলবিহীন। উহার সোপান গুলি সমান, উহাতে রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল শোভা পাইতেছে, এবং হংস মণ্ডূক ক্রৌঞ্চ ও কুররগণ মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। ঐ সকল বিহঙ্গ, বধ কাহাকে বলে, জানে না এবং মনুষ্য দেখিলেও ভীত হয় না। তোমরা গিয়া, পম্পানিবাসী ঘৃত-পিণ্ডাকার স্থূল পক্ষিগণকে ভক্ষণ করিবে। ঐ সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট রোহিত এবং চক্রতুণ্ড মৎস্য আছে। তোমার ভক্ত লক্ষ্মণ শরাঘাতে সেই গুলি সংহার করিবেন এবং ত্বক ও পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক শূল্যপক্ক করিয়া, তোমায় আনিয়া দিবেন। পম্পার জল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদ্মগন্ধি নির্ম্মল সুখসেব্য শীতল ও পথ্য; তুমি মৎস্য ভক্ষণ করিলে, লক্ষ্মণ পানার্থ পদ্মদলে সেই জল আনয়ন করিবেন। ঐ স্থানে গিরি-গহ্বরশায়ী বনচারী বৃহৎ বৃহৎ বরাহ জললোভে উপস্থিত হয় এবং পিপাসা শান্তি করিয়া, বৃষের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ সায়াহ্নে বিচরণকালে তোমায় তৎসমুদায় প্রদর্শন করিবেন। রাম! তুমি পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ ও পম্পার নির্ম্মল জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বীতশোক হইবে। ঐ স্থানে তিলক ও নক্তমাল বৃক্ষ কুসুমিত, এবং শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে। ঐ পুষ্প গ্রহণ করে, তথায় এমন কেহ নাই এবং উহা কখন ম্লান

না শীর্ণও হয় না। ঐ বনে মতঙ্গশিষ্যগণের বাসস্থান ছিল। তাঁহারা গুরুর জন্য প্রতিনিয়ত বন্য ফল মূল আহরণ করিতেন। তৎকালে বহনশ্রমে তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু অজস্র ভূতলে পড়িত, উহাঁদের তপোবলে তাহাই পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বহুদিন অতীত হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গিয়াছেন, কিন্তু আজিও তথায় শবরী নামে একটি তাপসী বাস করিতেছেন। ঐ ধর্ম্মপরায়ণা চিরজীবিনী উহাঁদের পরিচারিকা ছিলেন। তুমি সকলের পূজ্য ও দেবপ্রভাব, অতঃপর শবরী তোমায় দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন।

রাম! তুমি ঐ পম্পা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া, মহর্ষি মতঙ্গের তপোবন পাইবে। উহা অতি রমণীয় ও অনির্ব্বচনীয়। মহর্ষির প্রভাবে মাতঙ্গেরা তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। যে বনে ঐ আশ্রম, এক্ষণে তাহা মতঙ্গবন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তুমি সেই দেবারণ্যসদৃশ পক্ষিসমাকীর্ণ বনে গিয়া অত্যন্তই সুখী হইবে। ঐ পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় নানা প্রকার পুষ্পিত বৃক্ষ আছে। শিশু সর্পে সমাকীর্ণ বলিয়া উহাতে কেহ আরোহণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঐ পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। উহার দানশক্তি অতি চমৎকার। কেহ উহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যত ধন পায়, জাগ্রদবস্থায় তত গুলি অধিকার করিয়া থাকে। যদি কোন দুরাচার

উহাতে আরোহণ করে, সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসেরা সেই স্থানেই তাহাকে লইয়া প্রহার করিয়া থাকে। মতঙ্গবনের যে সকল শিশু হস্তী পম্পায় বিহার করে, তাহাদের তুমুল কলরব ঐ পর্ব্বত হইতে শ্রুতিগোচর হয়। তথায় কৃষ্ণকায় দীর্ঘাকার মাতঙ্গ রক্তবর্ণ মদধারায় সিক্ত হইয়া, দলে দলে ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঞ্চরণ করিতেছে এবং পম্পার সুগন্ধি সুখস্পর্শ নির্ম্মল রমণীয় সলিল পান করিয়া অরণ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে ভল্লুক ব্যাঘ্র এবং নীলকান্তপ্রভ শান্তস্বভাব অচপল রুরু আছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিয়া শোকশূন্য হইবে। সেই পর্ব্বতে শিলাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ এক গুহাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর। উহার সম্মুখে কমনীয় একটি হ্রদ দেখিতে পাইবে। হ্রদের জল শীতল এবং উহার তীরদেশে বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। রাম! ধর্ম্মশীল সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহামধ্যে বাস করেন এবং কখন কখন শৈলশৃঙ্গেও অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

সূর্য্যপ্রভ মাল্যধারী কবন্ধ উহাঁদিগকে এইরূপ কহিয়া গগনতলে শোভা পাইতে লাগিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ গমনের উপক্রম করিয়া, উহাকে কহিলেন, তুমি দিব্য লোকে প্রস্থান কর। মহাভাগ কবন্ধও কহিল, তোমরাও তবে স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে যাও।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধনির্দ্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন এবং পর্ব্বতোপরি স্বাদুফলপূর্ণ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উঁহারা পর্ব্বতপৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করিলেন, এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহু বৃক্ষে পরিবৃত ও রমণীয়। উঁহারা তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শবরীর নিকটস্থ হইলেন। তখন ঐ সিদ্ধা উঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিধানানুসারে পাদ্য ও আচমনীয় দিলেন।

অনন্তর রাম ঐ ধর্ম্মচারিণীকে কহিলেন, অয়ি চারুভাষিণি! তুমি ত তপোবিঘ্ন জয় করিয়াছ? তপস্যা ত বর্দ্ধিত হইতেছে? ক্রোধ ত বশীভূত করিয়াছ? আহার সংযম কিরূপ? মনের

সুখ কি প্রকার? নিয়ম ত পালিত হইয়া থাকে? এবং গুরু-সেবাও ত সফল হইয়াছে?

তখন সিদ্ধসম্মত বৃদ্ধ শবরী সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, রাম! অদ্য তোমায় দেখিয়াই আমার তপস্যা সফল, জন্ম সার্থক এবং গুরুসেবাও ফলবতী হইল। অদ্য তোমার পূজা করিয়া আমার স্বর্গ হইবে। তুমি যখন সৌম্য দৃষ্টিতে আমায় পবিত্র করিলে, তখন আমি তোমার কৃপায় অক্ষয় লোক লাভ করিব। আমি যে সকল তাপসের পরিচারণা করিতাম, তুমি চিত্রকূটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা এই আশ্রমপদ হইতে দিব্য বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ঐ ধার্ম্মি-কেরা প্রস্থানকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, রাম তোমার এই পুণ্যাশ্রমে আসিবেন। তুমি তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে যথোচিত আতিথ্য করিও। তাঁহাকে দেখিলে, তোমার উৎ-কৃষ্ট অক্ষয় লোক লাভ হইবে। রাম! আমি মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তোমার জন্য পম্পাতীর হইতে বন্য ফল মূল আহরণ করিয়াছি।

তখন ধর্ম্মশীল রাম ত্রিকালজ্ঞা শবরীকে কহিলেন, তাপসি! আমি দনুর মুখে তাপসগণের মাহাত্ম্য শুনিয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তবে স্বচক্ষে তাহা দেখিবারও ইচ্ছা করি।

অনন্তর শবরী কহিলেন, রাম! এই দেখ, মৃগপক্ষিপূর্ণ নিবিড়মেঘাকার মতঙ্গবন। এই স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্স্থলী নাম্নী বেদী ; ইহাতে সেই সমস্ত পূজনীয় গুরুদেব শ্রমকম্পিত করে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। দেখ, তাঁহাদের তপোবলে আজিও এই অতুলপ্রভা বেদী শ্রীসৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক্ শোভিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসজনিত আলস্যে পর্য্যটন করিতে পারিতেন না, ঐ দেখ, এই নিমিত্ত সপ্ত সমুদ্র স্মৃতিমাত্র এই স্থানে আসিয়াছেন। তাহাঁরা স্নানান্তে বল্কল সকল বৃক্ষে রাখিতেন, আজিও সেগুলি শুষ্ক হইতেছে না। উহাঁরা পদ্মাদি পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিয়াছিলেন, এখনও সে সকল ম্লান হয় নাই। রাম! এই ত তুমি সমস্ত বনই দেখিলে, যাহা শুনিবার, তাহাও শুনিলে, এক্ষণে আজ্ঞা কর, আমি দেহ ত্যাগ করিব। যাহাঁদের এই আশ্রম, আমি যাহাঁদের পরিচর্য্যা করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্নিহিত হইব।

রাম শবরীর এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন আশ্চর্য্য!—ভদ্রে! তুমি আমাকে সমুচিত পূজা করিয়াছ, এক্ষণে যথায় ইচ্ছা সুখে প্রস্থান কর।

তখন চীরচর্ম্মধারিণী জটিলা শবরী রামের অনুজ্ঞাক্রমে

অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। উহাঁর জ্যোতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার, দিব্য মাল্য ও দিব্য গন্ধ ; তিনি উৎকৃষ্ট বসনে যার পর নাই প্রিয়দর্শন হইলেন এবং বিদ্যুতের ন্যায় ঐ স্থান আলোকিত করিতে লাগিলেন। পরে যথায় পুণ্যশীল মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, তিনি সমাধিবলে সেই পবিত্র লোকে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী তপোবলে স্বর্গারোহণ করিলে, রাম মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং হিতকারী ভক্তিপ্রবণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই আশ্রমে বহুসংখ্য বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্র আছে, নানা প্রকার পক্ষী কোলাহল করিতেছে, এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থও রহিয়াছে। আমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলাম, সপ্তসমুদ্রতীর্থে স্নান এবং বিধানানুসারে পিতৃগণের তর্পণও করিলাম। এক্ষণে আমার অশুভ নষ্ট হইয়া গেল, এবং তন্নিবন্ধন মনও পুলকিত হইল। অতঃপর আইস, আমরা প্রিয়দর্শনা পম্পাতে যাই। পম্পার অদূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত। তথায় সূর্য্যতনয় সুগ্রীব বালির ভয়ে চারিটি বানরের সহিত বাস করিয়া আছেন। জানকীর অনুসন্ধান তাঁহারই আয়ত্ত। চল, এক্ষণে শীঘ্র যাই, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আমারও মন পম্পাদর্শনে একান্ত

উৎসুক হইয়াছে। চলুন, আমরা অবিলম্বেই এস্থান হইতে যাত্রা করি।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং যে স্থানে অত্যুচ্চ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র ও কীচক প্রভৃতি পক্ষি সকল কোলাহল করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ বন ও বিবিধ সরোবর দেখিতে দেখিতে, দূরপ্রবাহা পম্পার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মতঙ্গসর উহারই একটি প্রদেশ বিশেষ, উহাঁরা তথায় উপস্থিত হইয়া পম্পা দর্শন করিলেন। ঐ নদী অতিশয় রমণীয়, উহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ সলিলে কমলদল বিকসিত রহিয়াছে। সর্ব্বত্র কোমল বালুকণা, মৎস্য কচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থান কহ্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ এবং কোন স্থান বা কুবলয়সমূহে নীলবর্ণ। ঐ নদী বহুবর্ণ গজাস্তরণ কম্বলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহার তীরে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক; কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতা সকল সহচরী সখীর ন্যায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছে, কোন স্থান ময়ূররবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কোথাও কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করিতেছে, এবং কোথাও বা কুসুমিত আম্র বন। রাম ঐ পম্পা নদী দর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,

লক্ষ্মণ! এই পম্পা নদী তিলক, বীজপূরক, বট, লোধ্র, কুসুমিত করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, বঞ্জুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক ও অতিমুক্ত প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সমূহে, অলংকৃত প্রমদার ন্যায় শোভিত হইতেছে। কবন্ধ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, ইহারই তীরে সেই ধাতুরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত। মহাত্মা ঋক্ষরজের পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করিয়া আছেন। বৎস! এক্ষণে তুমিই তাঁহার নিকট গমন কর।

রাম লক্ষ্মণকে এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হা! জানি না, জানকী আমার বিরহে কিরূপে জীবিত থাকিবেন!

কামার্ত্ত রাম সীতাসংক্রান্তমনে লক্ষ্মণকে এই বলিয়া শোক করিতে করিতে রমণীয় পম্পা দর্শন করিতে লাগিলেন।

আরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।